রয়েল বেঙ্গল রহস্য

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

শিকারি থেকে লেখক হয়েও বন্দুক ছেড়ে পেনটা বোধ হয় হালকা মনে হয়। সেই জন্যই সেক্রেটারিকে দিয়ে লিখিয়ে কাঁপা হাতে সই...

আপনি
আনিতে
হয়ত আমার একটা
উপকার করিতে পারেন
করেন
ইতি

NEW JALPAIGURI
L. GANGULY

মিঃ গঙ্গোপাধ্যায়?
হেঁ।
আমার নাম তড়িৎ সেনগুপ্ত, মহীতোষবাবুর সেক্রেটারি।
আপনি নিশ্চয়ই প্রদোষ মিত্র?
তপেশ মিত্র।

আসুন, গাড়ি রয়েছে।
মহীতোষবাবু নিজে আসতে পারলেন না বলে দুঃখিত। ওঁর দাদার শরীরটা ভাল নেই। ডাক্তার এসেছিলেন, তাই ওঁকে থাকতে হল।
বেশি অসুখ কি?
দেবতোষবাবুর অসুখ অনেক দিনের। মাথার ব্যারাম। উন্মাদ নন মোটেই। দু'-তিন মাসে এক-আধবার মাথাটা একটু গরম হয়, তখন ডাক্তার এসে ওষুধের বন্দোবস্ত করে দেন।
বয়স কীরকম?
সত্তর। মহীতোষবাবুর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, ইতিহাস নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছেন।
ওটাই ভুটান।

হরিণ! হরিণ!
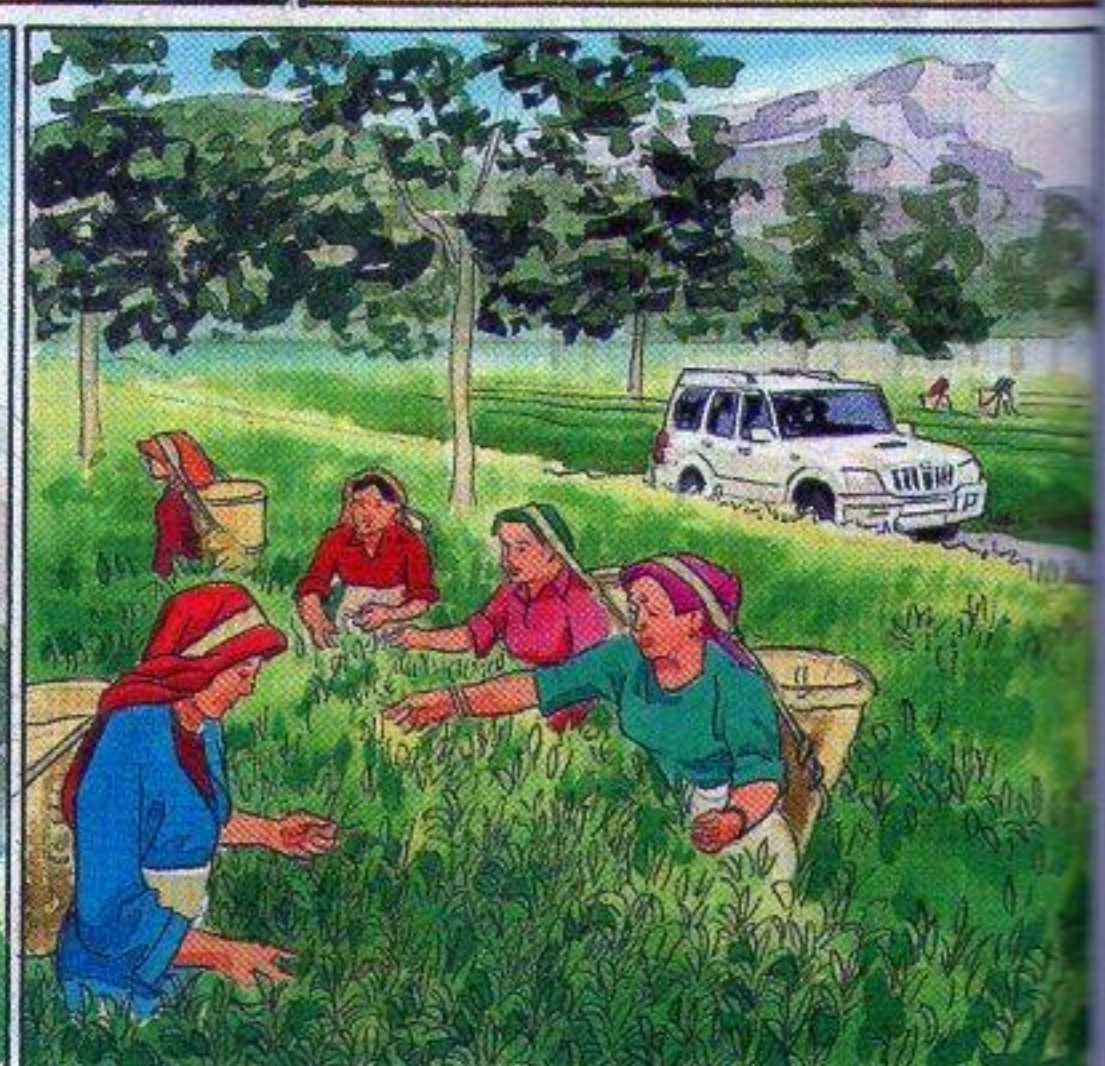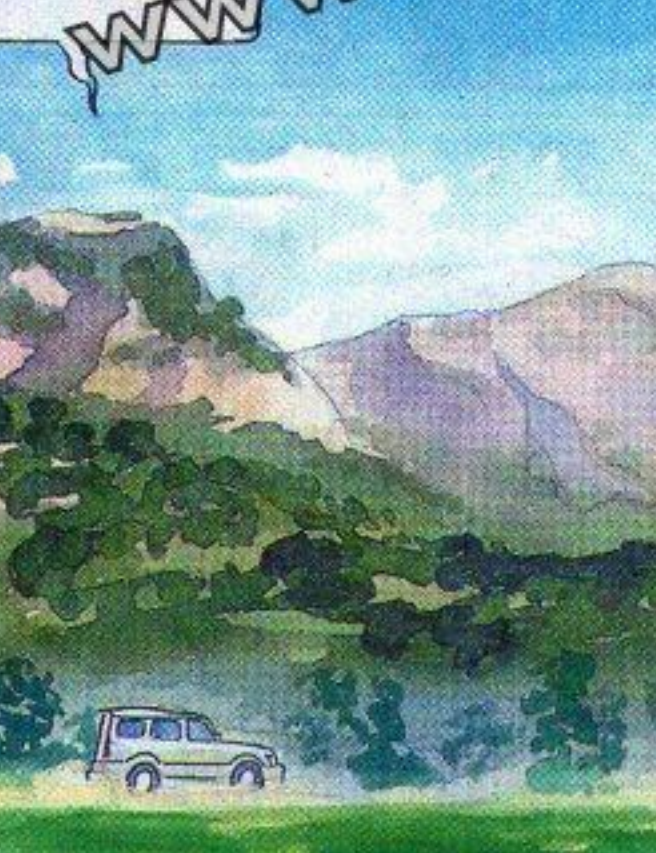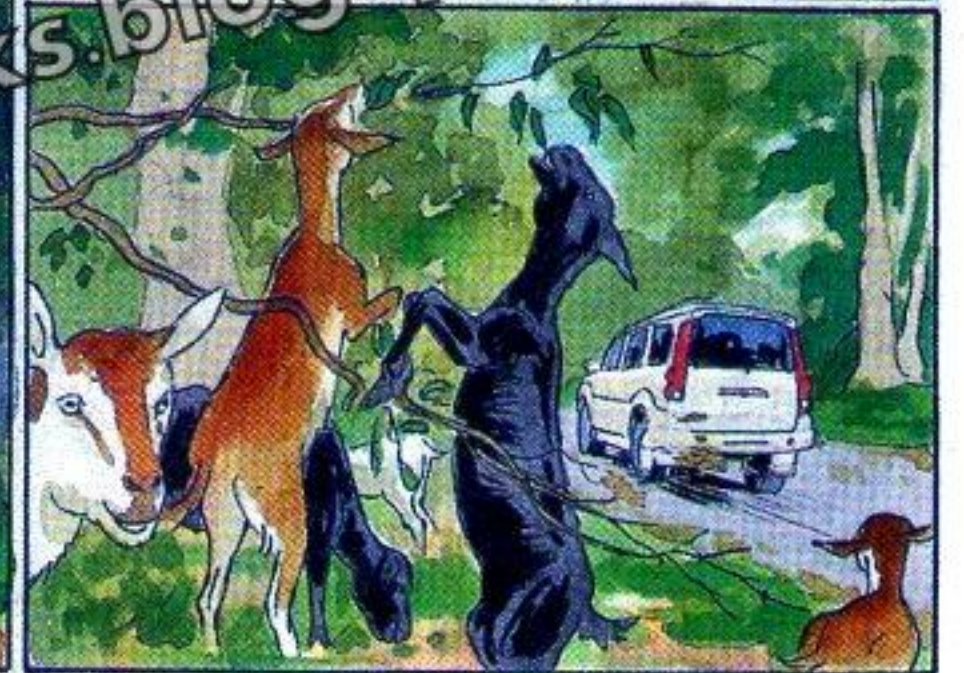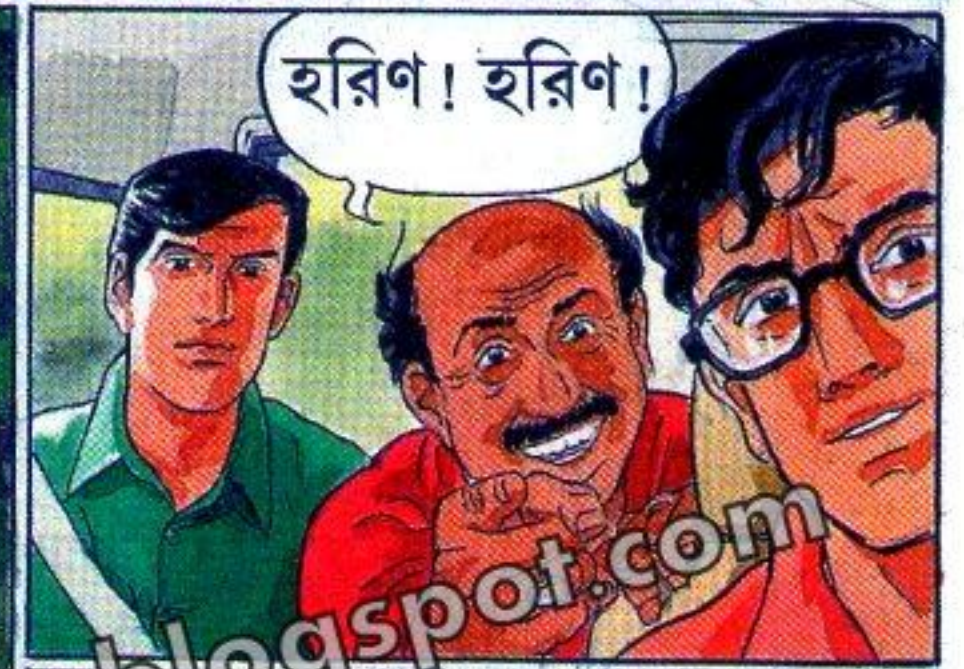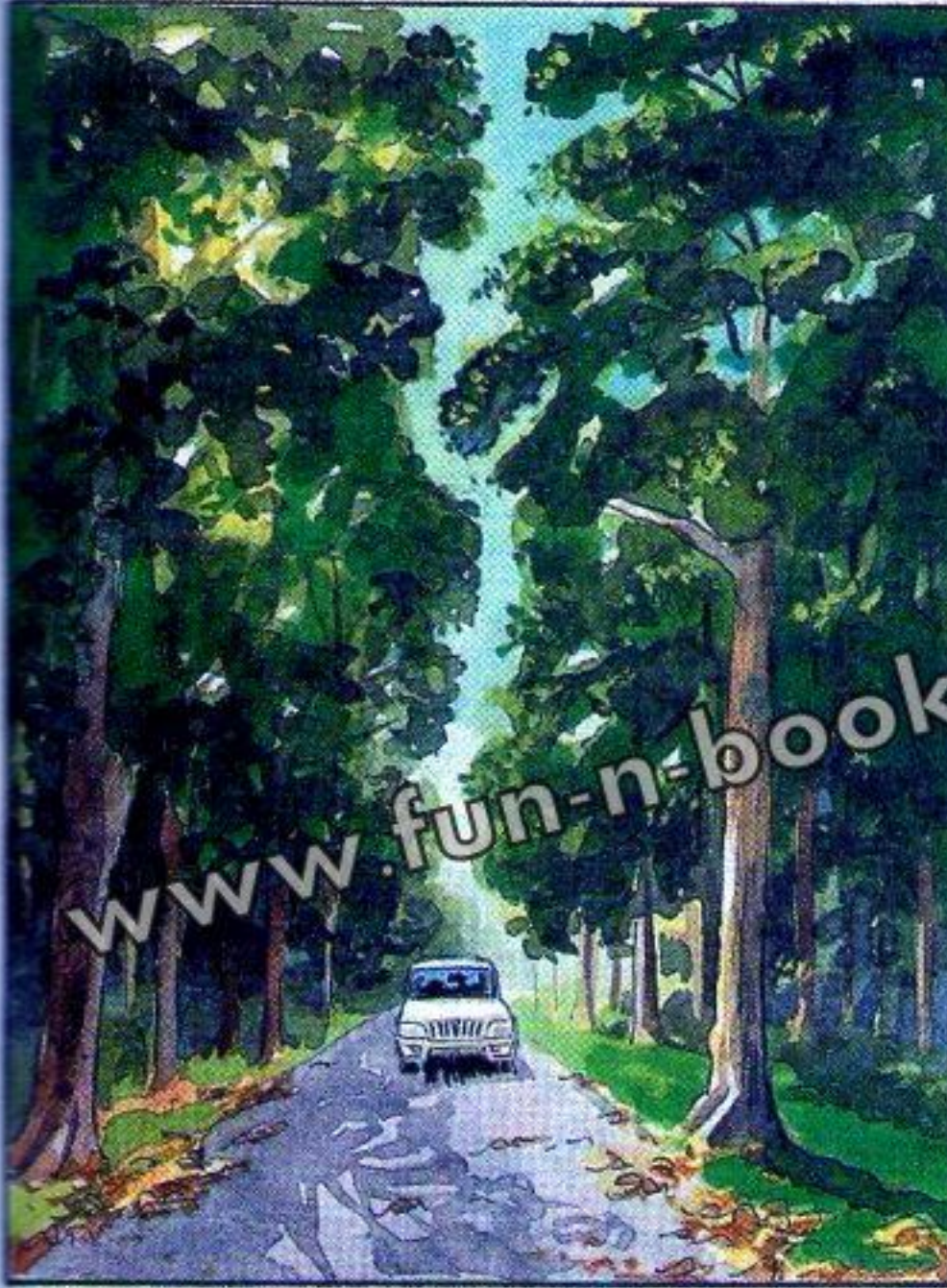
তাও ভাল, বাঘ বলেননি।
বাঘ এ অঞ্চলে আর আছে কি না সন্দেহ। তবে সিংহরায় বাড়ির পশ্চিমে কালবুনি জঙ্গল আছে। সেখানে অবিশ্যি হরিণটরিন এখনও দেখা যায়।

এখন তো নেওড়া ভ্যালিতেও বাঘ আছে বলে শুনছি, যা আগে কেউ ভাবতেও পারেনি। আট হাজার ফিট উঁচুতে রয়েল বেঙ্গল টাইগার!
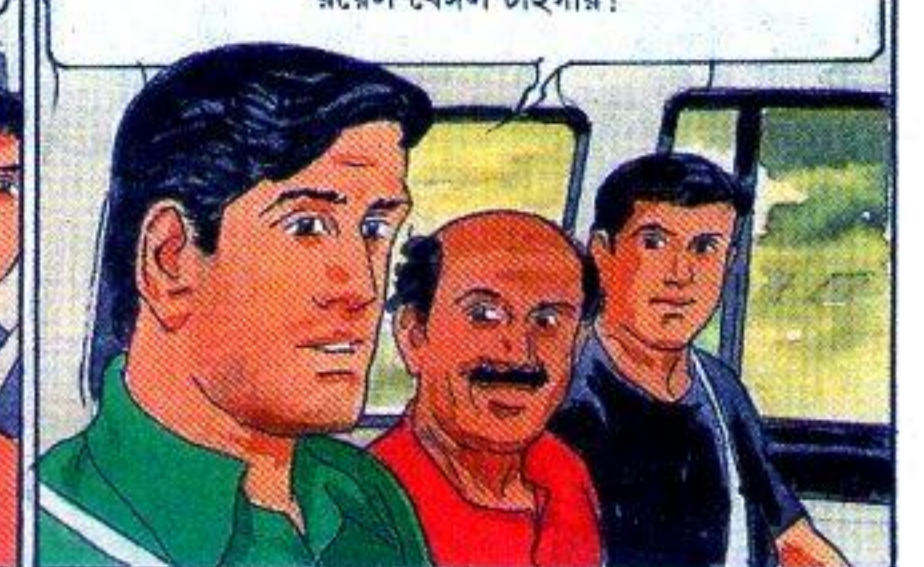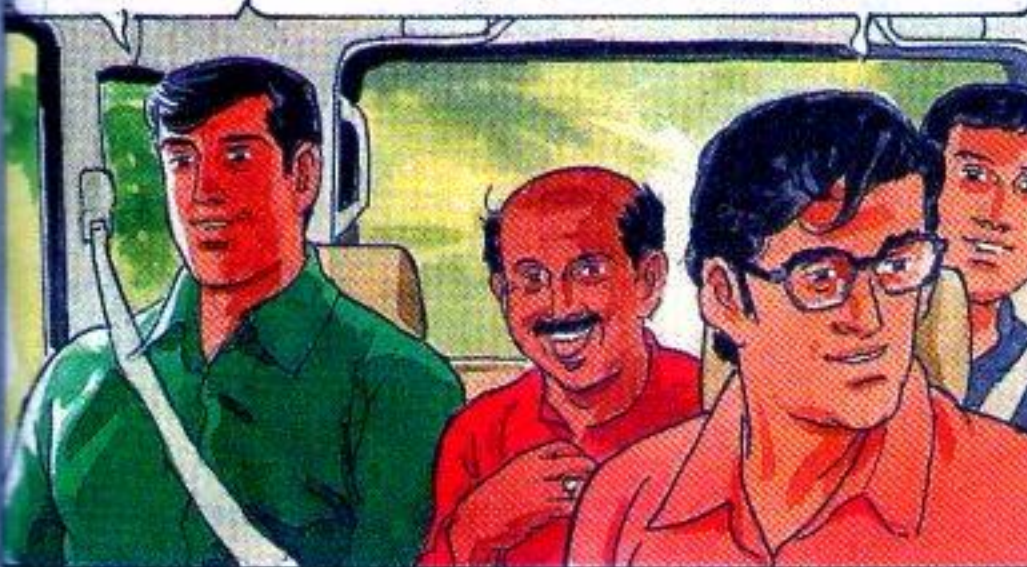
তাই তো শুনছি। অবিশ্যি মাস তিনেক আগে কালবুনিতে মানুষখেকো বাঘ আছে বলে একটা শোরগোল উঠেছিল।

আসলে নেই?
একেবারে মানুষখেকো?

একটি আদিবাসী ছেলের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল জঙ্গলে। তার গায়ে বাঘের আঁচড় ছিল। বাঘ বা অন্য কোনও জানোয়ারও কাজটা করে থাকতে পারে।
মহীতোষবাবু কী বলেন?

উনি তখন হাসিমারার দিকে ওঁর চা-বাগানে ছিলেন। বনবিভাগের কর্তাদের ধারণা, বাঘ। কিন্তু মহীতোষবাবু বিশ্বাস করতে রাজি হননি।

আর কোনও মানুষ খাওয়ার ঘটনাও ঘটেনি?
না।

নমস্কার!
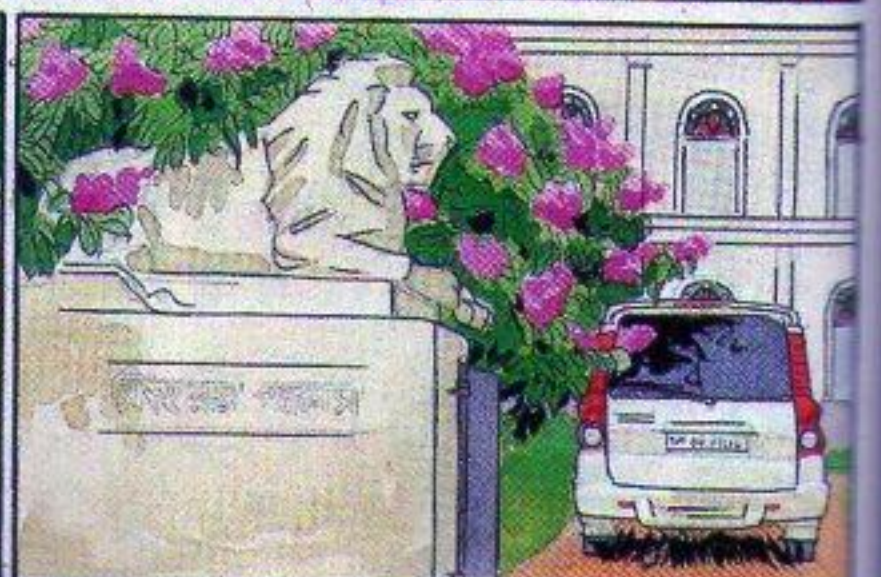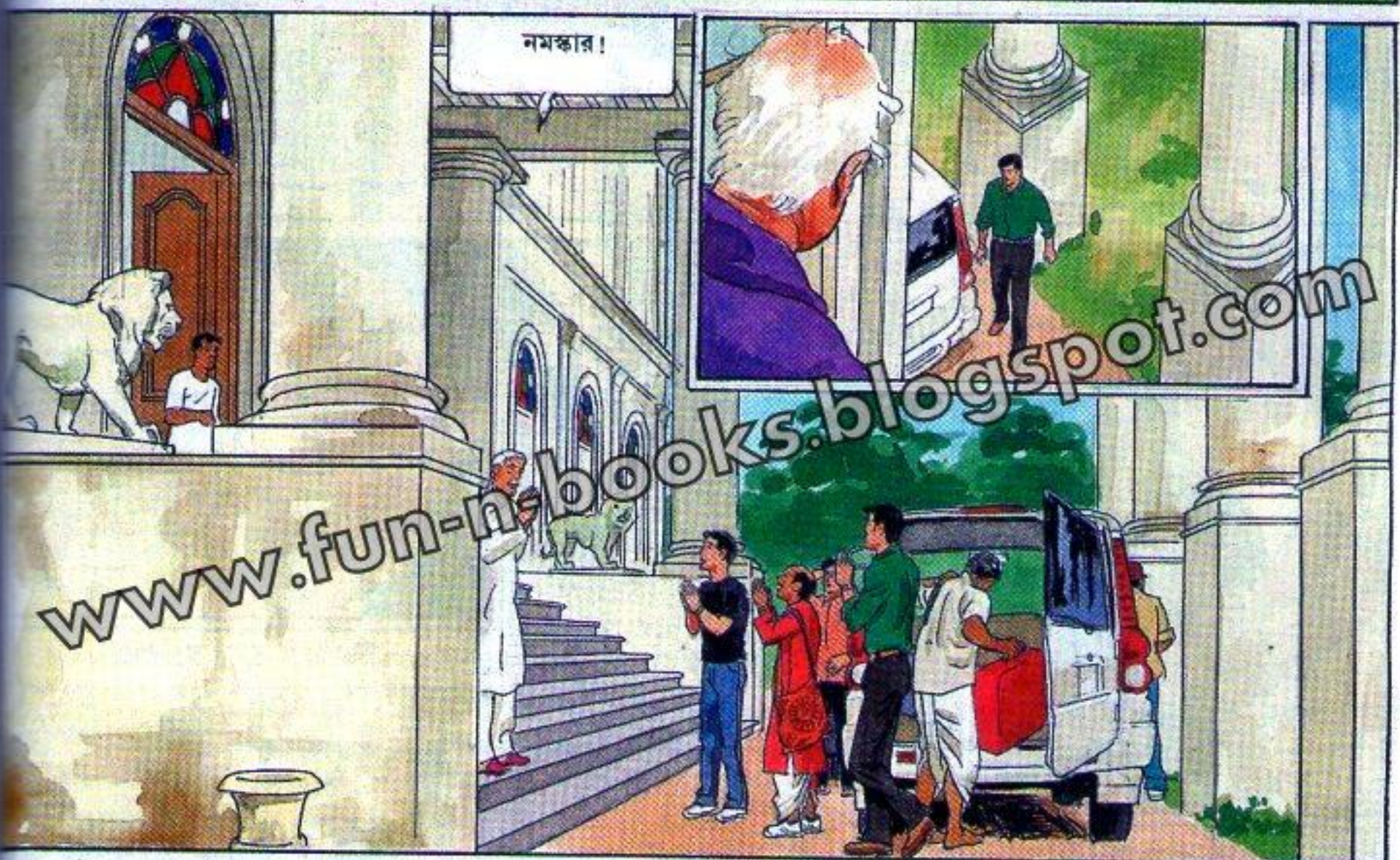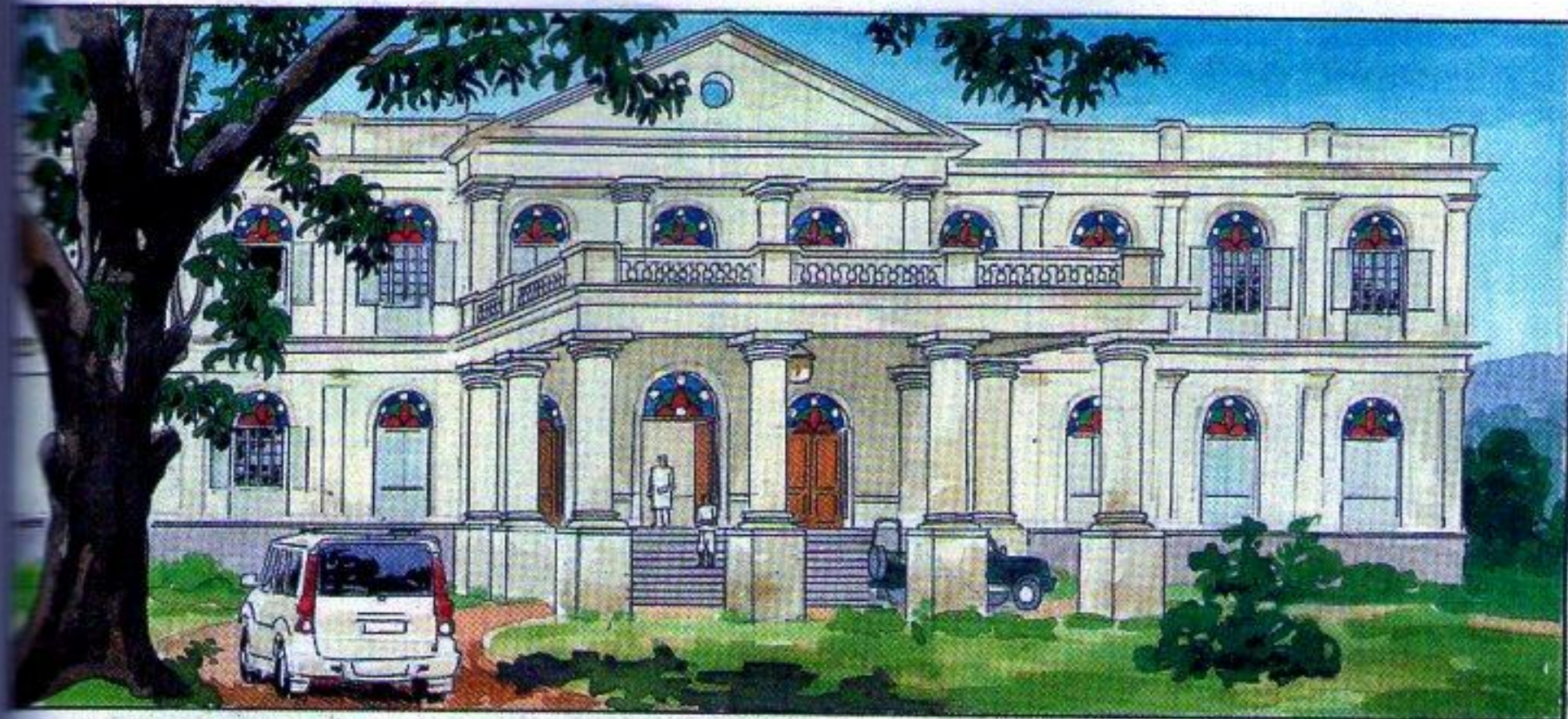
আমি শুধু ঘটনারই কথা বলছি না। সেগুলো তো খুবই আশ্চর্যের। আমার মনে হয়, সাহিত্যের দিক দিয়েও আপনার লেখার আশ্চর্য মূল্য আছে।
অথচ জানেন, আমি সবে এই বছরপাঁচেক হল, কলম ধরেছি। আসলে লেখাটা বোধ হয় রক্তে ছিল। বাপ-ঠাকুরদা দু'জনেই সাহিত্যচর্চা করেছেন। আমরা রাজপুতানার মানুষ, জানেন তো? ক্ষত্রিয়।
থ্যাঙ্ক ইউ!
এককালে মানুষের সঙ্গে লড়েছি। পরে মানুষ ছেড়ে জানোয়ার ধরেছি। এখন কলম।
উনি কি আপনার ঠাকুরদা?
হ্যাঁ, উনিই আদিত্যনারায়ণ সিংহরায়।
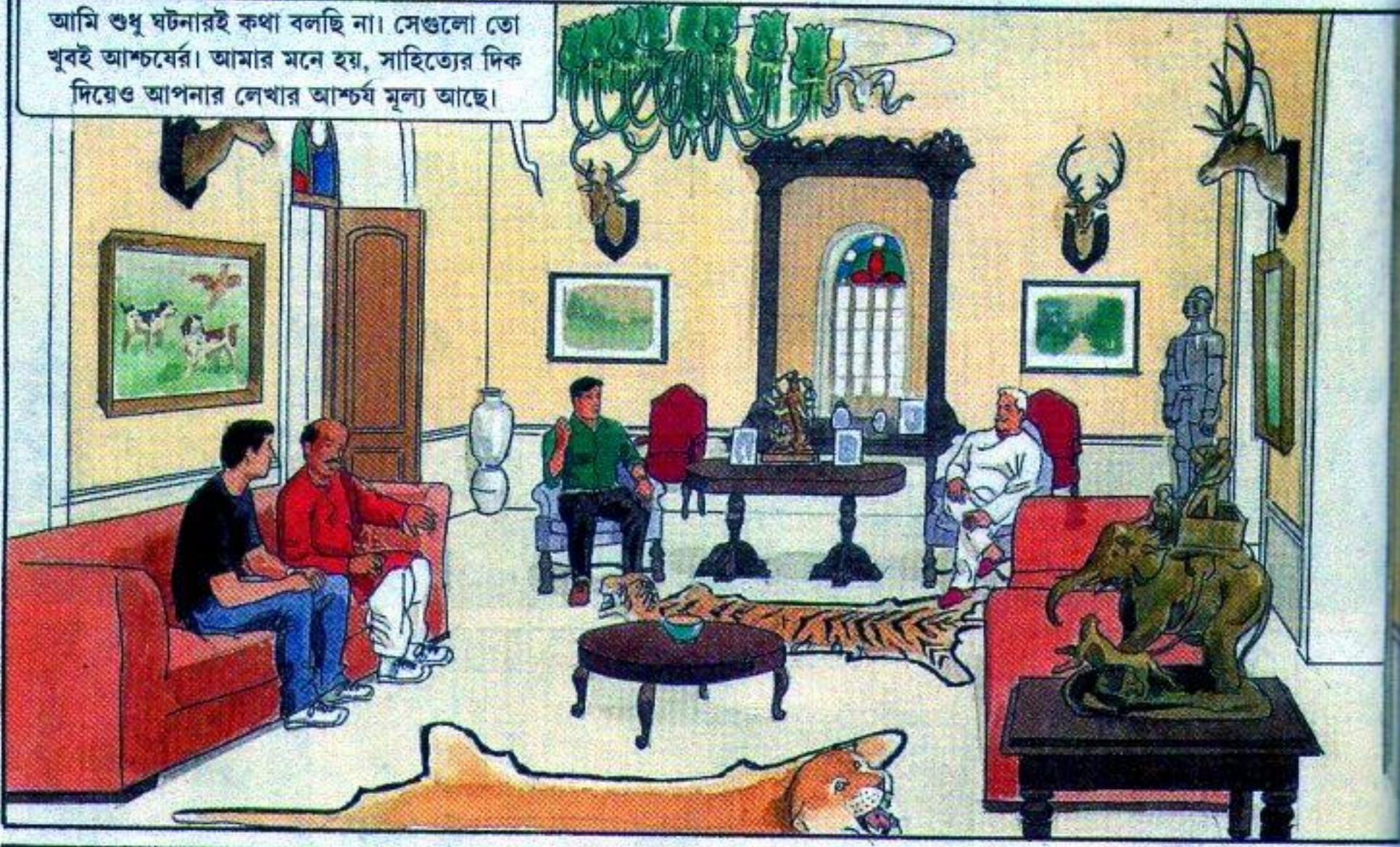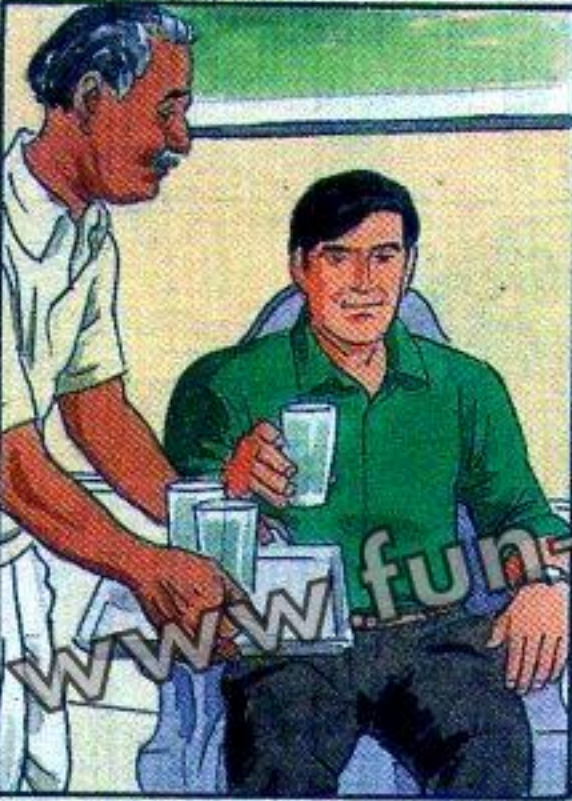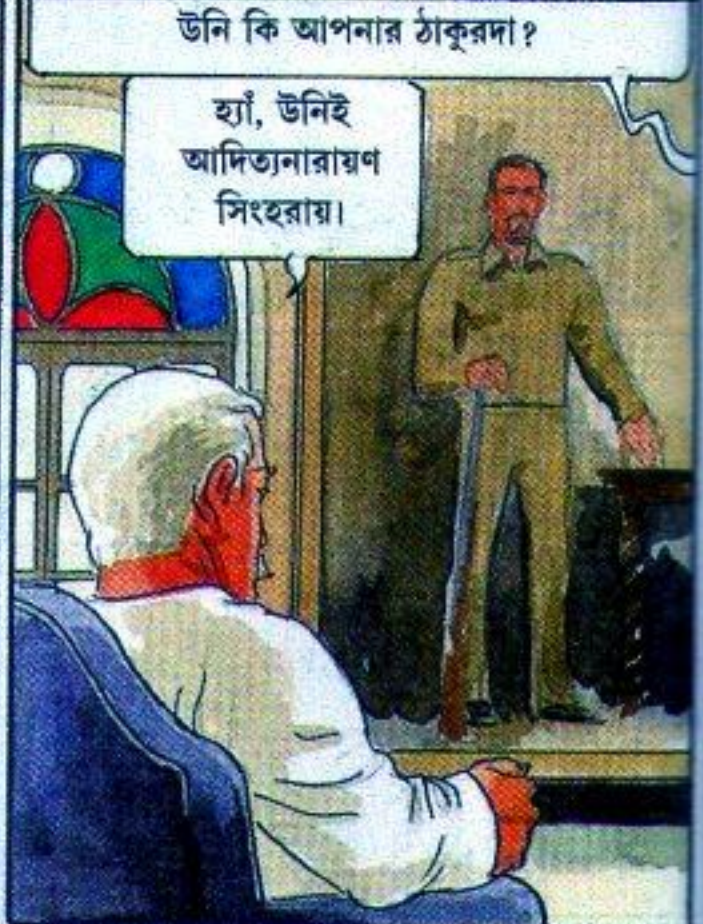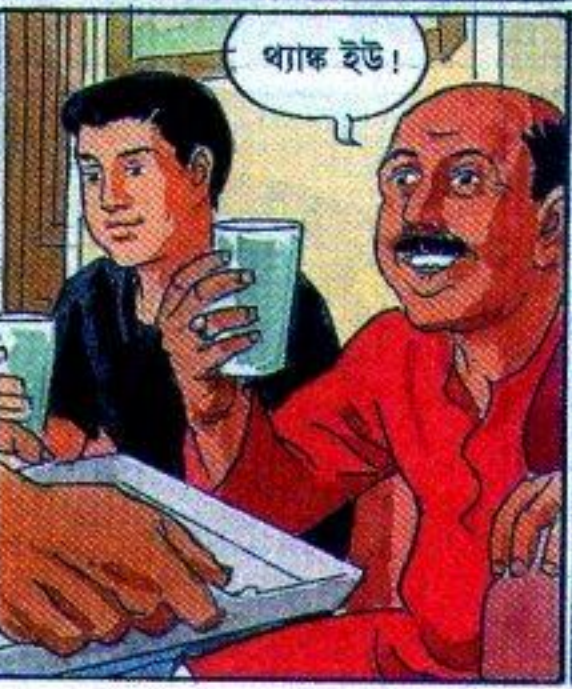
আপনারা শিকার শুরু করলেন কবে?

আমার ঠাকুরদার খুব কুকুরের শখ ছিল। পঞ্চাশটির উপর কুকুর ছিল। দিশি, বিলিতি, ছোট, বড়, মাঝারি, হিংস্র, নিরীহ কিছুই বাদ ছিল না। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল একটি ভুটিয়া কুকুর। এদিকে জল্পেশ্বরের শিবমন্দির ঘিরে এককালে শিবরাত্রির খুব বড় মেলা বসত। ভুটিয়ারা কুকুর আনত।

হাঃ হাঃ! সে এক গল্প...!

ইয়া গাবদা-গাবদা লোমশ কুকুর। ঠাকুরদা সেই কুকুর কিনে পোষেন। সাড়ে তিন বছর বয়সে সেই কুকুর চিতাবাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। ঠাকুরদার তখন জোয়ান বয়স। রোখ চাপল, বাঘের বংশ ধ্বংস করে শোধ তুলবেন। বন্দুক এল, বন্দুক ছোড়া শেখা হল। ব্যস, দেড়শোর উপর শুধু বড় বাঘই মেরেছেন ঠাকুরদা তাঁর বাইশ বছরের শিকারিজীবনে।
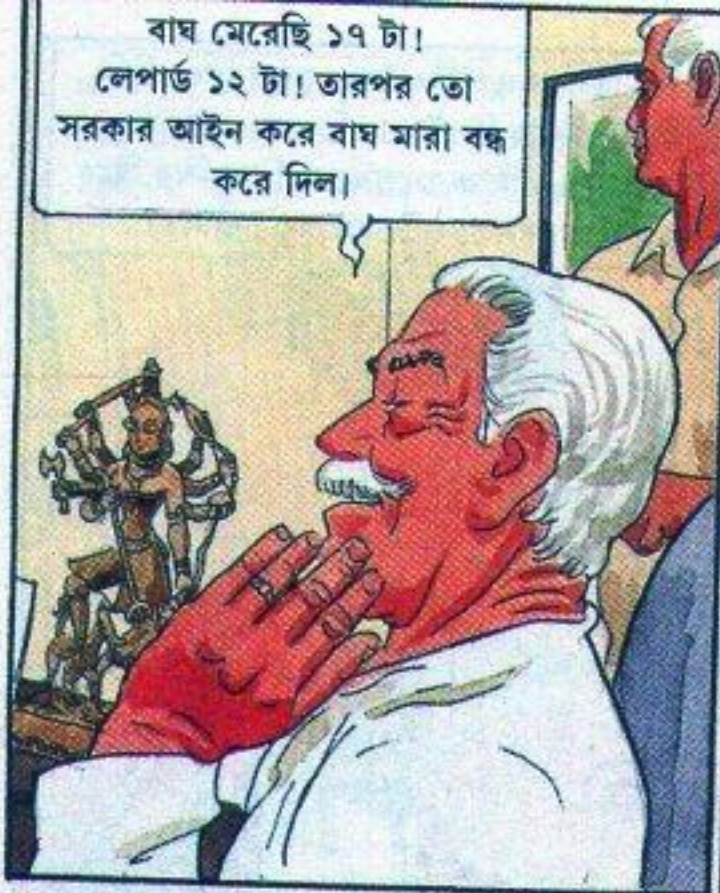
বাঘ মেরেছি ১৭ টা! লেপার্ড ১২ টা! তারপর তো সরকার আইন করে বাঘ মারা বন্ধ করে দিল।
আলাপ করিয়ে দিই। শশাঙ্ক সান্যাল, আমার বাল্যবন্ধু। আমার কাঠের কারবারটা ইনিই দেখাশোনা করেন।
প্রদোষ মিত্র।
তপেশ মিত্র
লালমোহন গাঙ্গুলি।
তড়িৎবাবুর কাছে একটা ম্যানইটারের কথা শুনছিলাম। সেটার আর কোনও খবর আছে কি?
ম্যানইটার বললেই তো আর ম্যানইটার হয় না। আমি থাকলে দেখে ঠিক বুঝতে পারতাম। তবে যে জানোয়ারেই খেয়ে থাক, সে আর দ্বিতীয়বার নরমাংসের প্রতি লোভ প্রকাশ করেনি।
ম্যানইটার হলে আপনি সাময়িকভাবে কলম ছেড়ে বন্দুক ধরতেন...
এখন তো শিকার বন্ধ, তবে চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন যদি মনে করেন, কোনও জানোয়ার মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক, তাকে আর কোনও ভাবে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, তখন উনি পারমিশন দিলে শিকার করা সম্ভব।
আপনারা ক্লান্ত হয়ে এসেছেন। আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি। বিকেলে একবার জঙ্গলটা ঘুরে আসতে পারেন।
তড়িৎ, যাও তো, এঁদের ট্রোফিরুমটা একবার দেখিয়ে ঘরে নিয়ে যাও।
আসুন।
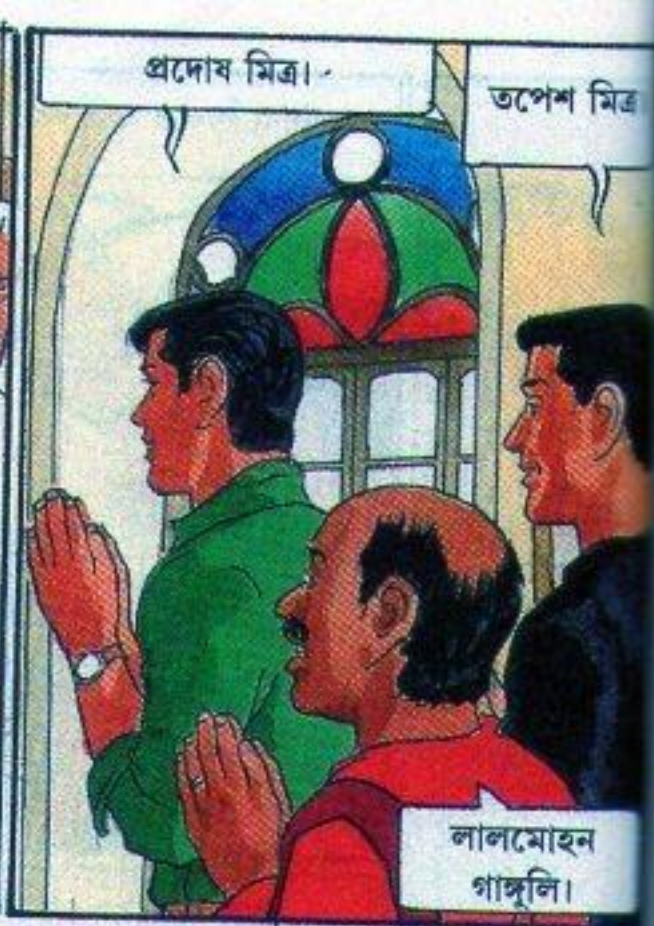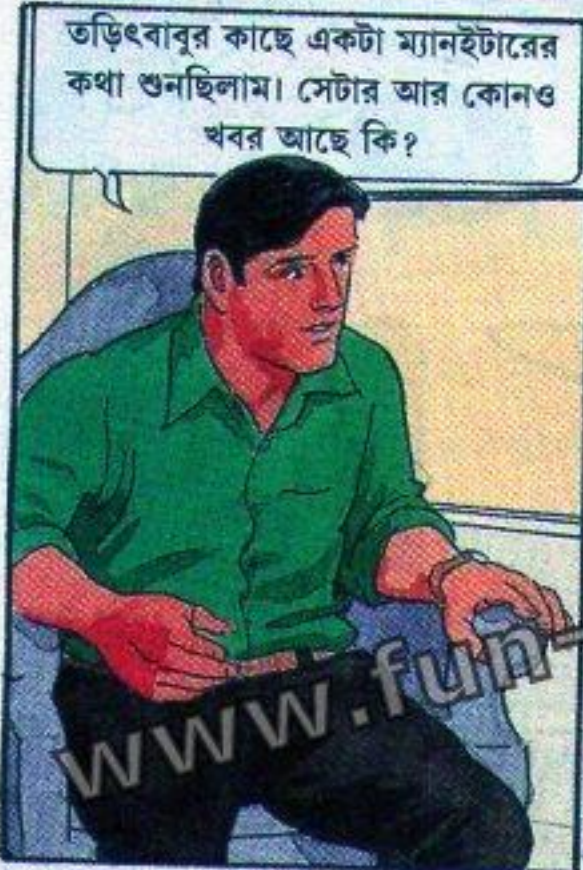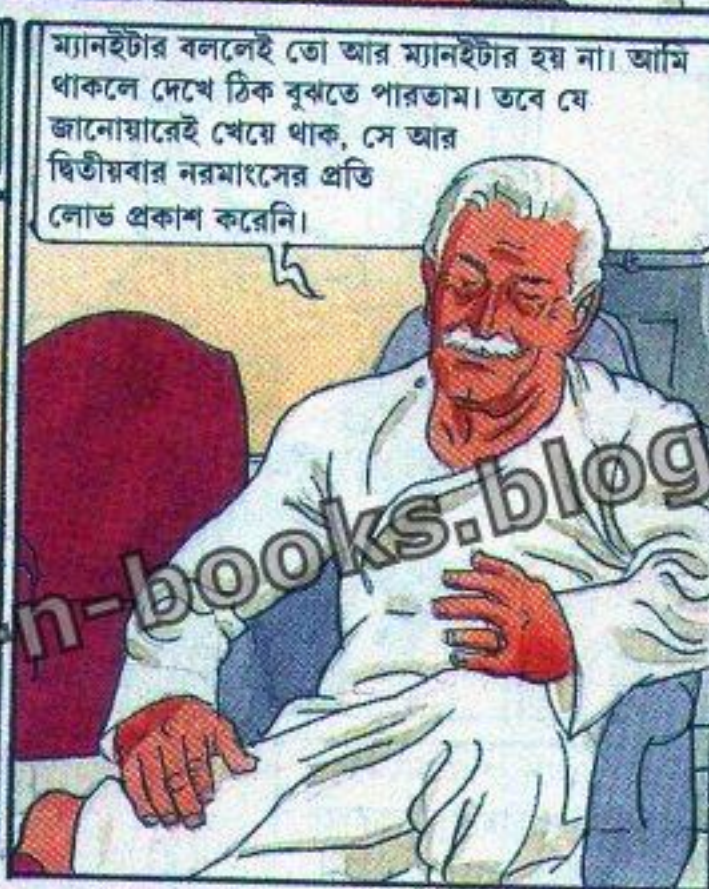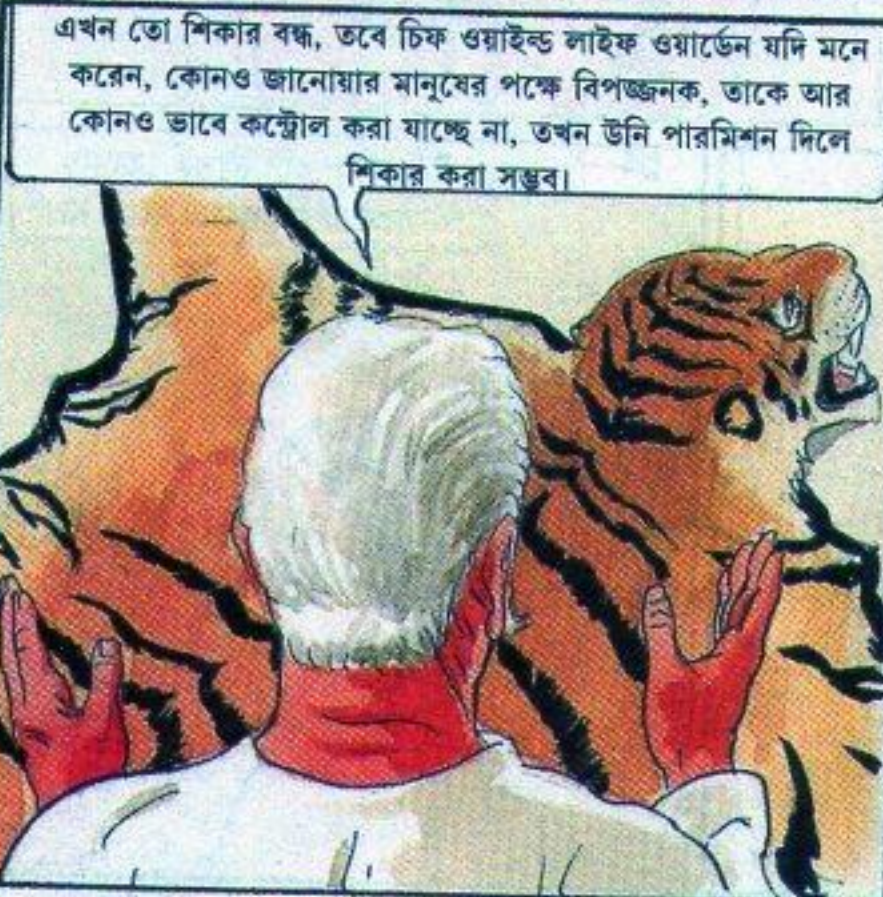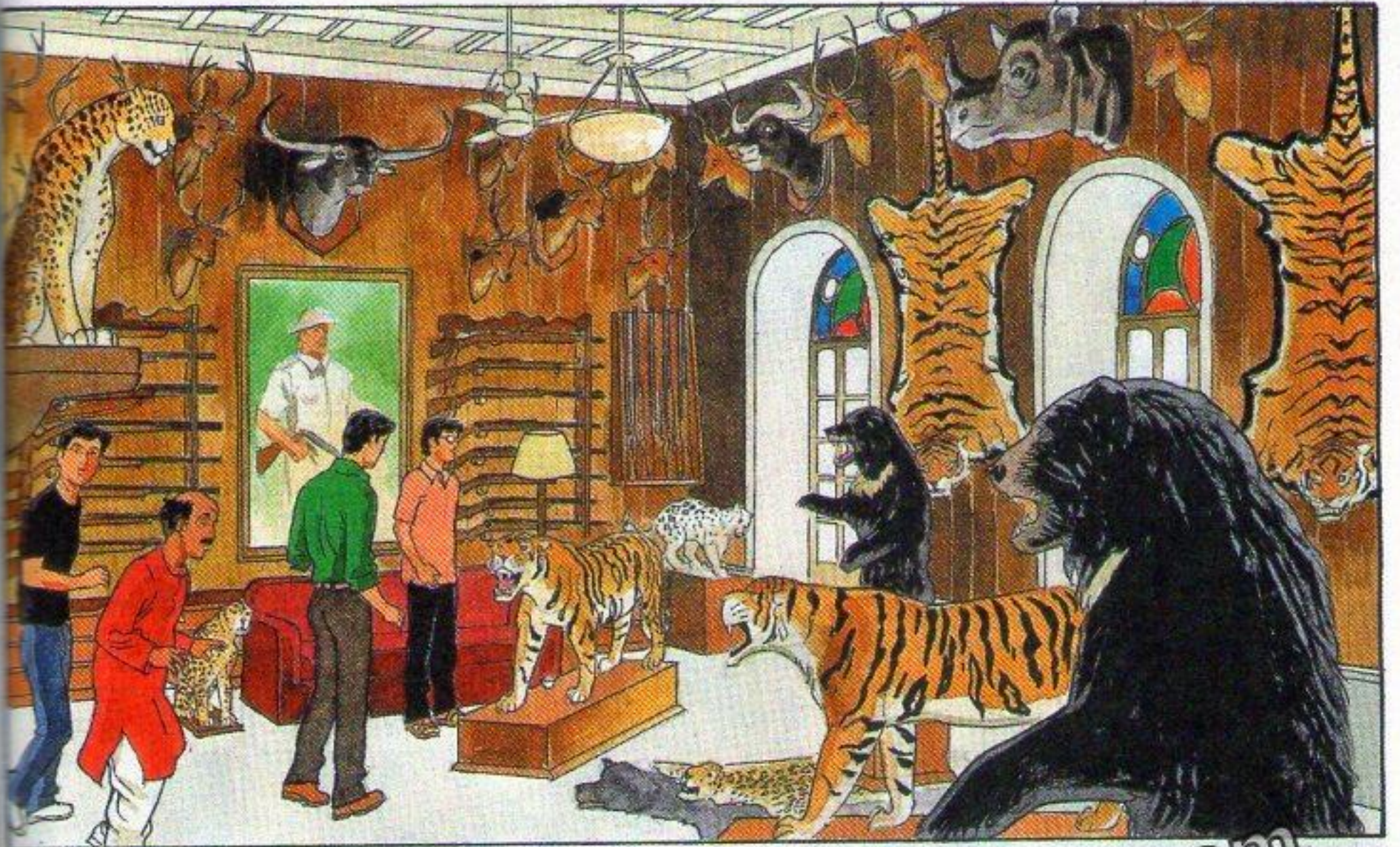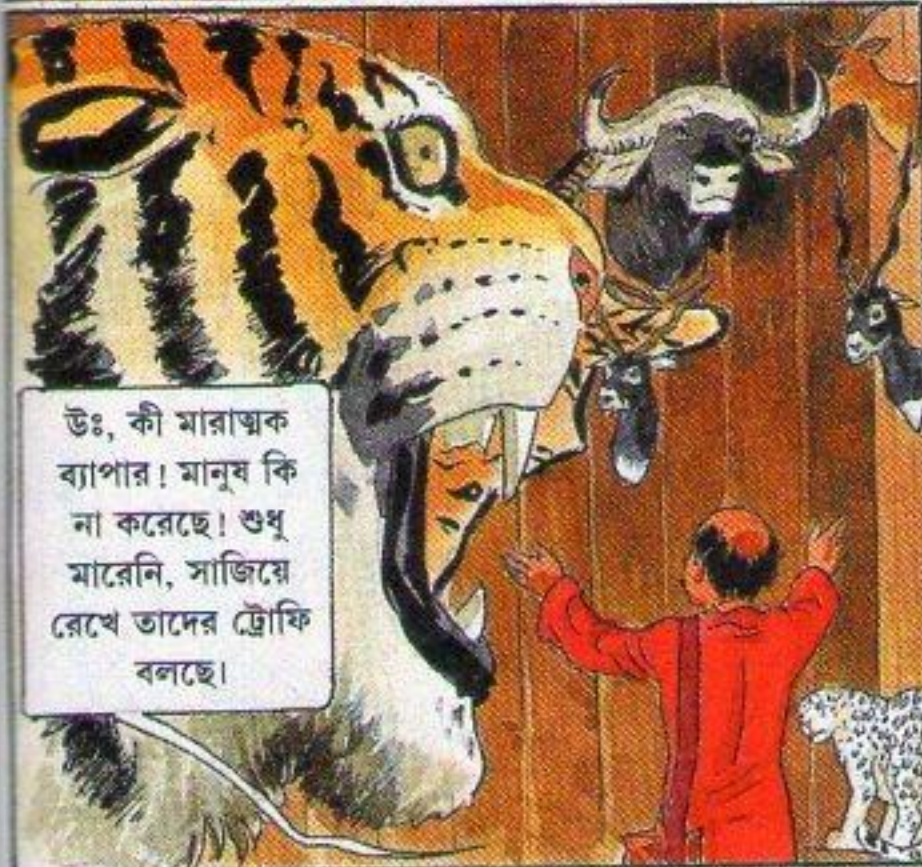
সাউথ আমেরিকার ইকোয়েডরে শুয়ারা উপজাতিরা এই সেদিন পর্যন্ত শত্রুদের মেরে তাদের মুন্ডু এক অভিনব প্রক্রিয়ায় সাইজে ছোট করে ঘরে ঝুলিয়ে রাখত। সভ্য মানুষ জন্তু মেরে সাজিয়ে রেখেছে। আদিম প্রকৃতি সহজে যায় না।

আপনারও কি এদিকে ন্যাক আছে নাকি?
আমি কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বি এ পাস করে বসে ছিলাম। কাগজে সেক্রেটারির জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, অ্যাপ্লাই করি। ইন্টারভিউয়ের ডাক পড়ে, আসি। চাকরিটা হয়ে যায়।
কদ্দিন আছেন?
পাঁচ বছর।
জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করেন বোধ হয়?
?
আপনার ডান হাতে তিনটে আঁচড়ের দাগ রয়েছে।
আপনার দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। কালই লেগেছে। জঙ্গলে ঘোরা নেশা হয়ে গিয়েছে।
ভয় করে না?
ভয়ের কিছু নেই।
এক সাপ আর পাগলা হাতির জন্য দৃষ্টিটা সজাগ রেখে চললে জঙ্গলে কোনও ভয় নেই।
কিন্তু ম্যানইটার?
সেটার অস্তিত্ব প্রমাণ হলে জঙ্গলে যাওয়া ছাড়তে হবে বইকি?
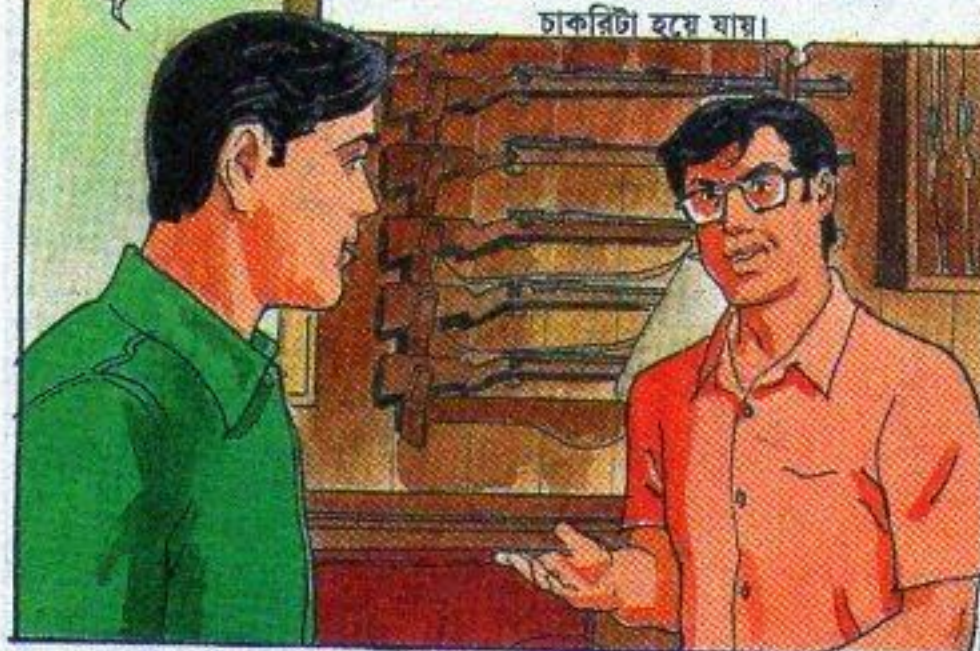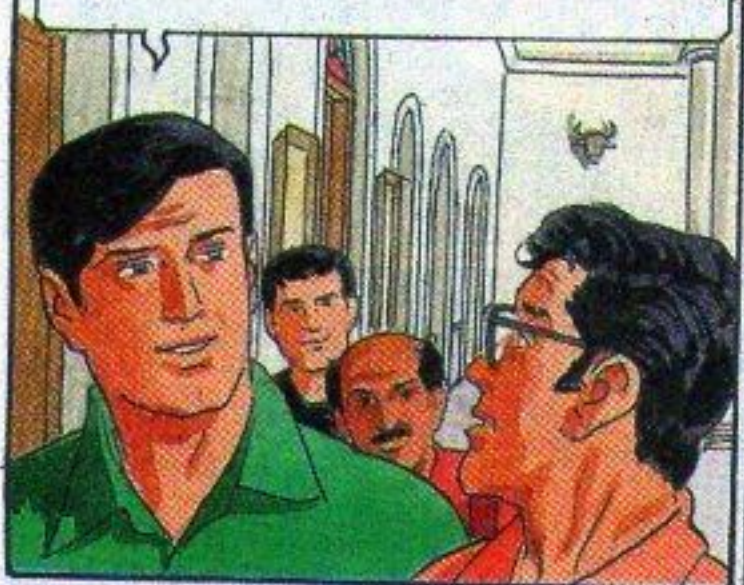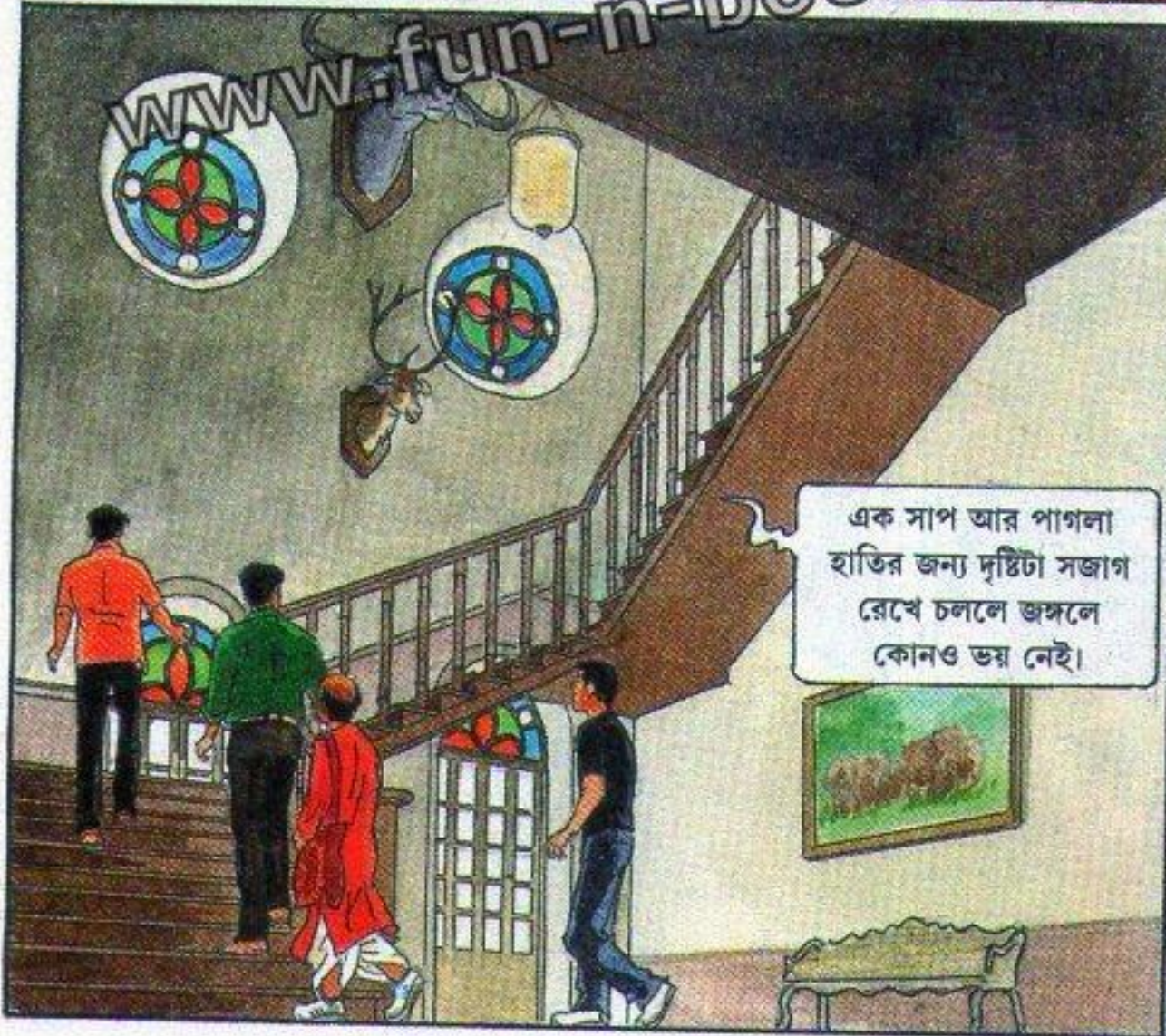
এত ঘরে কে থাকে মশাই?

এটা মহীতোষবাবুর কাজের ঘর। ঘড়ির পাশের দরজাটা আদিত্যনারায়ণের ঘর।

তারপর মহীতোষবাবুর ঘর। দেবতোষবাবুর ঘর। তারপরের দু'টো ঘর মহীতোষবাবুর ছেলেদের। দু'জনেই কলকাতায় থাকেন। তারপরের দু'টো ঘরে শশাঙ্কবাবু আর আমি থাকি।

রাজু আর হোসেন কারা মশাই?
রাজু হল কালাপাহাড়ের আর-এক নাম। আর হোসেন হল হোসেন খাঁ। দু'জনেই বাংলাদেশের অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে। জল্পেশ্বরের মন্দিরের মাথা হোসেন খাঁ-ই ভাঙে।

আপনি কি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন?
না, সাহিত্য। মহীতোষবাবু জলপাইগুড়ির ইতিহাস লিখছেন। তাই সেক্রেটারি হিসেবে আমাকেও কিছুটা জেনে ফেলতে হচ্ছে।

বাঁ দিকে বাথরুম, আপনারা ফ্রেশ হয়ে নিন। বিকেলে একবার জঙ্গলে ঘুরে আসা যাবে।

তিনটে দিন দিব্যি আরামে কাটবে বলে মনে হচ্ছে। আশা করি, দাদাটি আর রাজুটাজরু খবর নিতে বেশি আসবেন না এদিকটায়। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, পাগলের সান্নিধ্যটা আমার কাছে রীতিমতো অস্বস্তিকর।
কালবুনির জঙ্গল!

তড়িৎ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। চলুন, আমিই আপনাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।

আপনার বাড়ি কোথায়?
কলকাতায়। স্কুলে আর কলেজে মহীতোষের সঙ্গে পড়েছি। প্রায় কলেজ থেকে বেরিয়েই এখানে চলে আসি।
WB 02 1972
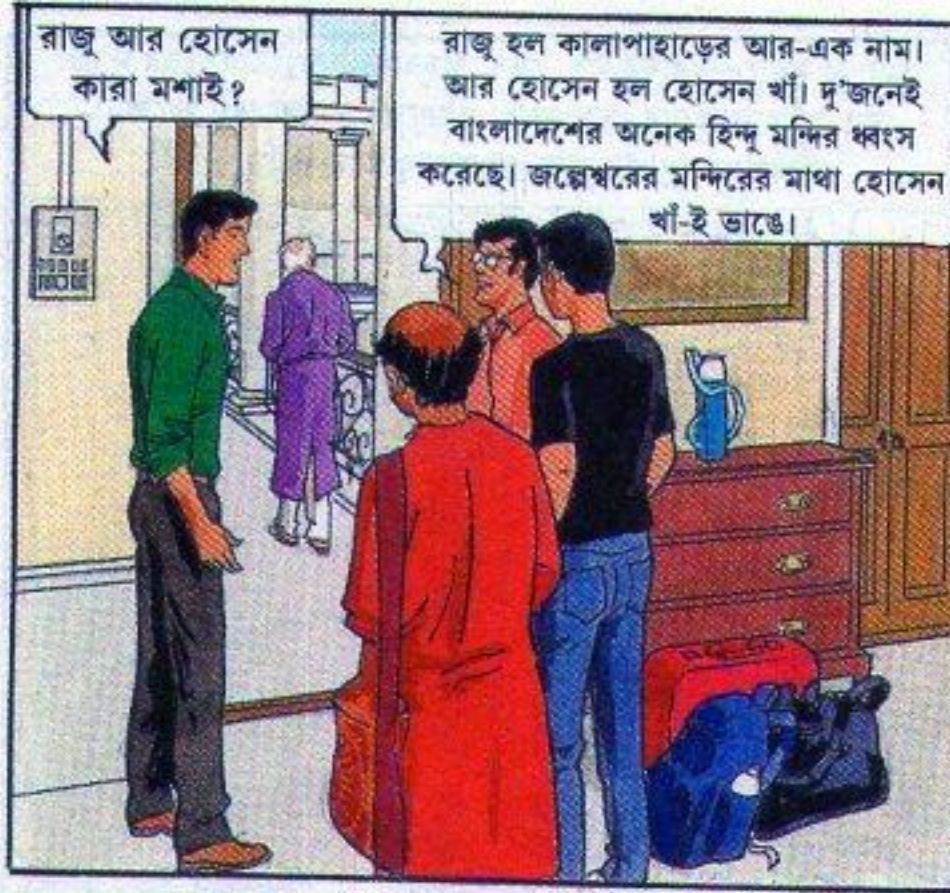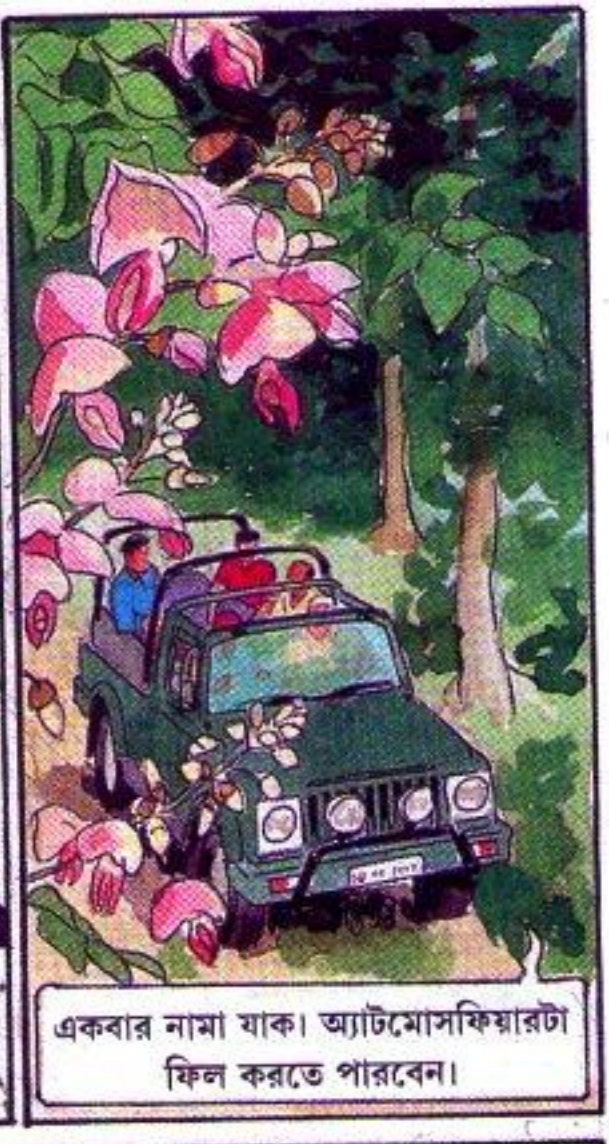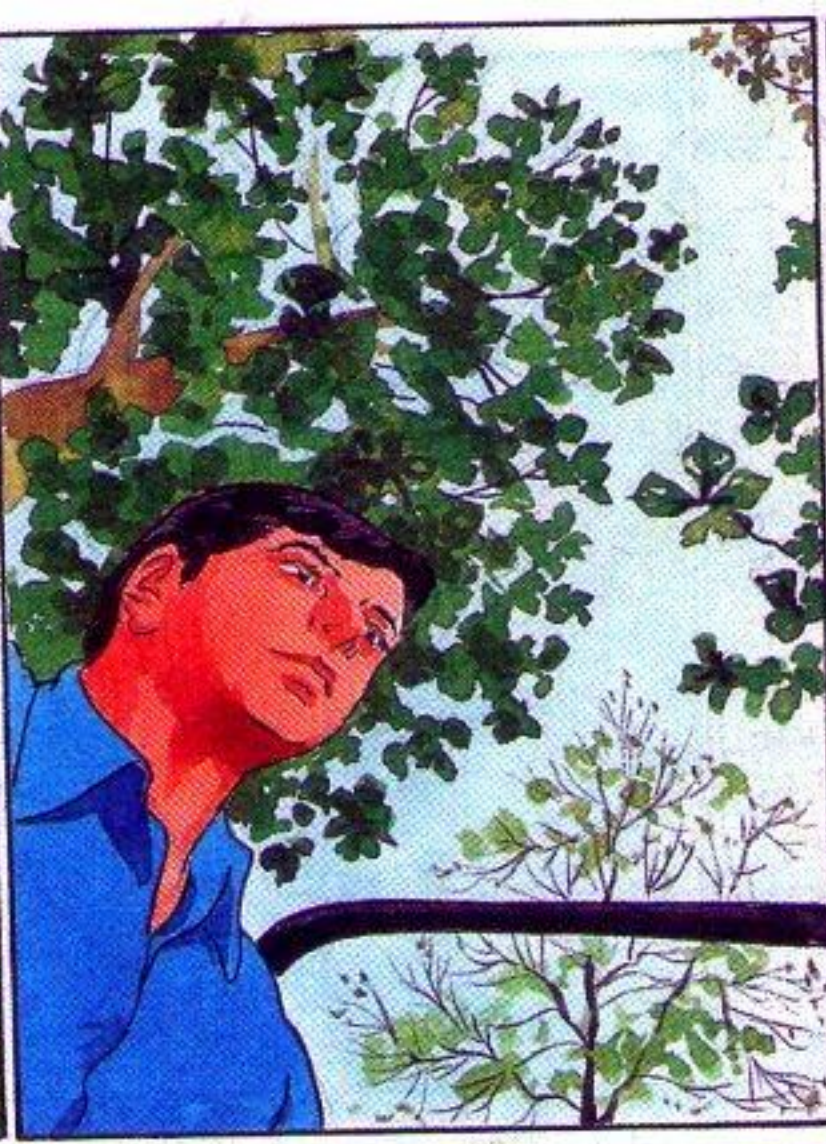
একবার নামা যাক। অ্যাটমোসফিয়ারটা ফিল করতে পারবেন।
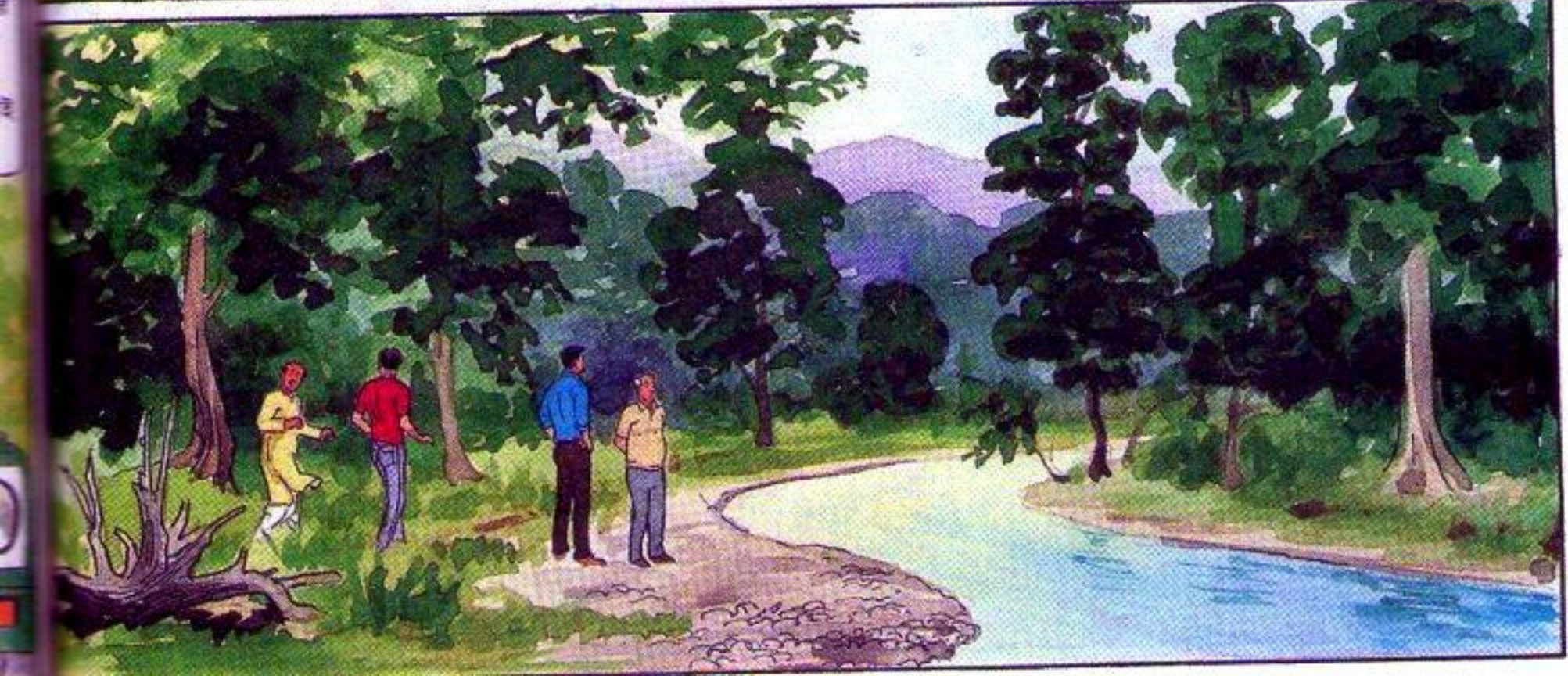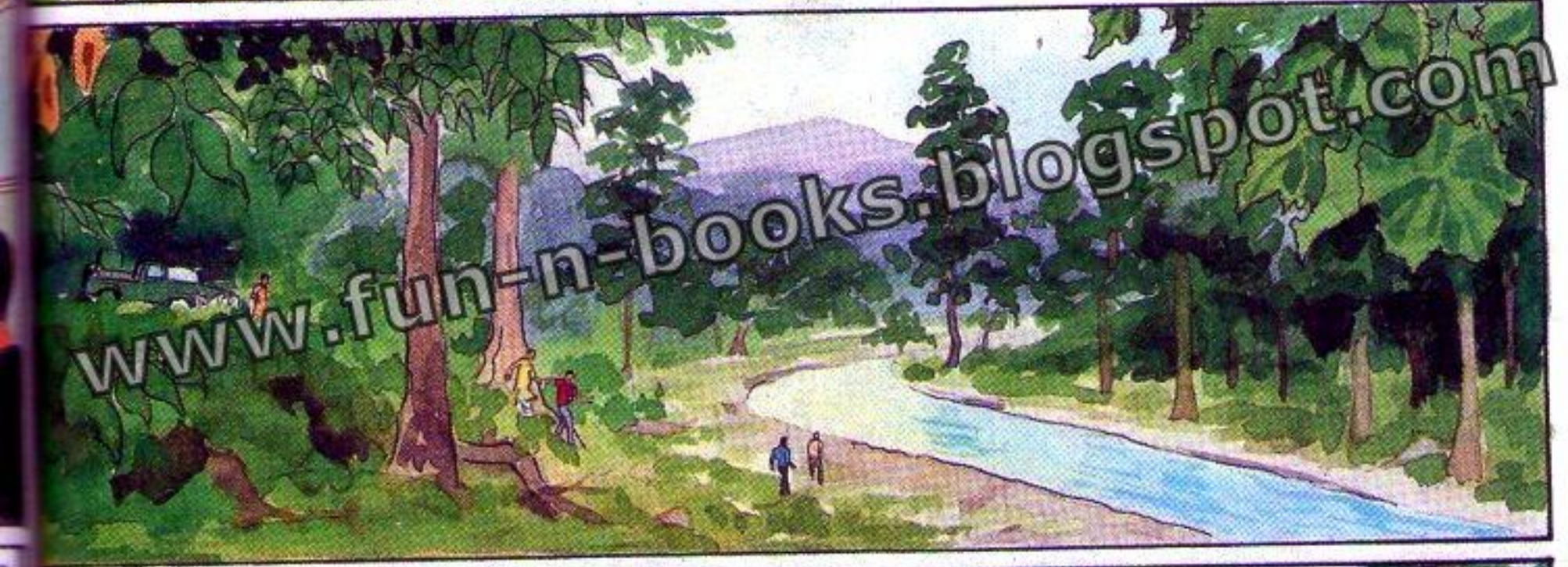
দেবতোষবাবু পাগল হলেন কী করে?
এঁদের বংশে ইনিই প্রথম পাগল নন। মহীতোষের ঠাকুরদার শেষের দিকে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।
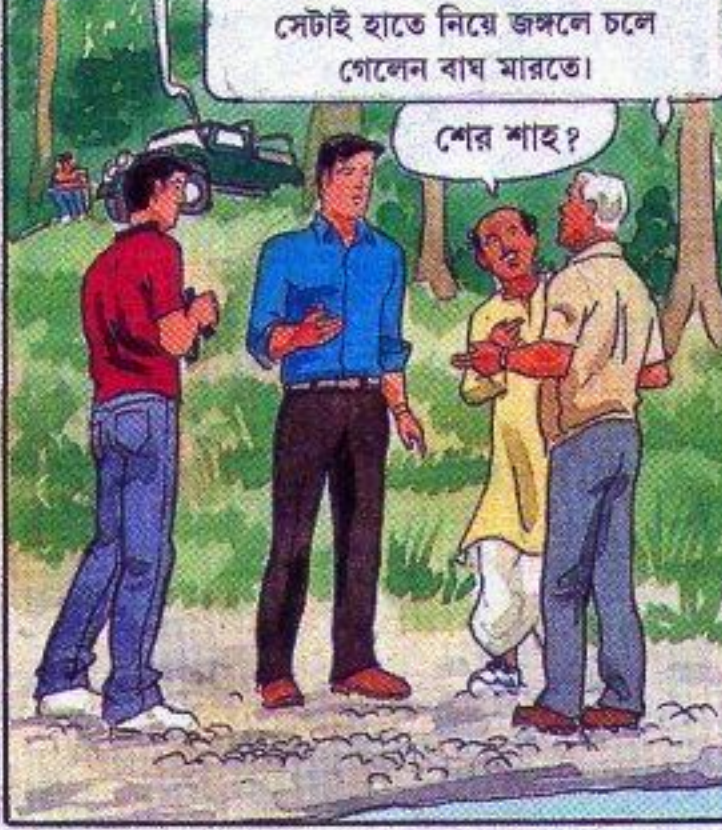
তা হলে শিকারের ব্যাপারটা?
সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাতের কাছ থেকে বন্দুক-টন্দুক সব সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। একদিন হঠাৎ বৈঠকখানার দেওয়াল থেকে একটা তলোয়ার খুলে সেটাই হাতে নিয়ে জঙ্গলে চলে গেলেন বাঘ মারতে।
শের শাহ?

সেই যে গেলেন, আর ফেরেননি। এক তলোয়ার ছাড়া আর প্রায় সব কিছুই বাঘের পেটে গিয়েছিল।
!?
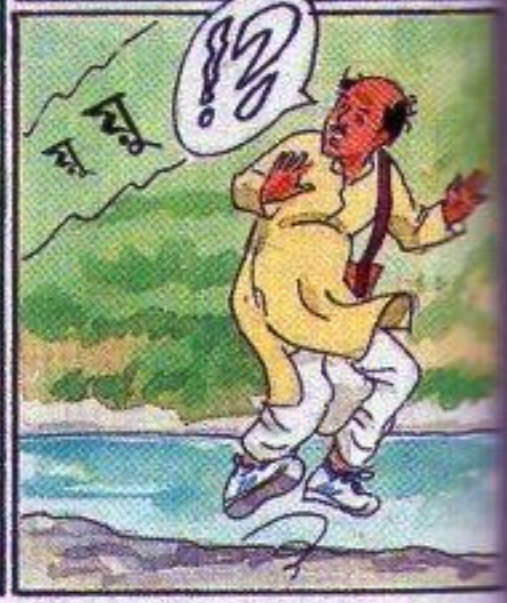
আপনি এত অ্যাডভেঞ্চারের বই লেখেন আর শেয়ালের ডাক শুনেই এই অবস্থা?
না মানে, লেখক বলেই কল্পনাশক্তিটা একটু বেশি কিনা! আপনি বাঘের কথা বললেন আর আমিও দেখলুম হলদে মতো কী যেন একটা ওই ঝোপটার পিছন দিয়ে চলে গেল।

খ ক
এটাও কি শে-শেয়াল?
বার্কিং ডিয়ার!
মানে বাঘ কাছাকাছি রয়েছে?

হতে পারে। চলুন, জিপে বসি।
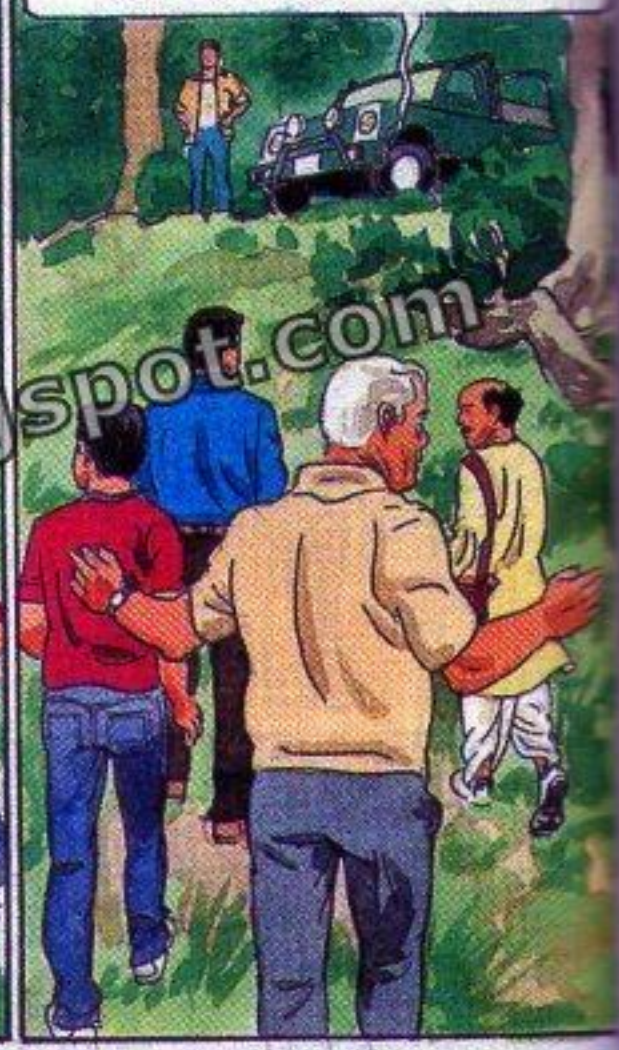
মহীতোষবাবু যে বলছিলেন এ অঞ্চলে...
বাঘ ছিল না ঠিক, এ বাঘটি তার টেরিটরি হারিয়েছে কোনও নতুন জোয়ান বাঘের কাছে। ভুটান বর্ডারের দিক থেকে এদিকে চলে এসেছে।

বনবিভাগ থেকে কোনও ব্যবস্থা করছে না? ট্র্যাঙ্কুইলাইজ় করেও তো ধরছে এখন।
যা বোঝা যাচ্ছে, এটা একটা বয়স্ক বাঘ। খুব ডিফিকাল্ট ট্র্যাঙ্কুলাইজার প্রয়োগ করা। এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত সপ্তাহে এখান থেকে চার কিলোমিটার উত্তরে এক গ্রামে ঢুকে পড়ে।

চলুন, এবার ফেরা যাক।

ওঁর শেষ বয়সে পাগল হয়ে যাওয়ার গল্প শুনছিলাম শশাঙ্কবাবুর কাছে।

পাগল হওয়ার আগে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর মতো পরিষ্কার মাথা খুব কম লোকেরই দেখেছি।

আপনার ঠাকুরদা কি কোনও গুপ্তধনের সন্ধান দিয়েছেন এই সংকেতে?

আপনার কি তাই মনে হয়?
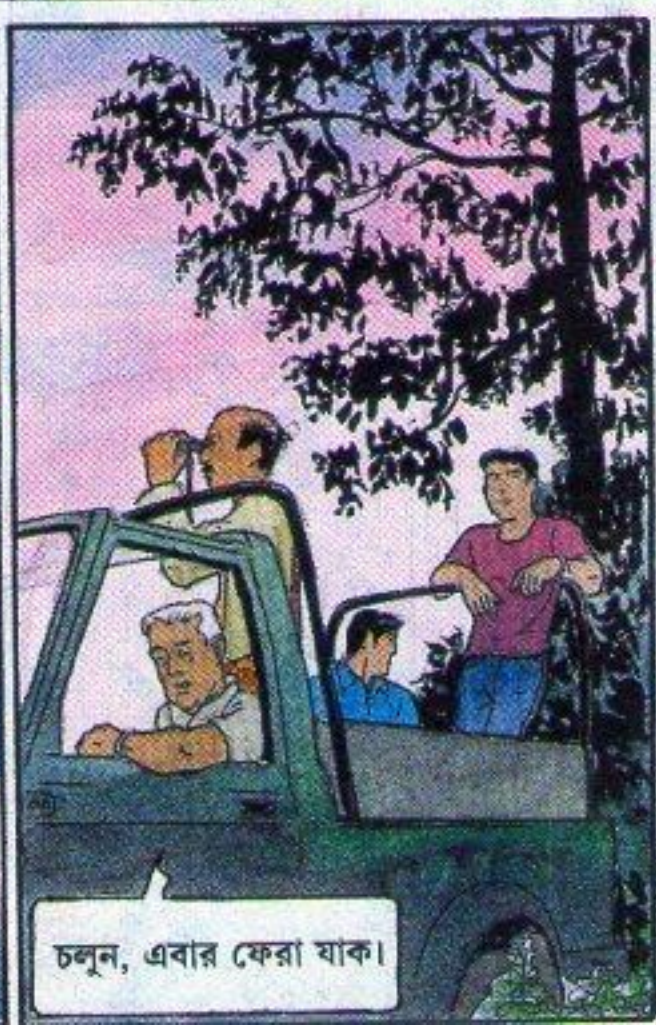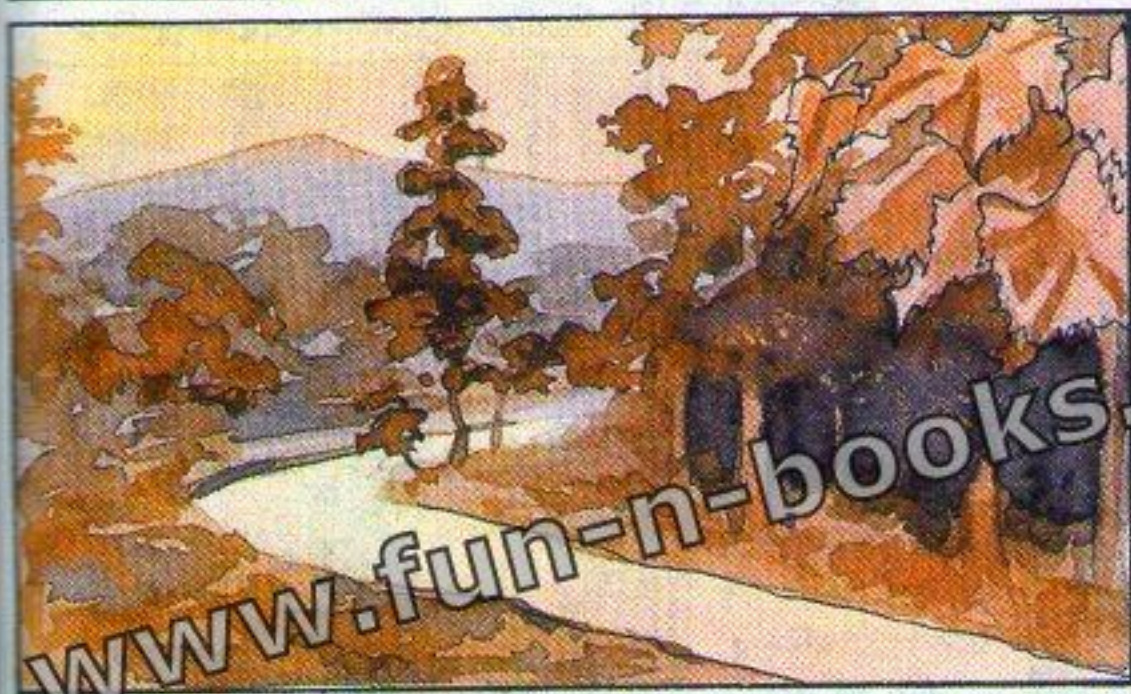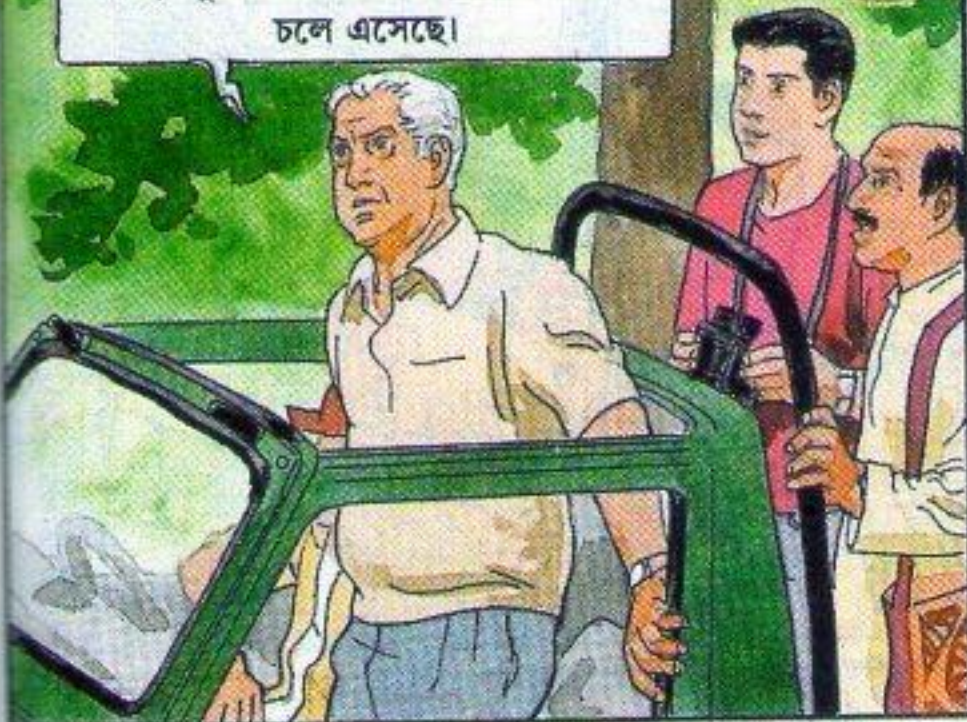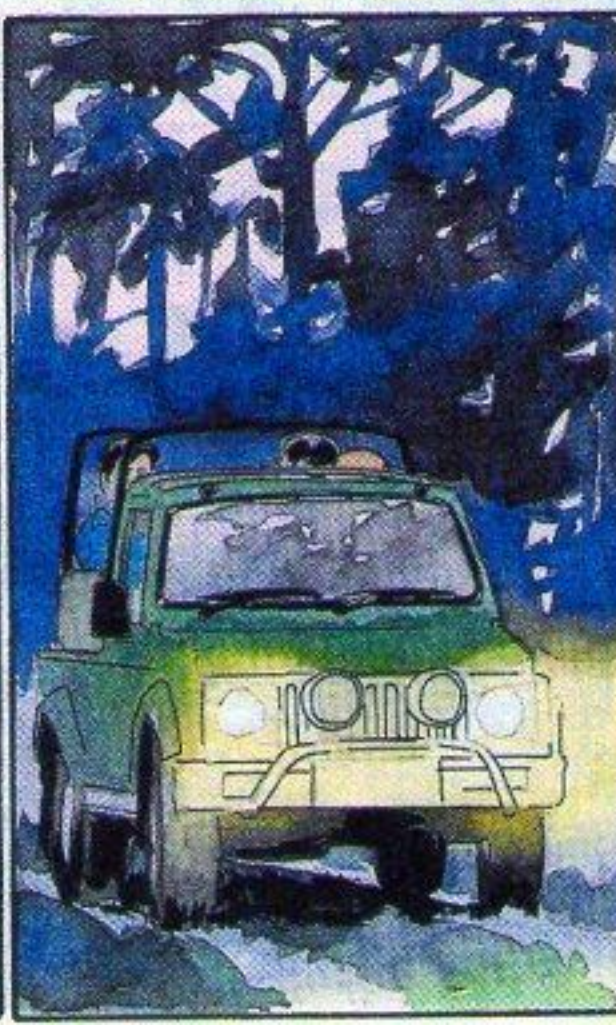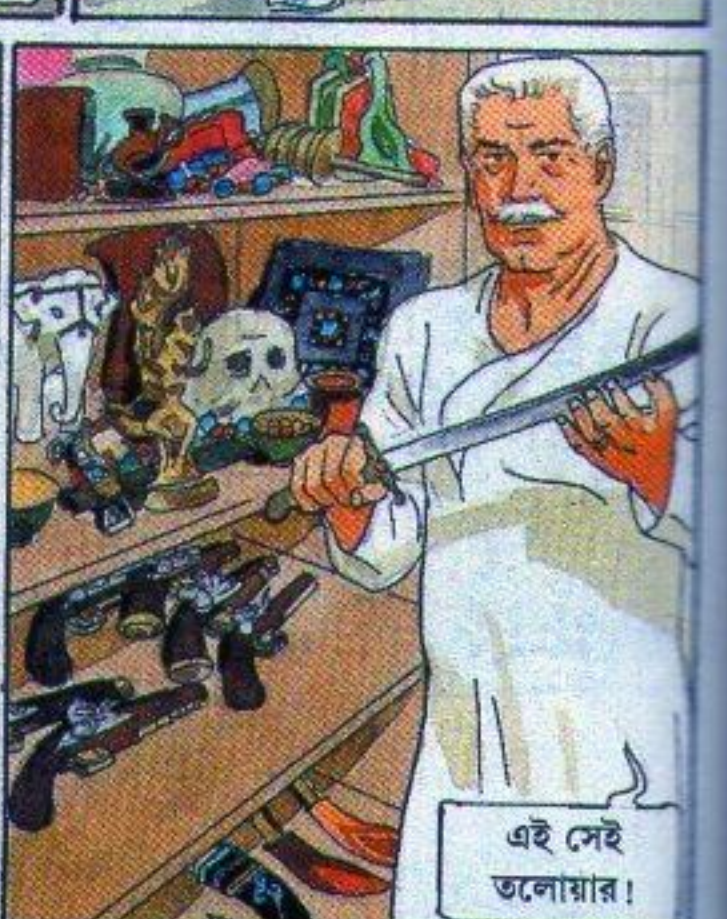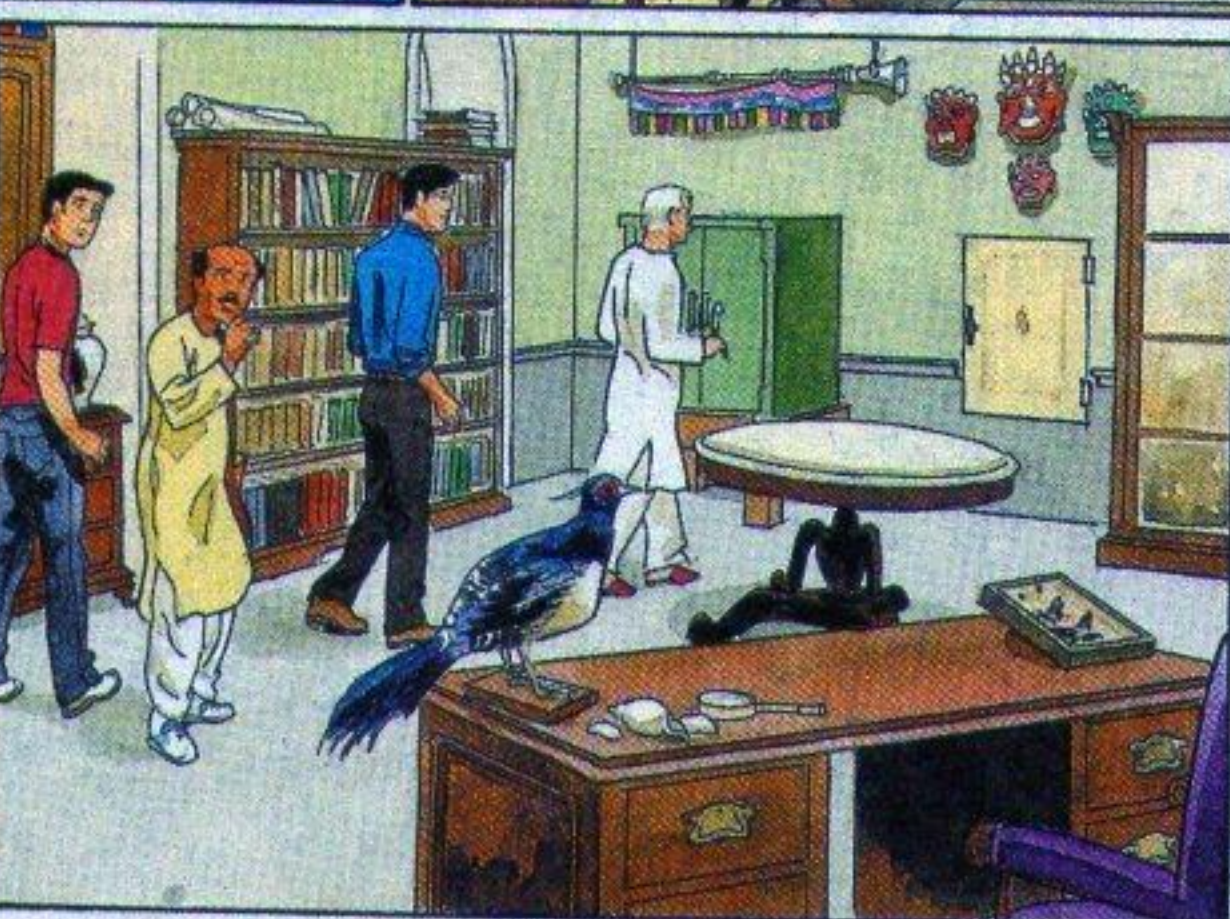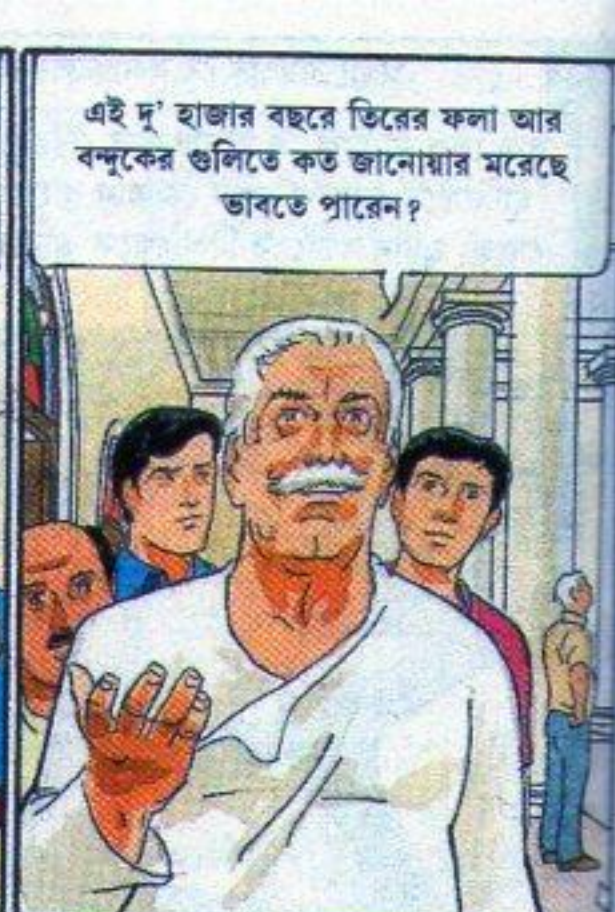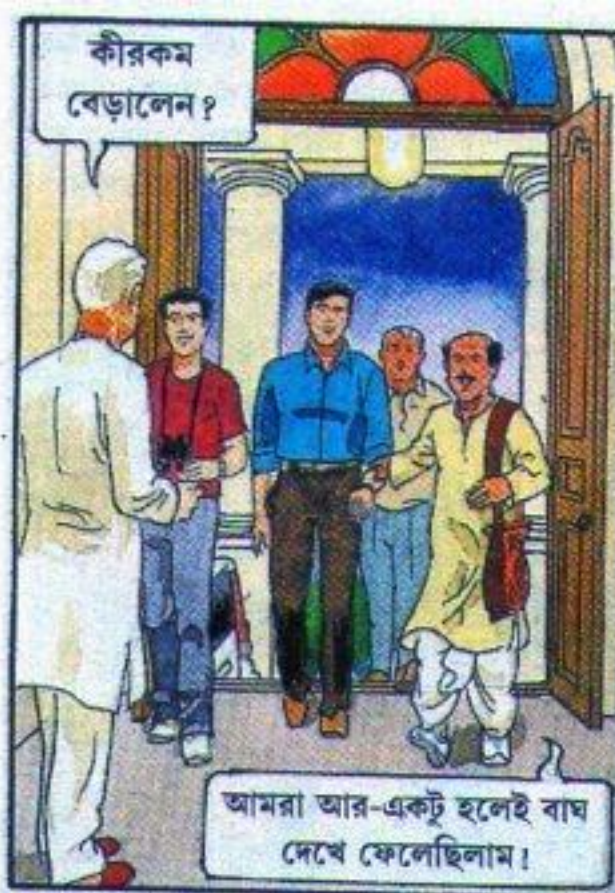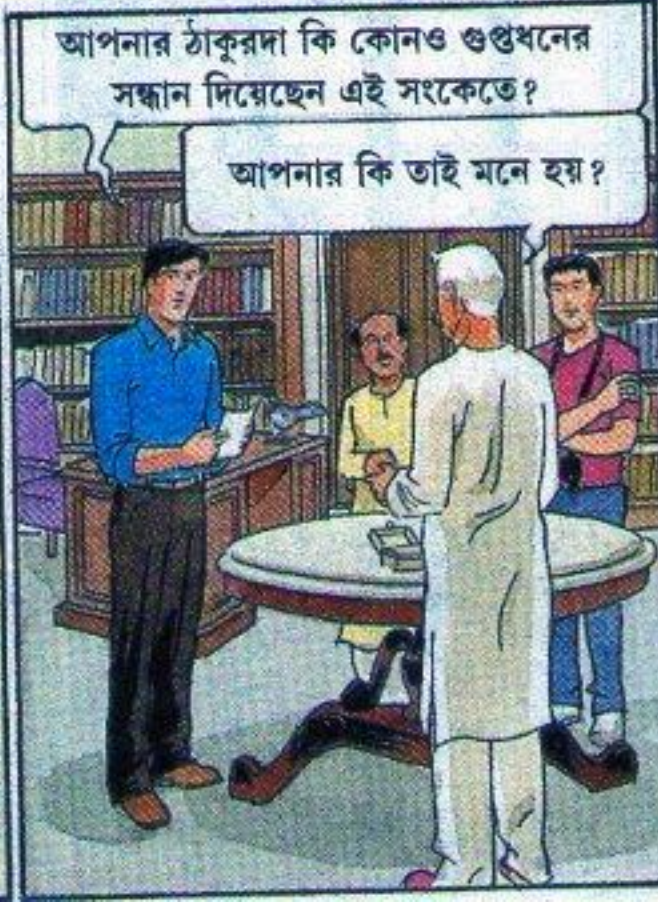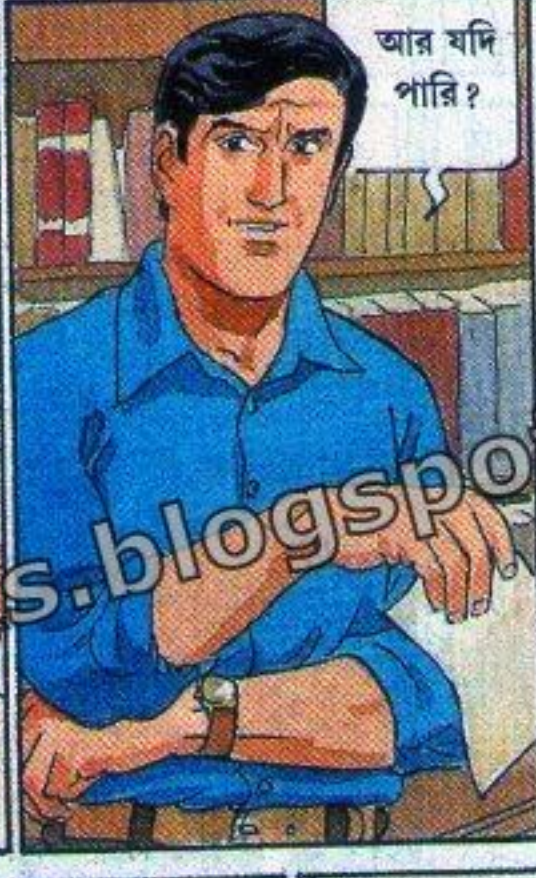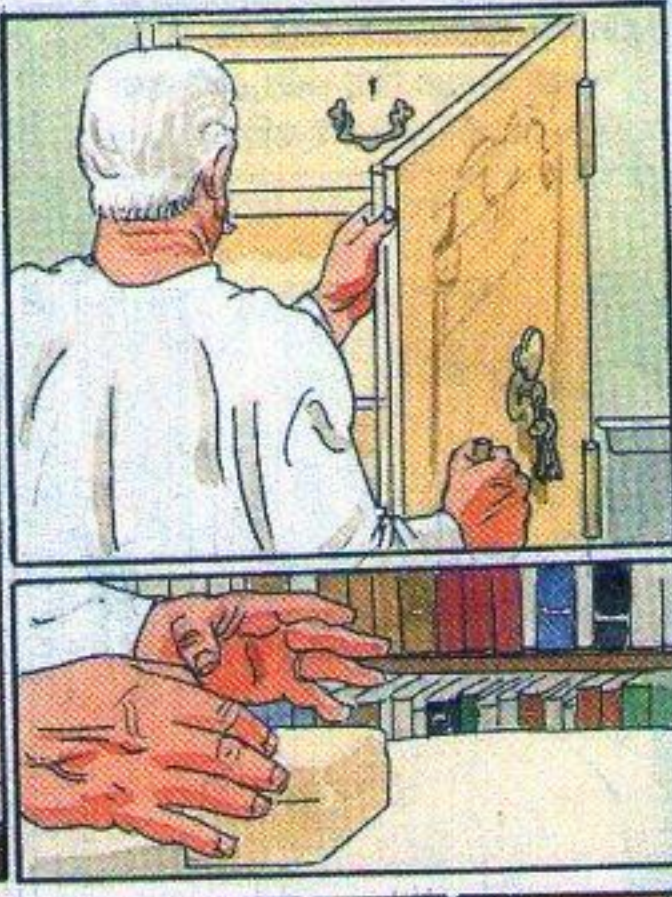
ঠাকুরদার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব ছিল। প্র্যাকটিক্যাল জোক পছন্দ করতেন। ছেলেবয়সে একবার বাড়ির গুরুজনদের উপর রাগ করে মাঝরাতে প্রত্যেকের চটি, জুতো, খড়ম, নাগরা সব নিয়ে তালগাছের মাথায় ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলেন।

এটা যদি গুপ্তধনের সংকেত হয়, তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মোট কথা আপনি...কী চাই তড়িৎ?
চরিত্রাভিধানটা নিয়েছিলাম। সেটা রেখে দিতে এসেছি।

ঠিক আছে। আর প্রুফটা দেখা হয়ে গিয়েছে?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
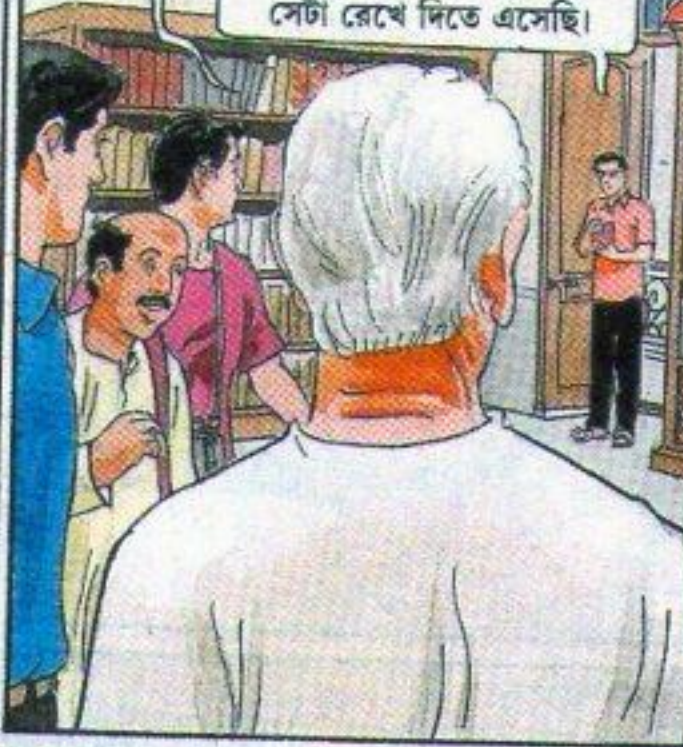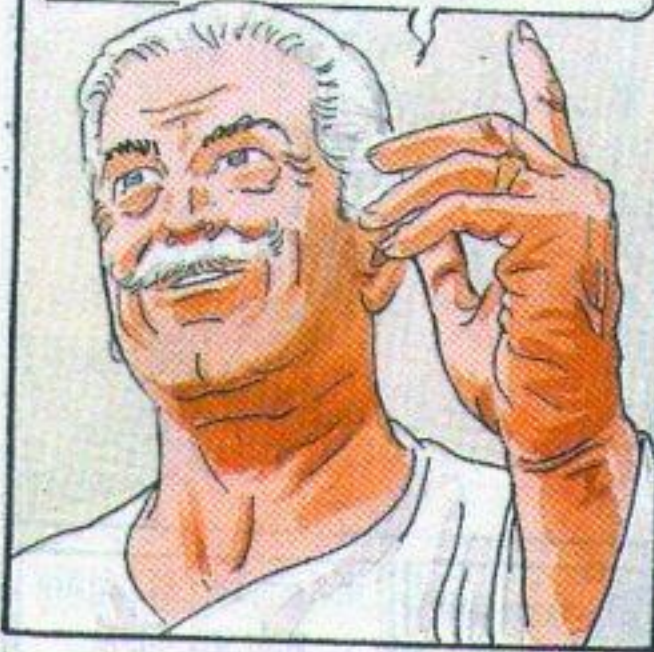
তা হলে কাল ওটা সঙ্গে করে নিয়ে যেও। আর সেকেন্ড প্রুফেও এত ভুল থাকে কেন? এই নিয়ে কড়া করে কথা শুনিয়ে এসো তো।

তড়িৎ কাল দিনসাতেকের জন্য কলকাতায় যাচ্ছে। ওর মা'র অসুখ।
এ সংকেতের কথা আর কে জানে?

এটা পাওয়া গিয়েছে এই দিনদশেক হল। বংশের ইতিহাস লিখব বলে পুরনো দলিলপত্তর বের করেছিলাম, সঙ্গে এই বাক্সটা বেরোয়। এটার কথা যে ক'জন জানে অর্থাৎ আমি, শশাঙ্ক আর তড়িৎ, তাদের কারওরই ক্ষমতা নেই এর মানে উদ্ধার করার।

...এটার জন্য একটা বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। ভাষার মারপ্যাঁচ জানা চাই। সেটা আপনি জানেন কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।
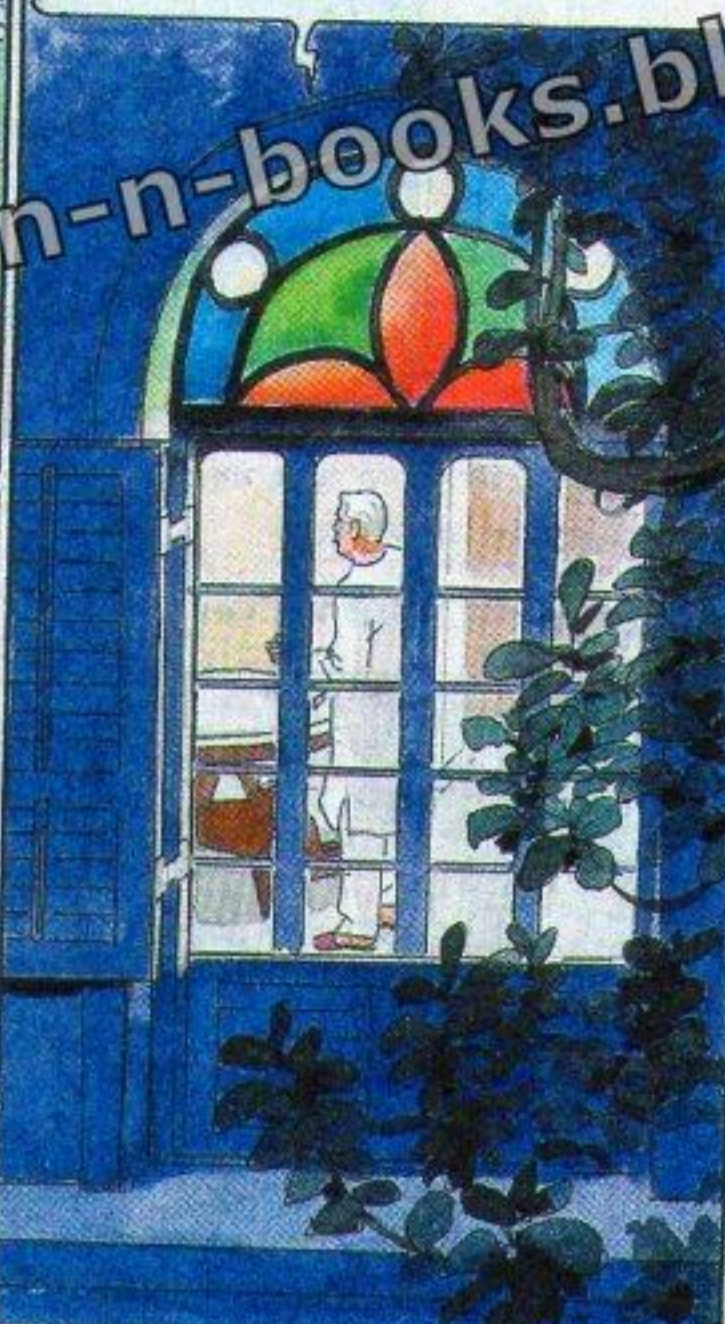
আপনি কি হাল ছেড়ে দিলেন নাকি?
না, ওটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। ঘরে গিয়ে লিখে নিচ্ছি।
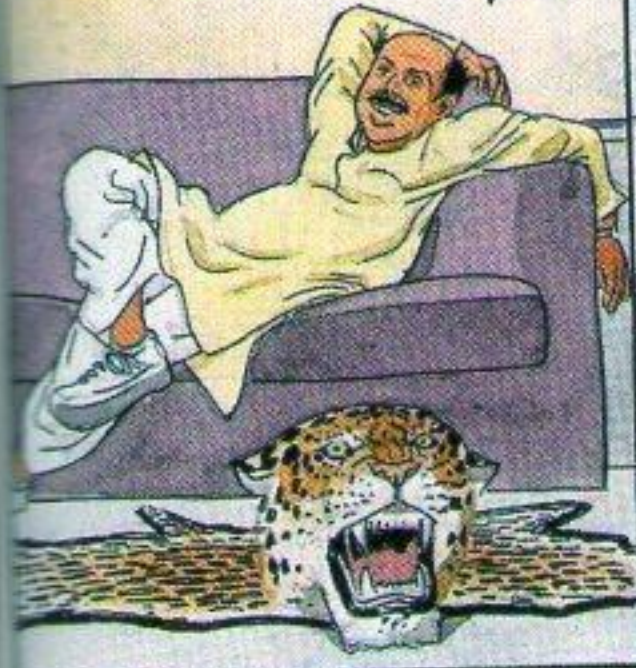
তেঁতুল বটের কোলে/ দক্ষিণে যাও চলে। /ঈশান কোণে ঈশানি/ বলে দিলাম নিশানি?
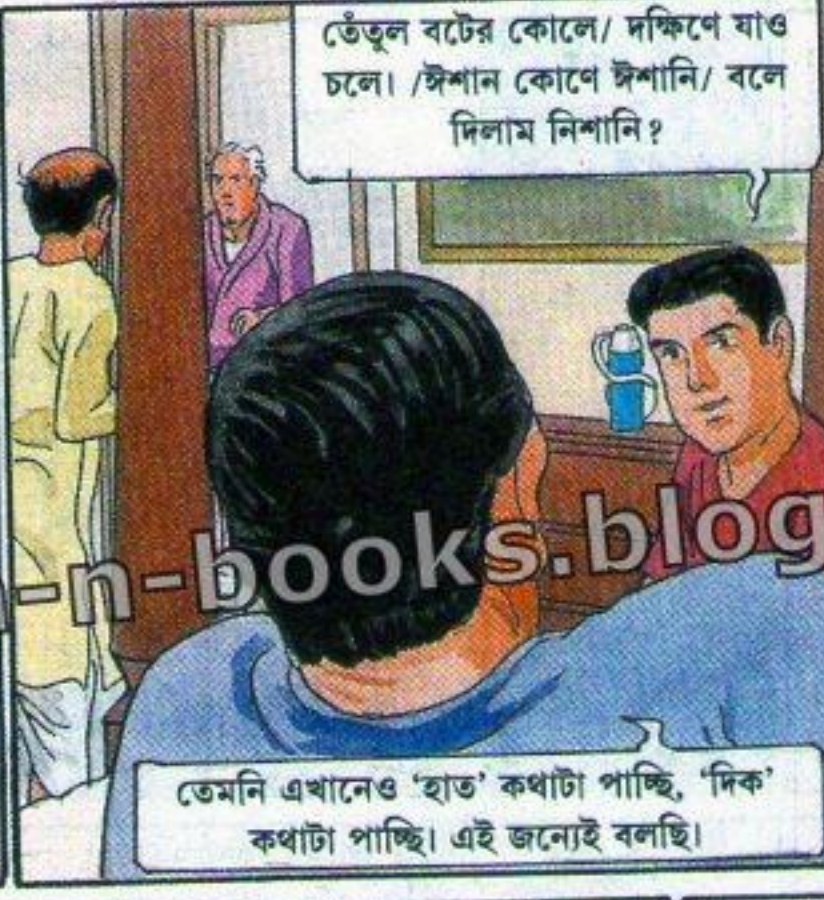
তেমনি এখানেও 'হাত' কথাটা পাচ্ছি, 'দিক' কথাটা পাচ্ছি। এই জন্যেই বলছি।
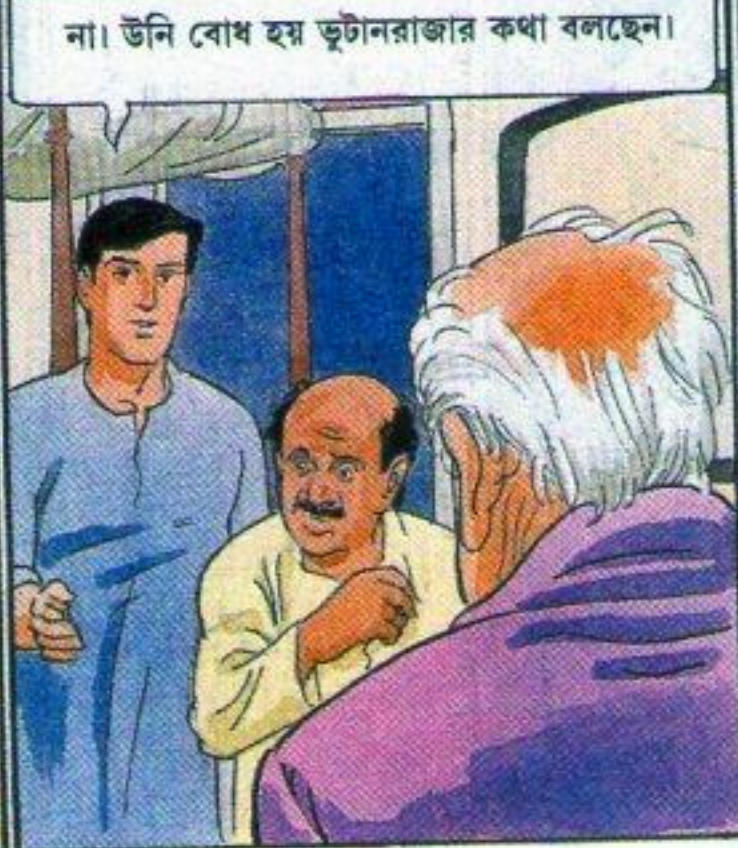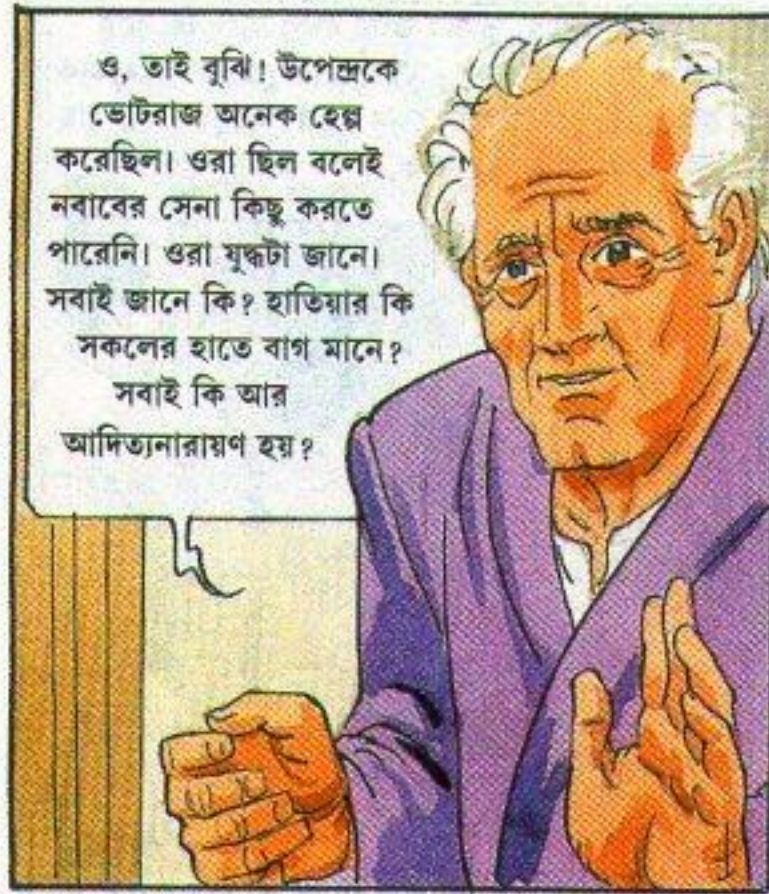
ও, তাই বুঝি! উপেন্দ্রকে ভোটরাজ অনেক হেল্প করেছিল। ওরা ছিল বলেই নবাবের সেনা কিছু করতে পারেনি। ওরা যুদ্ধটা জানে। সবাই জানে কি? হাতিয়ার কি সকলের হাতে বাগ মানে? সবাই কি আর আদিত্যনারায়ণ হয়?
যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটি ছুঁত না। তাও শেষটায় ছুঁল।
তোপসে ওডোমসটা বের কর। ফুটো মশারি।
আমি শেষবারের মতো বলছি, এর ফল ভাল হবে না।
মহীতোষবাবু!
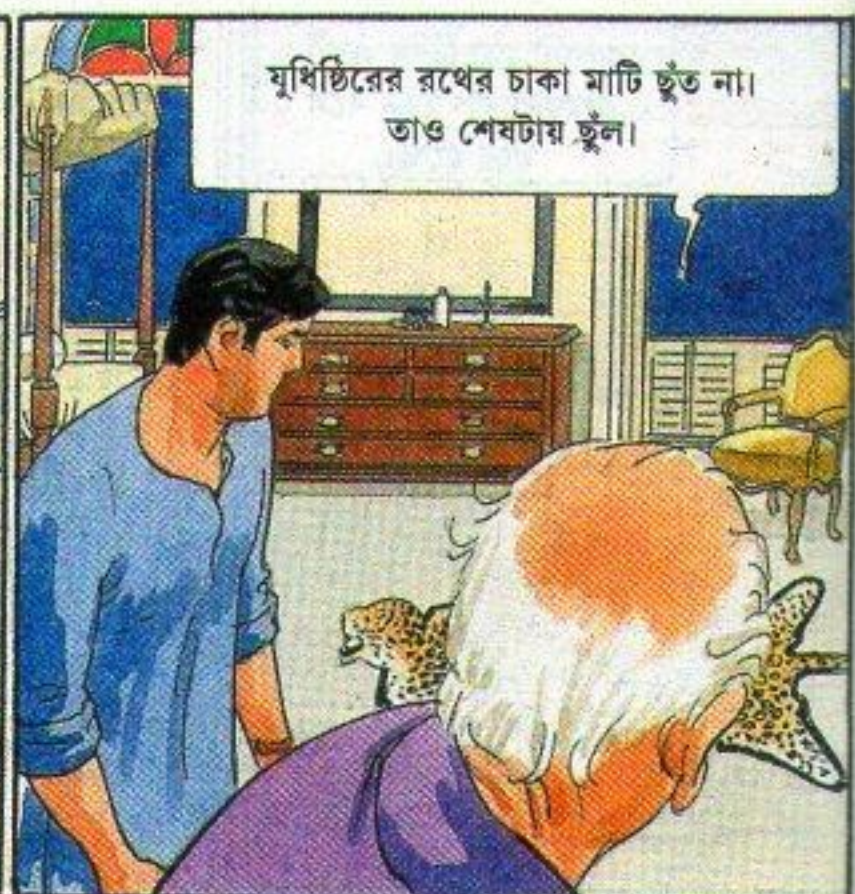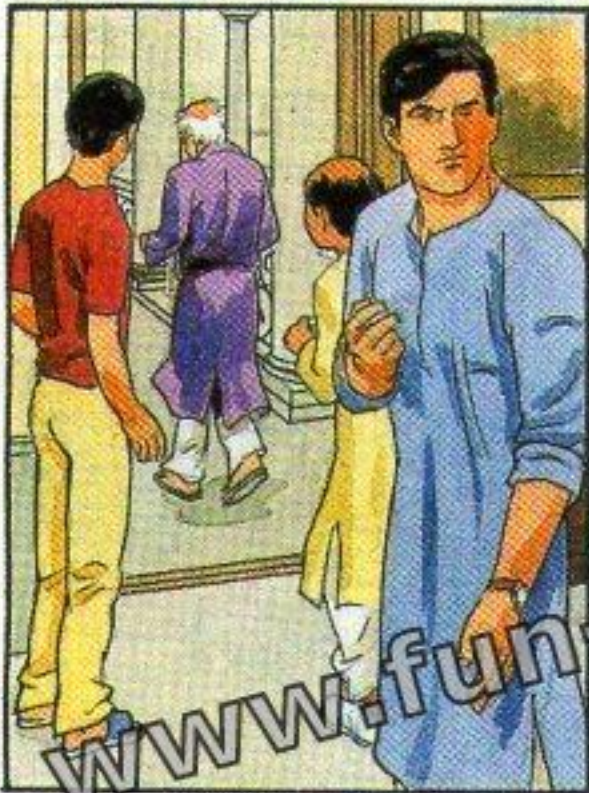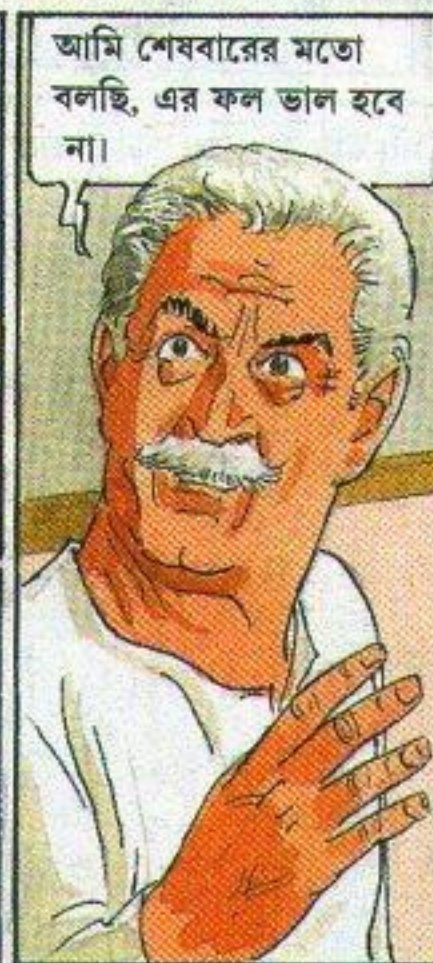
খুট!
খুট!
খুট!
খুট!
খুট!
বা..বা..বাঘ!
!
খুট!
খুট!
ফে-ফেলুদা!
?
খুট! খুট!
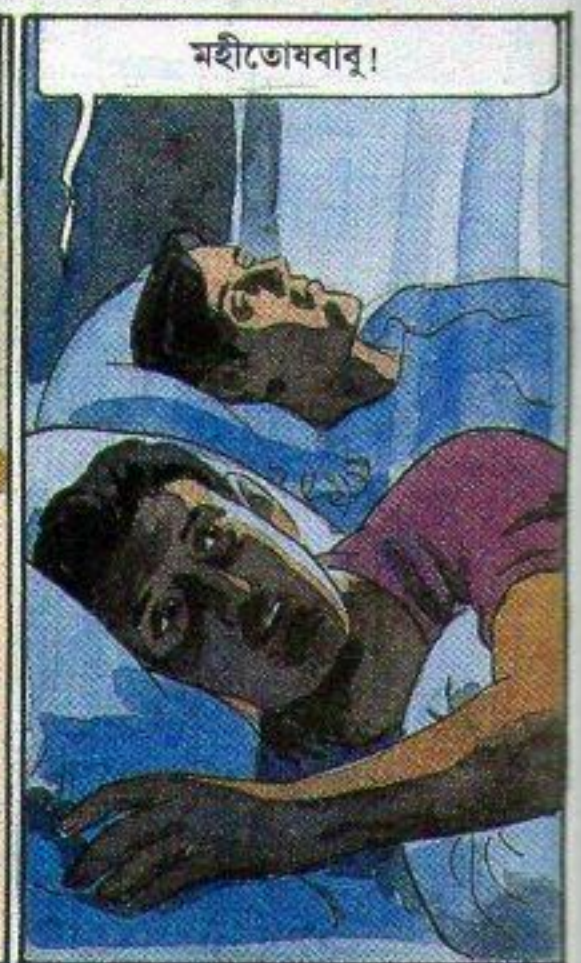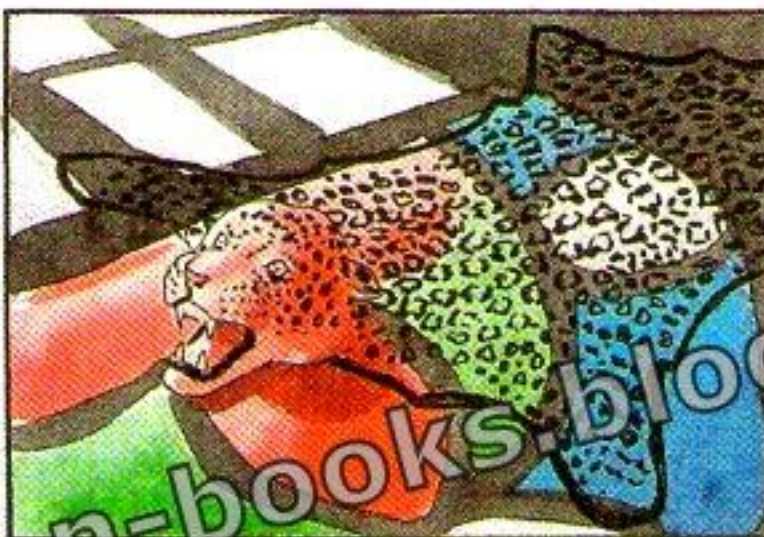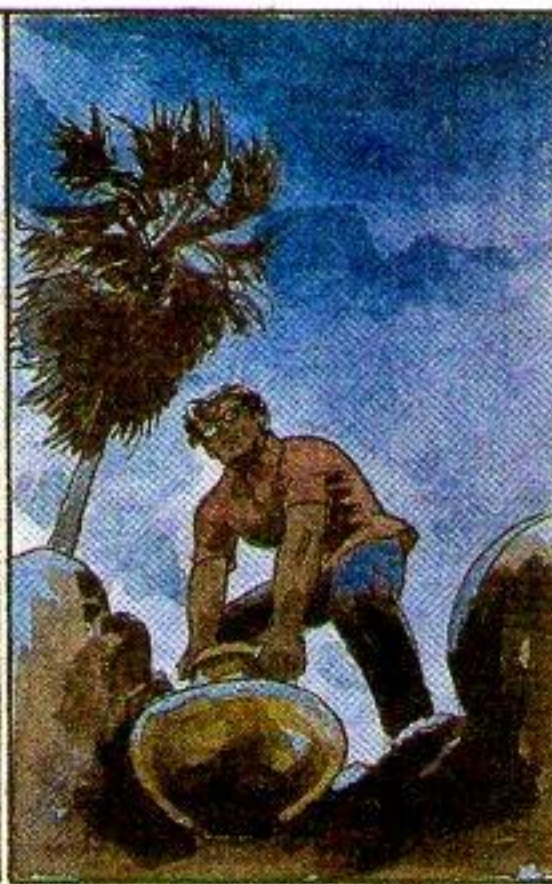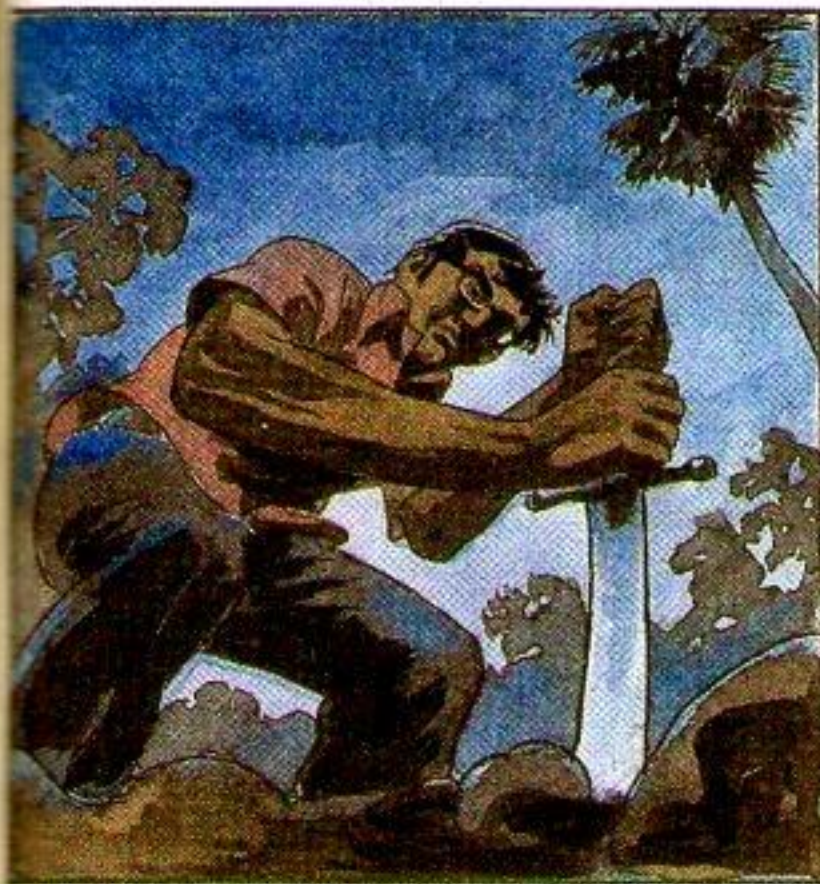
কী ব্যাপার, চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?
মেঝে...বাঘ!
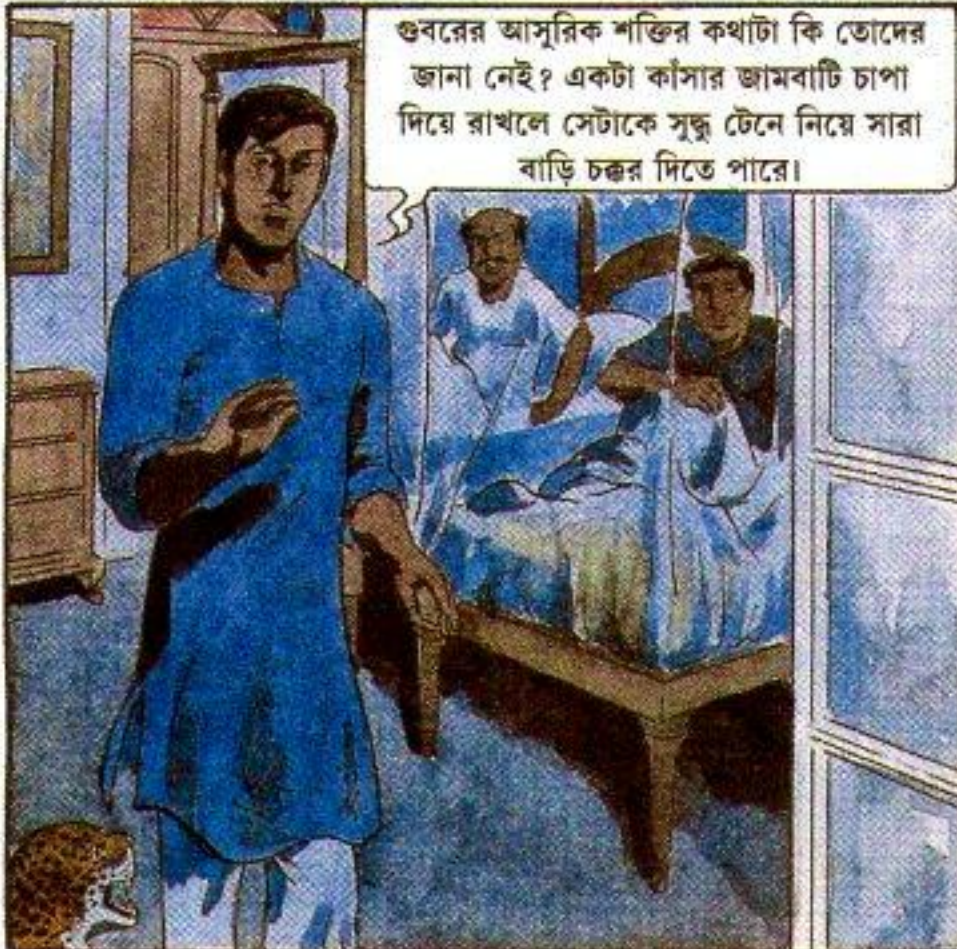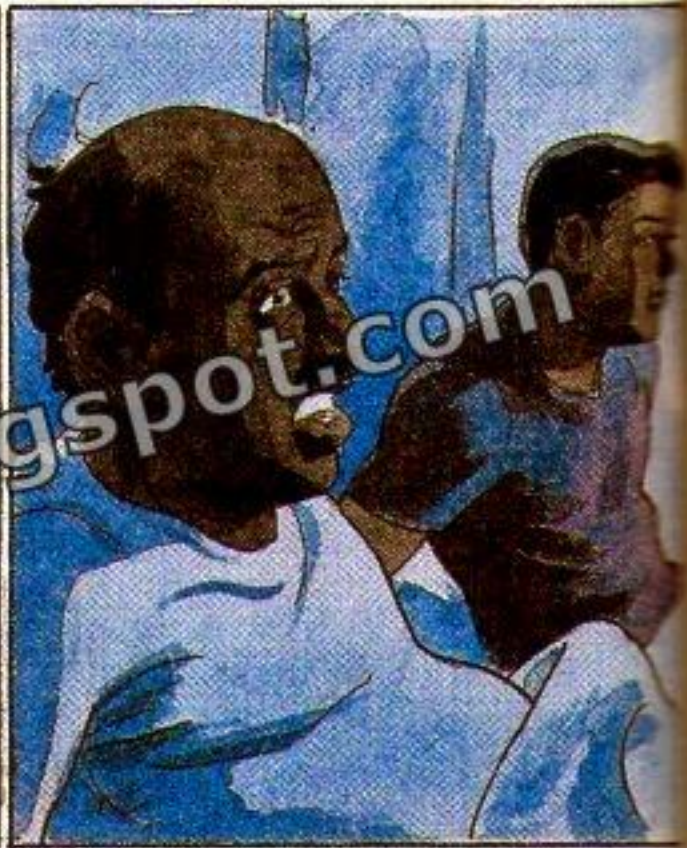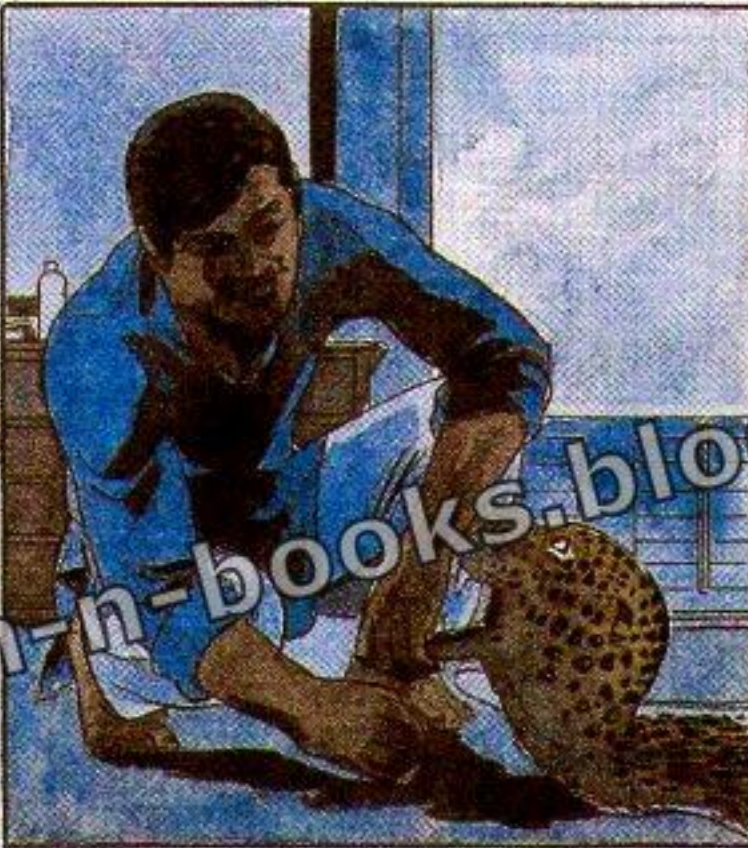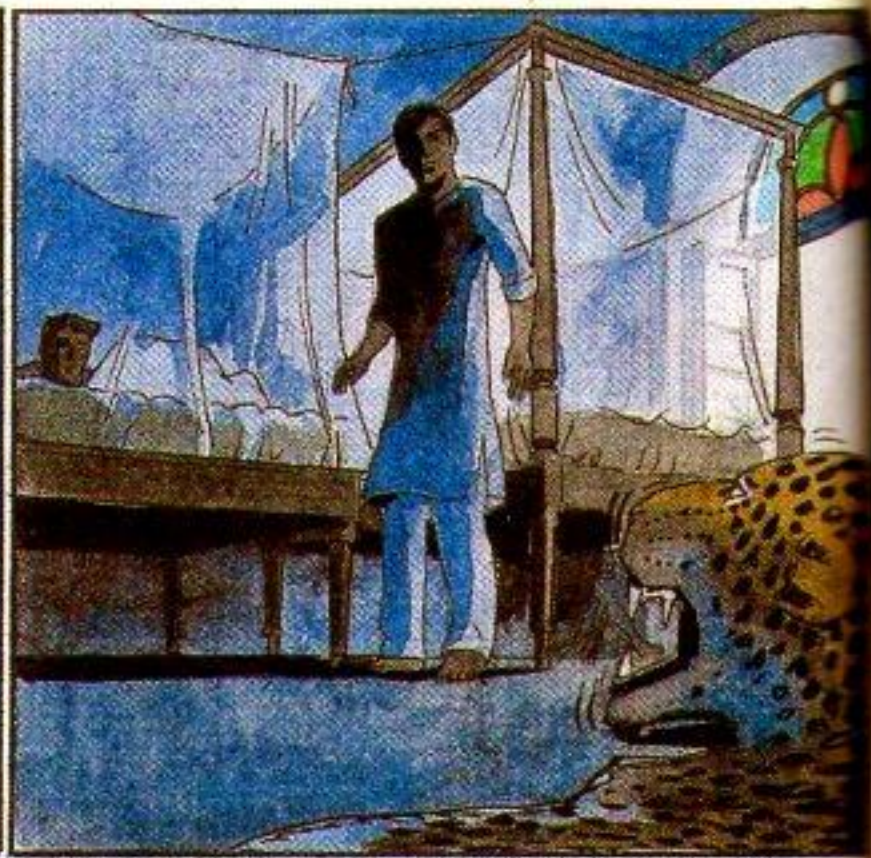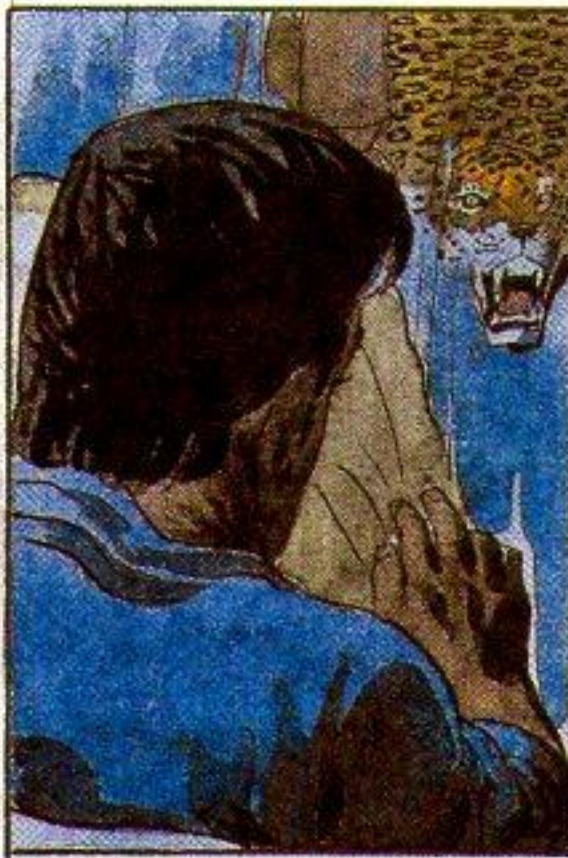
গুবরের আসুরিক শক্তির কথাটা কি তোদের জানা নেই? একটা কাঁসার জামবাটি চাপা দিয়ে রাখলে সেটাকে সুদ্ধু টেনে নিয়ে সারা বাড়ি চক্কর দিতে পারে।

কালবুনির দিকেই যাচ্ছে।
হাইলি সাসপিশাস!
কী ডেসপারেট ছেলে! এত করে বলাতেও শুনল না?
ওদিকের জানলাটা বন্ধ করে দে।

তড়িৎ !
তড়িৎ

সর্বনাশ!
গুম

ধন্যি আদিত্যনারায়ণ! তুখোড় বুদ্ধি বলতে হবে।

তড়িৎবাবু তো এখনও এলেন না।

ফার্স্ট ক্লাস চা!

'হাত গোন ভাত পাঁচ।'
হল অন্ন আর 'পাঁচ' হল
দু'টোকে উলটে দিয়ে সন্ধি
হল 'পঞ্চান্ন হাত'।
কীসের থেকে পঞ্চান্ন
বুড়ো গাছ কি? তাই

এসে পড়বে

'ঠিক ঠিক জবাবে।' কীসের জবাব? প্রশ্নটা কই যে জবাব হবে? 'দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে...' ঠিক ঠিক...

আপনারা...ইয়ে... চা খাচ্ছেন?

কী ব্যাপার বলুন তো?
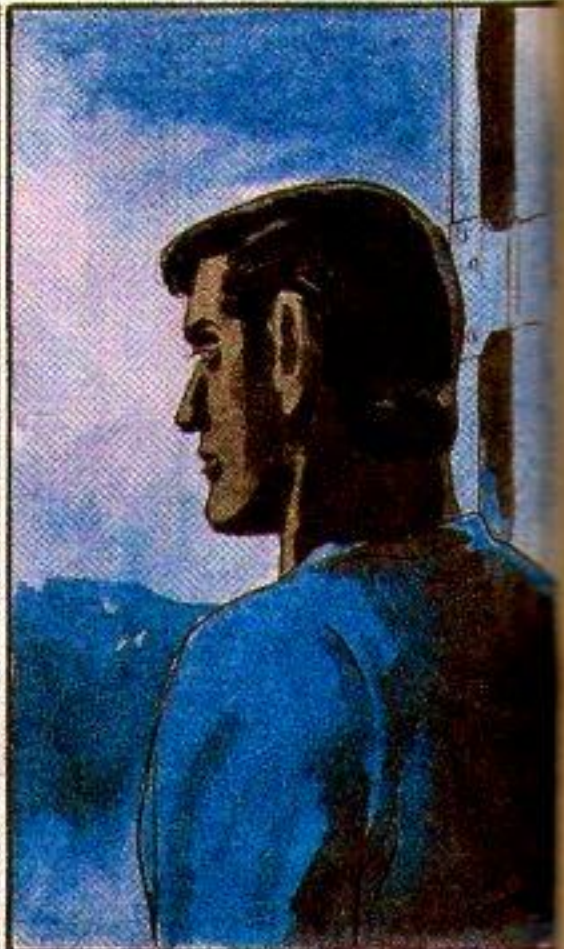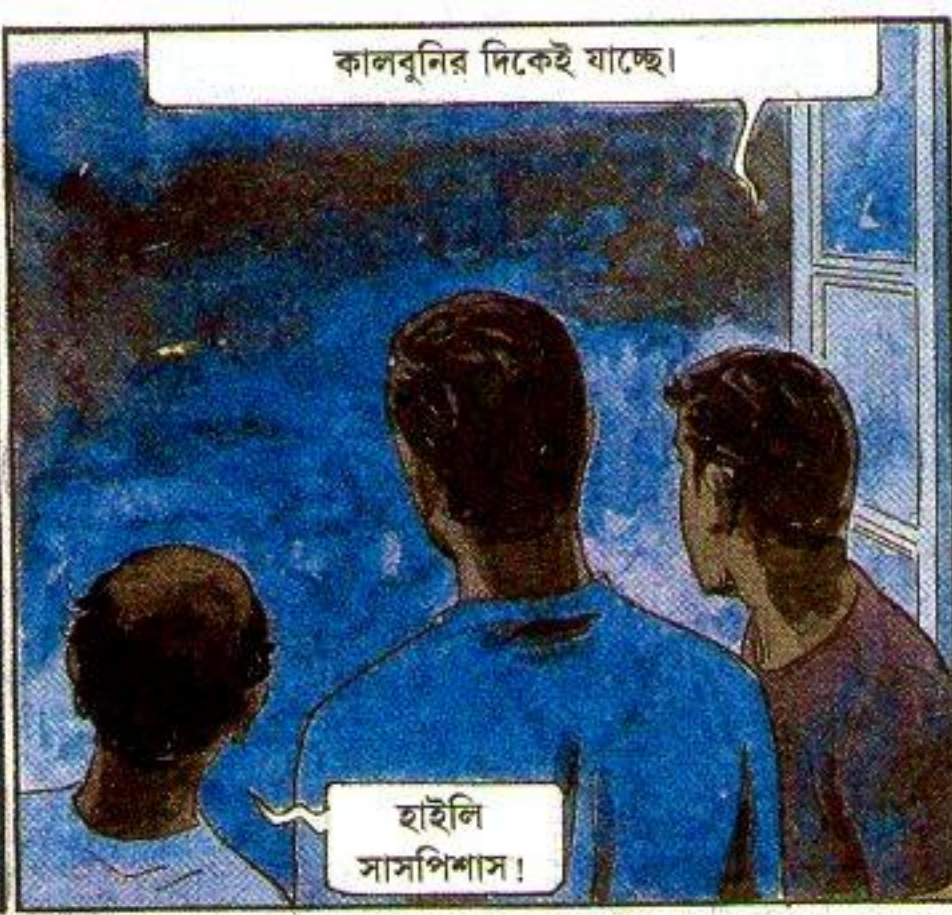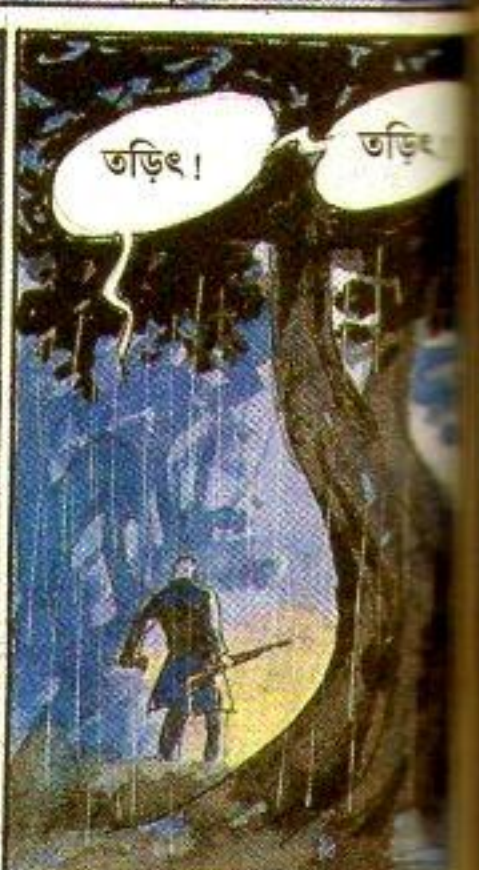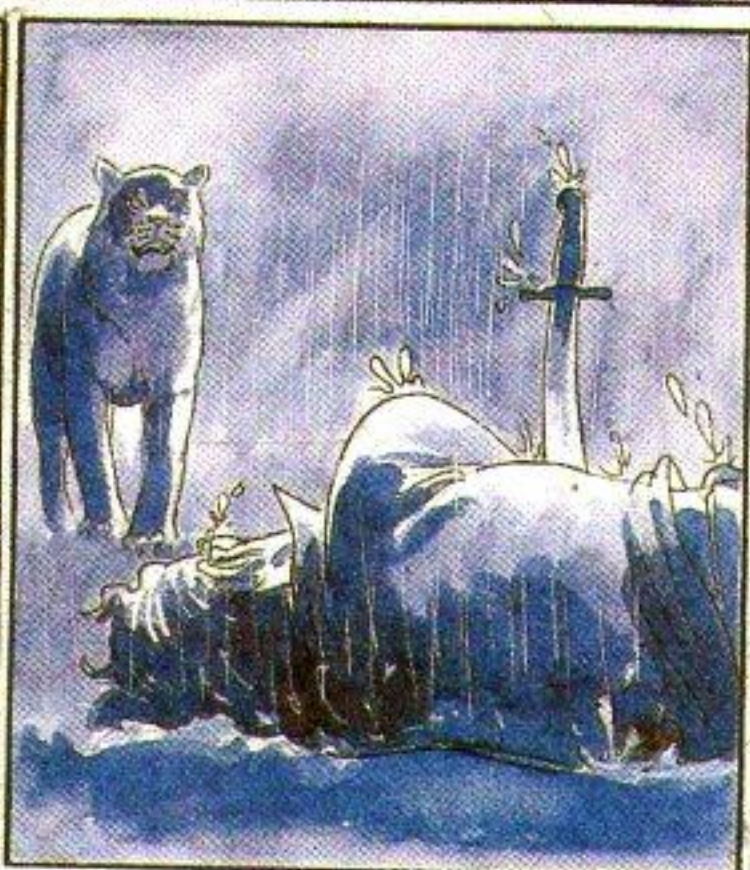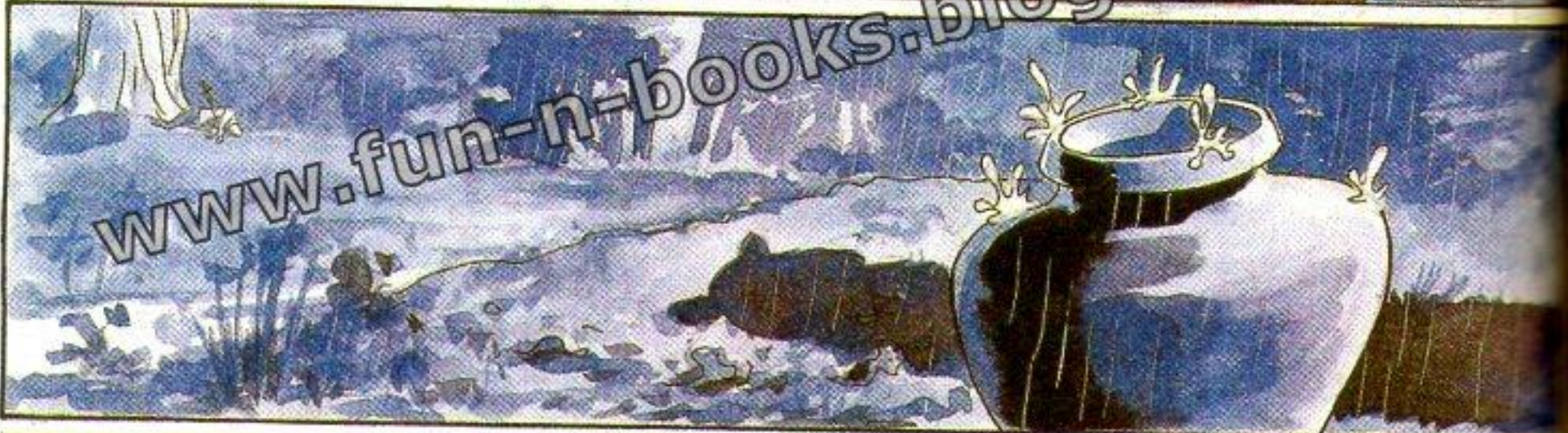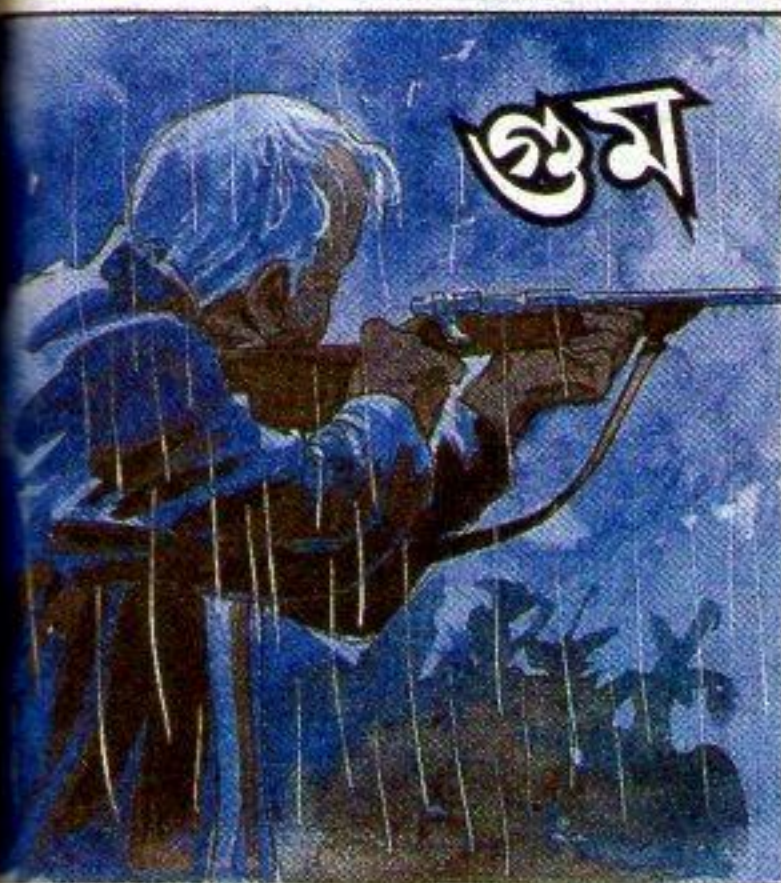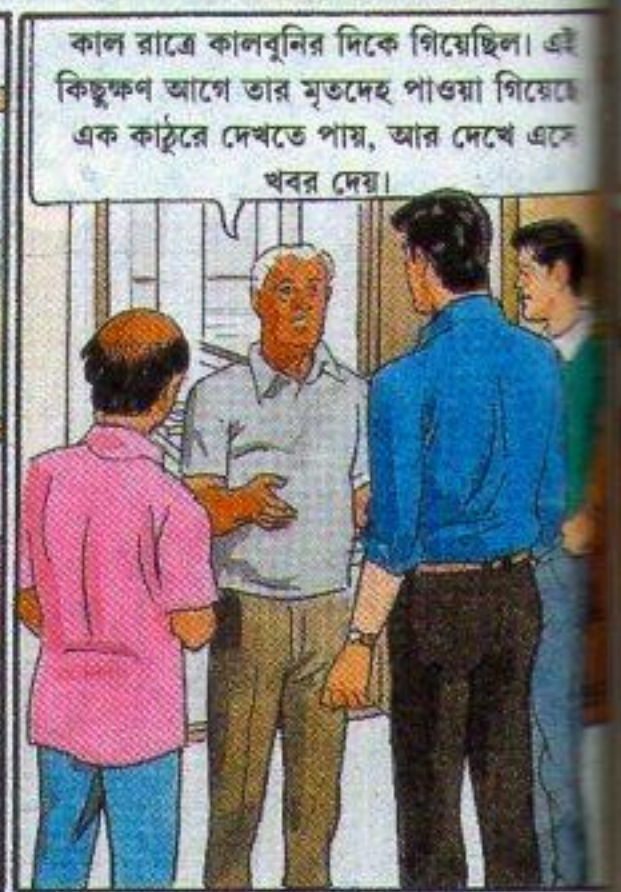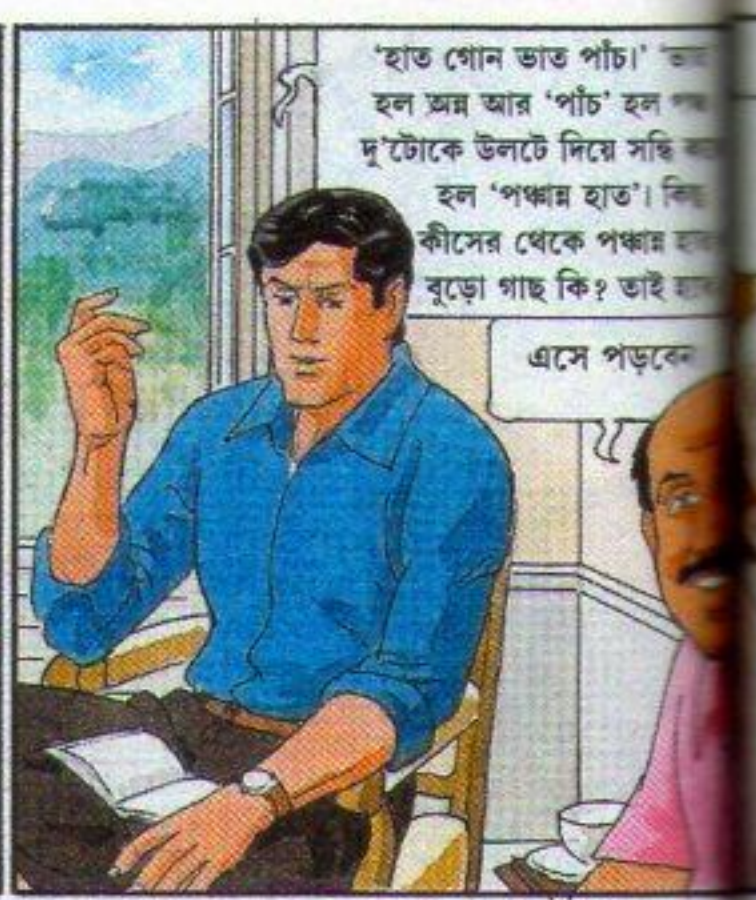
কীভাবে মারা গেলেন?
শরীরের অনেকখানি মাংস নাকি খেয়ে গিয়েছে। বাঘ বলেই তো মনে হচ্ছে।
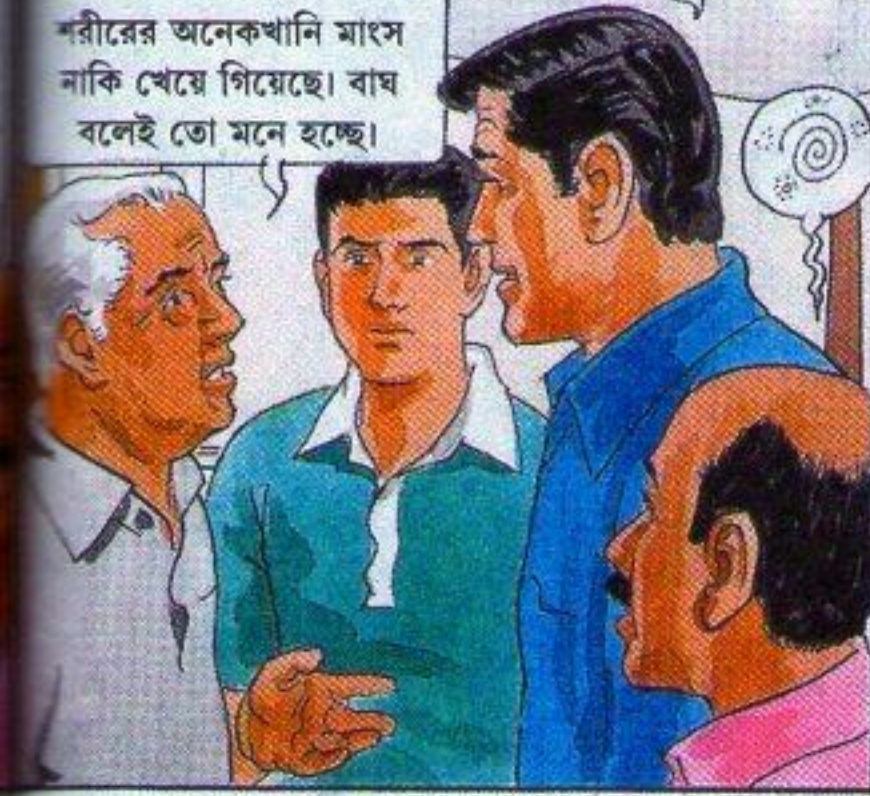
বুঝতেই পারছেন। আমাদের এখন এই নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকতে হবে। এখনই মানে একবার যেতে হবে আর কি।
আমরাও যেতে পারি কি?
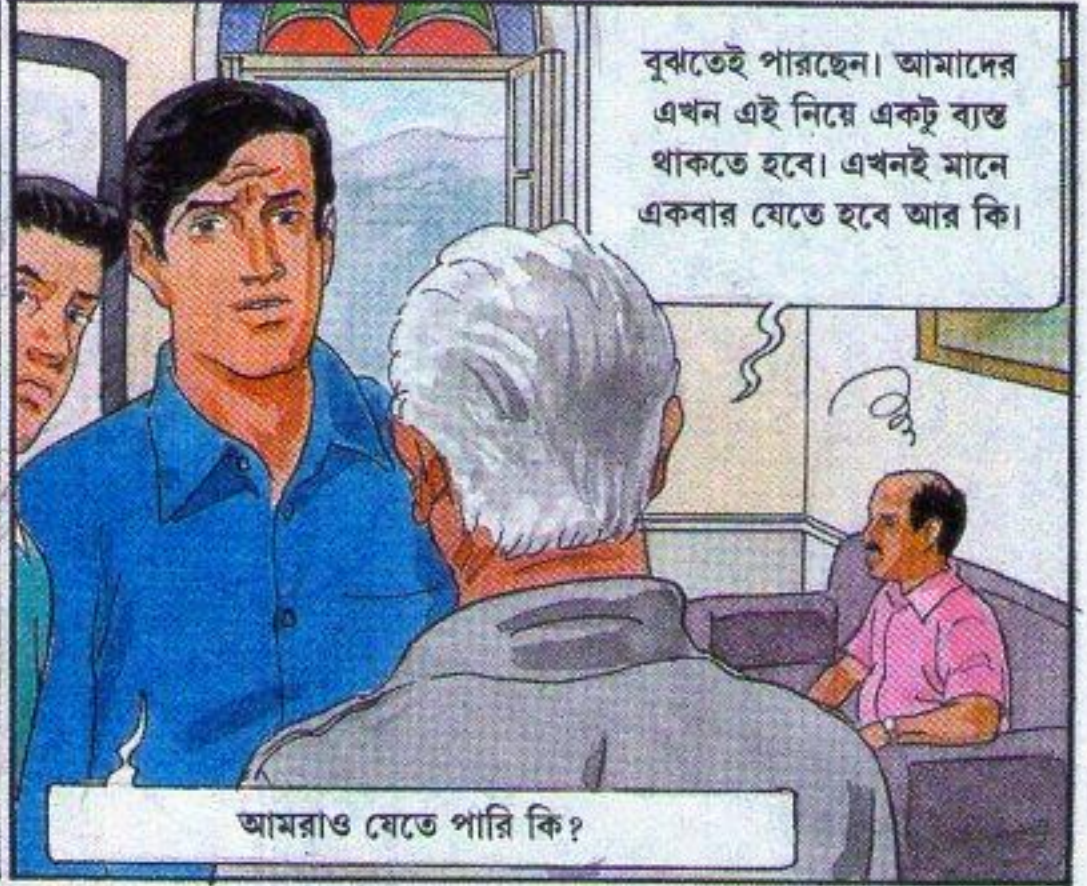
নদপ্তরের মিঃ দত্তও যাচ্ছেন। এঁরা?
ওরা গাড়িতেই থাকবে।

www.fun-n-books.blogspot.com

বাঁ দিকে!
এসে গিয়েছি!
ওই যে!
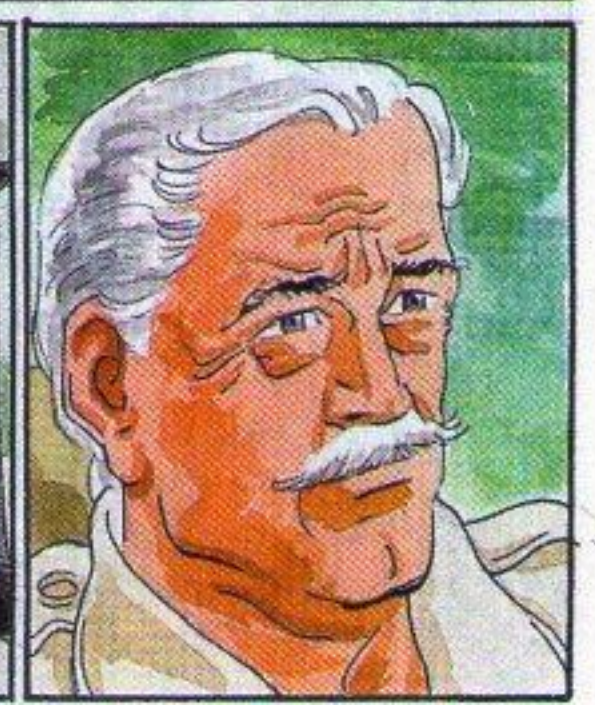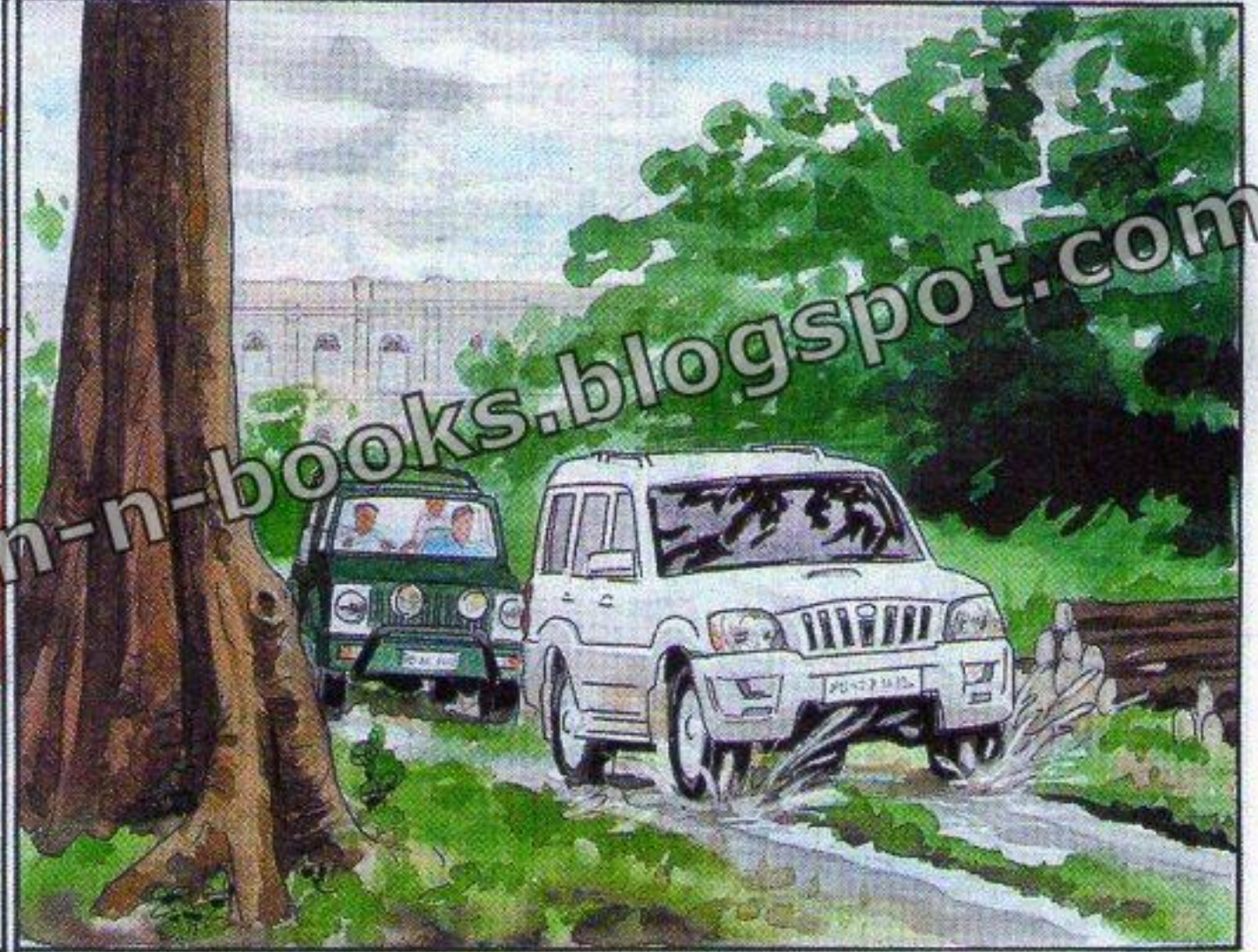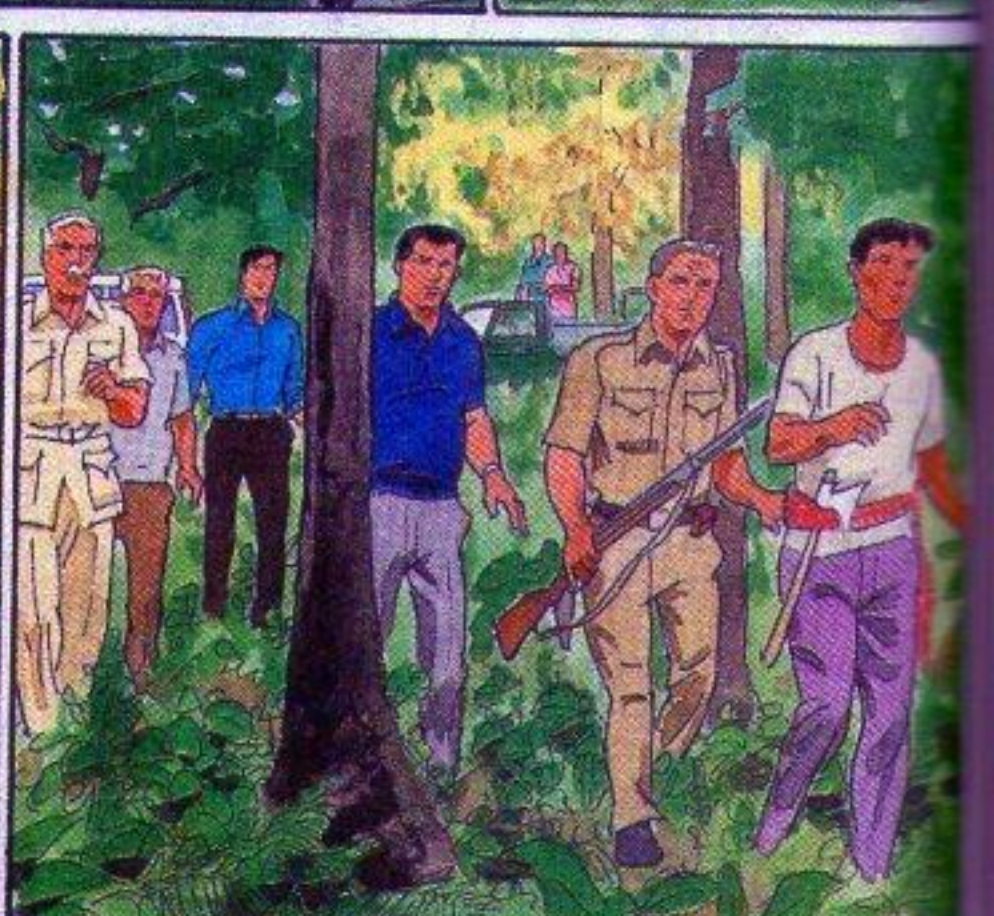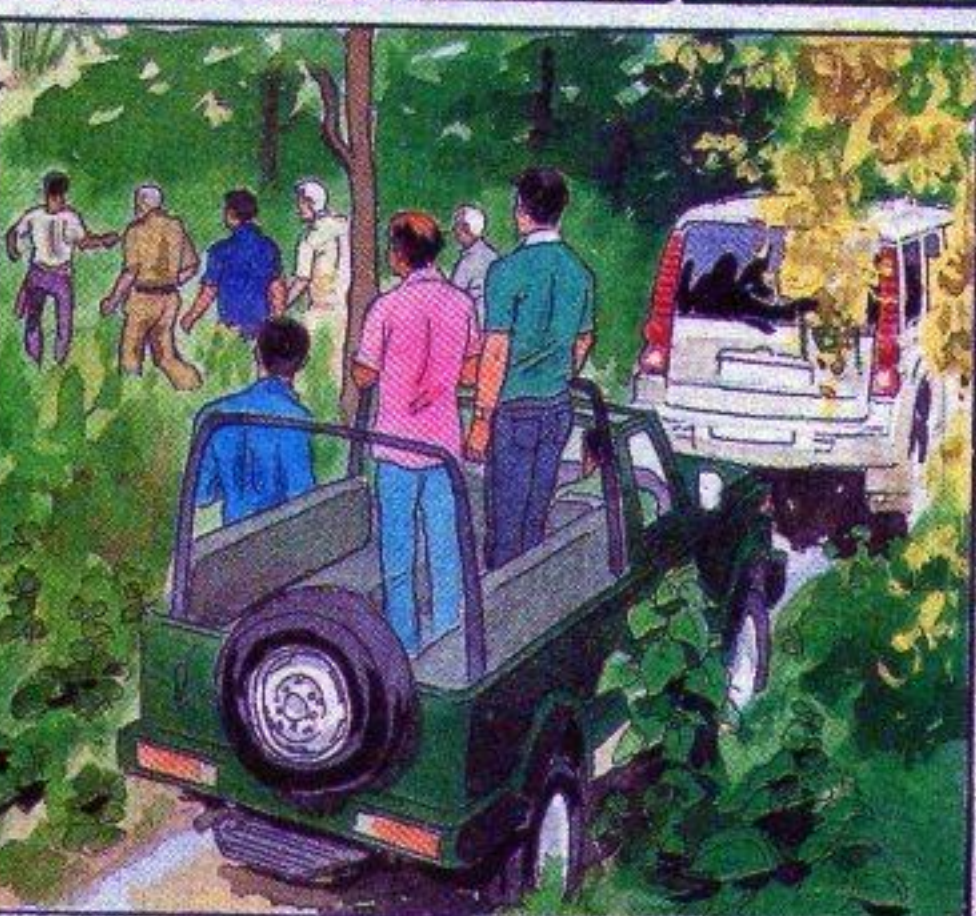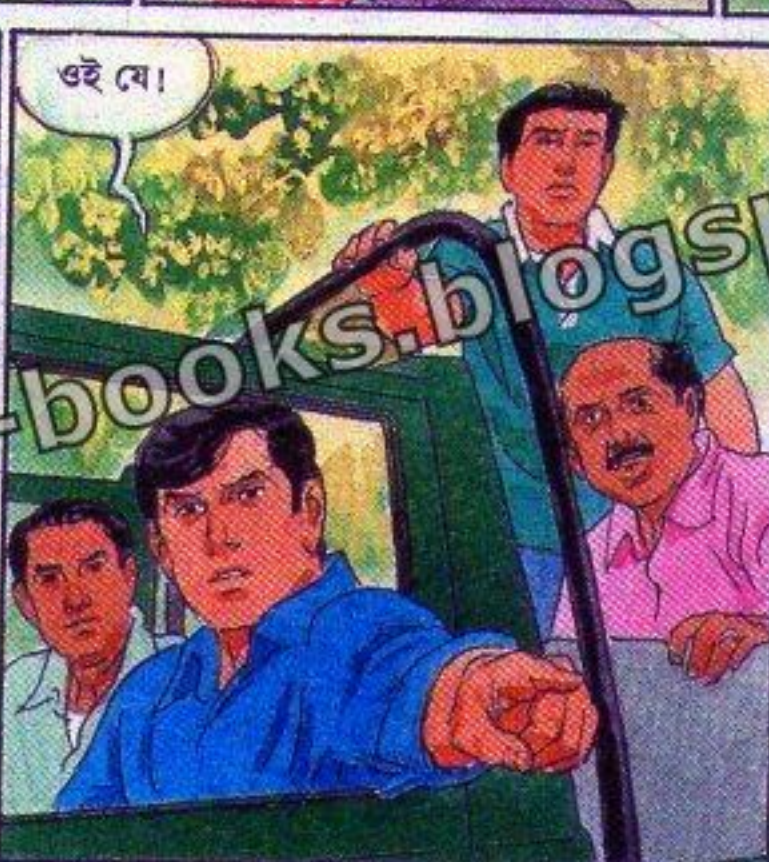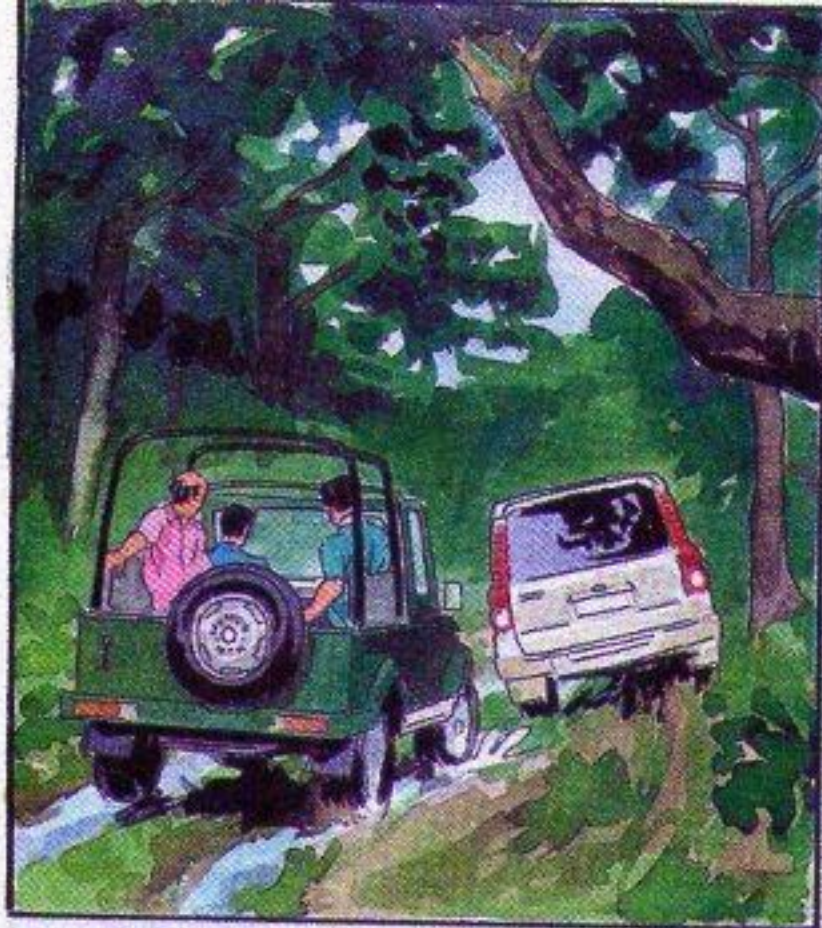
মাই গড!

বাঘ বলেই তো মনে হচ্ছে।

নিঃসন্দেহে।

কাল বৃষ্টি থেমেছে দু'টোর পর। যেভাবে রক্ত ধুয়ে গিয়েছে, তাতে মনে হয়, খাওয়ার ব্যাপারটা আগেই সেরে ফেলেছে।

?

বাঘ কি কেবল একটিমাত্র নখের সাহায্যে একটা গভীর আঁচড় দিতে পারে?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?
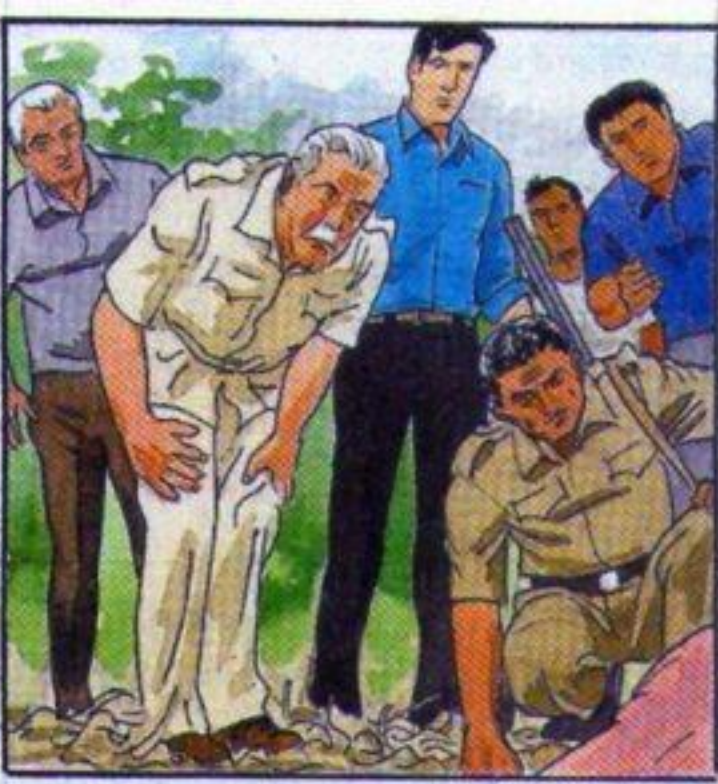
সর্বনাশ! এ যে খুন! এ তো বাঘের আঁচড় নয়। তড়িৎকে খুন করা হয়েছিল। তারপর তার মৃতদেহ বাঘে টেনে নিয়ে আসে। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার!
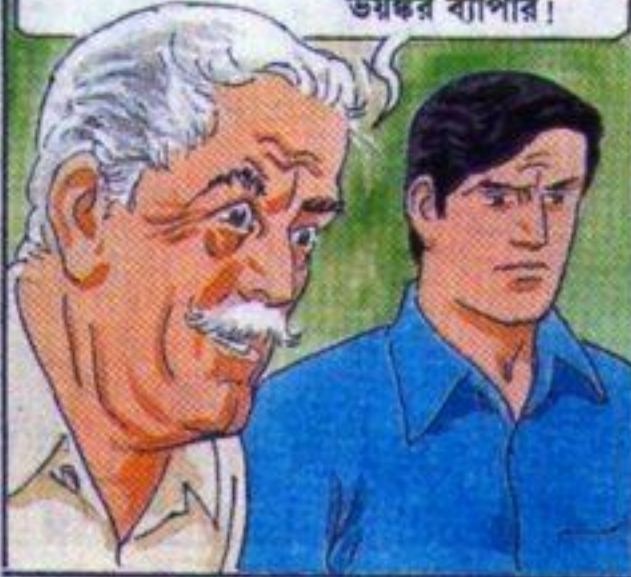
খুন বা খুনের চেষ্টা!

ছুরির আঘাতেই মৃত্যু হয়েছিল কিনা সেটা বলা শক্ত। হয়তো ওকে জখম করে আততায়ী পালায়। জখম অবস্থায় বাঘের কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল।
www.fun-n-books.blogspot.com
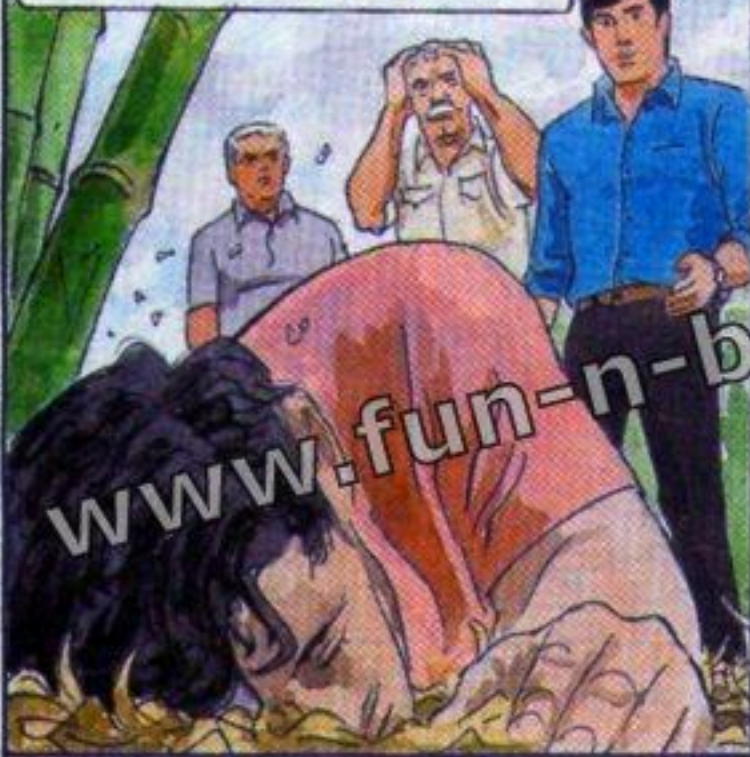
শশাঙ্ক, এখনই পুলিশকে খবর দাও। মাধবলাল পাহারা দিক।
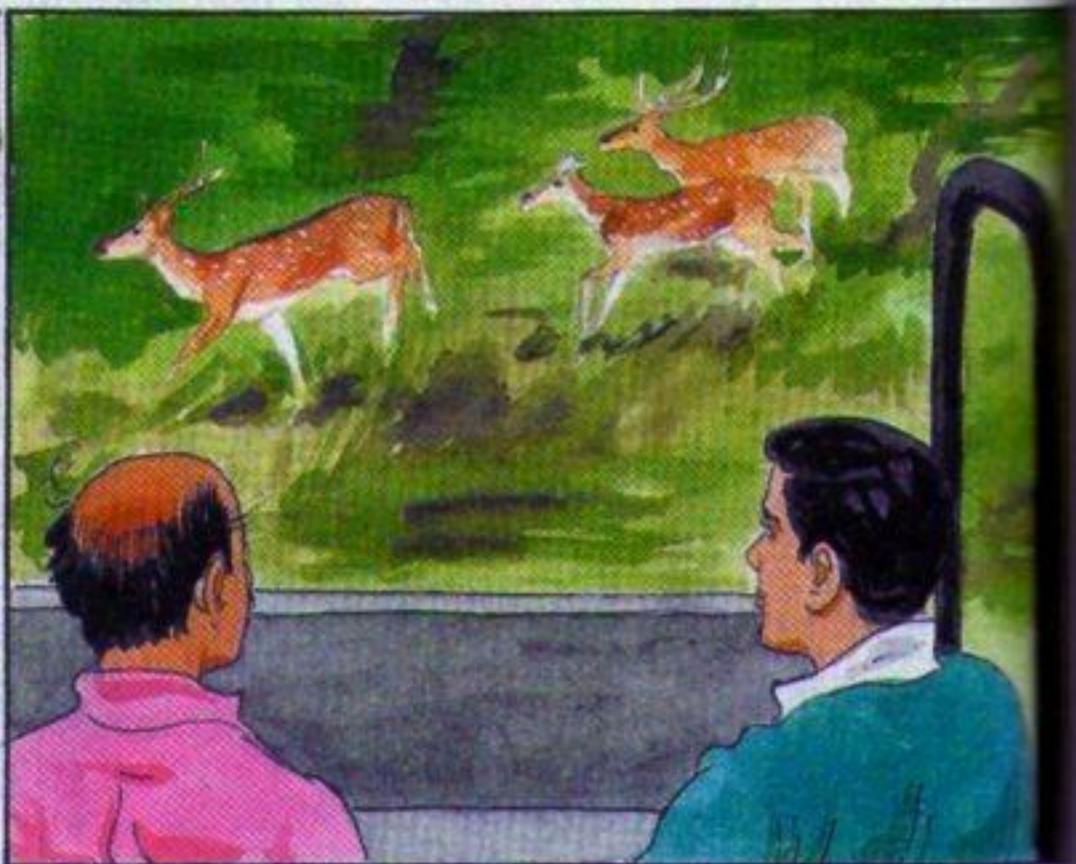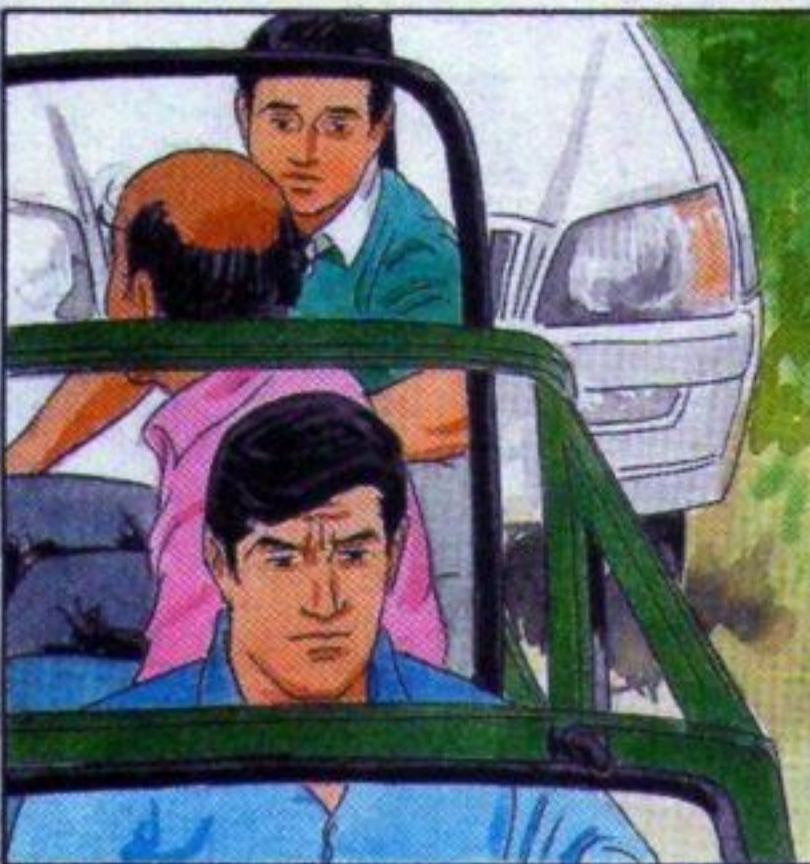
আপনাদের আর আমাদের মধ্যে তফাতটা কোথায় জানেন তো? আপনারা কোথাও গেলে পরে সেখানে খুন হয়, আর কোথাও খুন হলে পরে আমরা সেখানে যাই।
হোঃ হোঃ!
খুনের অস্ত্রটা পাওয়া গিয়েছে কি?
না, তবে খোঁজা হচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে খানাতল্লাশির ব্যাপারটা কীরকম কঠিন সে তো বুঝতেই পারছেন। তার উপর আবার ম্যানইটার। পুলিশরাও তো মানুষ মানে, ম্যান বুঝলেন তো?
হোঃ হোঃ!
ছুরির আঘাতেই মরেছিলেন কি তড়িৎবাবু?
এমনিতেই বাঘে খেয়ে গিয়েছে। তার উপর এই গরম, পোস্টমর্টেমে কোনও ফল হবে বলে মনে হয় না।
এর মধ্যেই আশপাশের গ্রামে প্যানিক শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তড়িৎকে এভাবে আক্রমণ করল কে এবং কেন? সেটা না জানা পর্যন্ত আমি অন্য কিছু ভাবতেই পারছি না।
অবিশ্যি আমিই তো একমাত্র শিকারি নই এই অঞ্চলে। বনবিভাগ থেকে শিকারির ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না।
কিন্তু এত রাতে উনি জঙ্গলে কী করছিলেন? ওঁর পকেটে কোনও মানিব্যাগ পাওয়া যায়নি। ওঁর ঘরেও নেই। কোনও গুন্ডা-বদমাশ এ কুকীর্তিটা করে থাকতে পারে, স্রেফ রাহাজানি আর কী।
তড়িৎবাবুর মতো নিরীহ লোকের থেকে টাকা বের করে নিতে মাথায় একটা লাঠির বাড়ি মারলেই তো হয়! ছুরি মারার দরকার হয় কি?
এই খুন করার অন্য কী কারণ থাকতে পারে বলুন? মোটিভটা কোথায়?
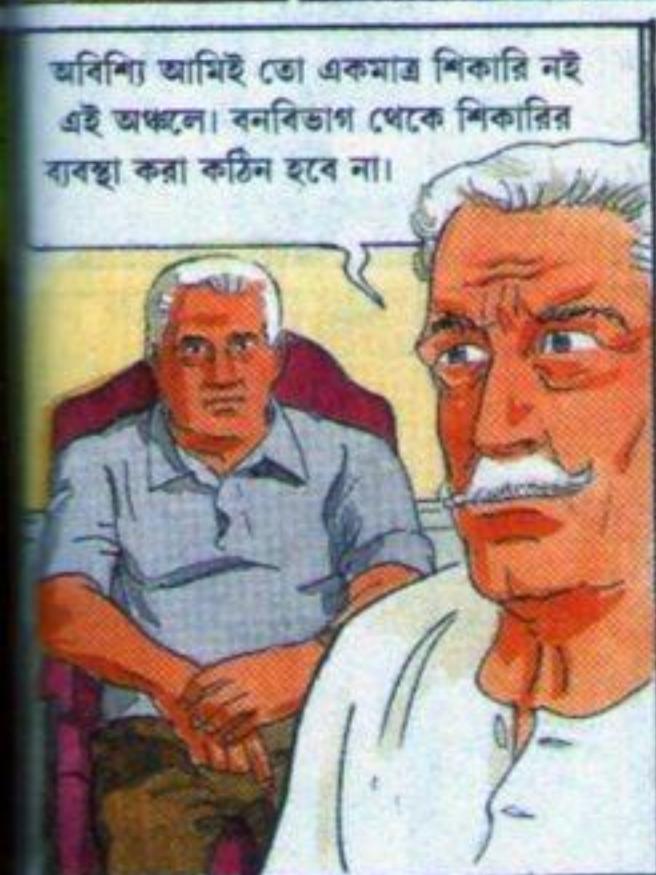
সাদাসিধে রাহাজানির ব্যাপারটা আপনাদের মতো শখের ডিটেকটিভকে অ্যাপিল করবে না জানি। বেশ তো, বের করুন দেখি, তড়িৎবাবুর মতো লোক মাঝরাত্তিরে জঙ্গলে যায় কেন?
কিছুই বুঝতে পারছি না
আপনি নিজের খুশিমতো তদন্ত চালিয়ে যেতে পারেন মিঃ মিত্তির। হাজার হোক, ক্ষতচিহ্নটা তো আপনিই প্রথম দেখেছিলেন।
www.fun-n-books.blogspot.com
এই সেই খিড়কি...!
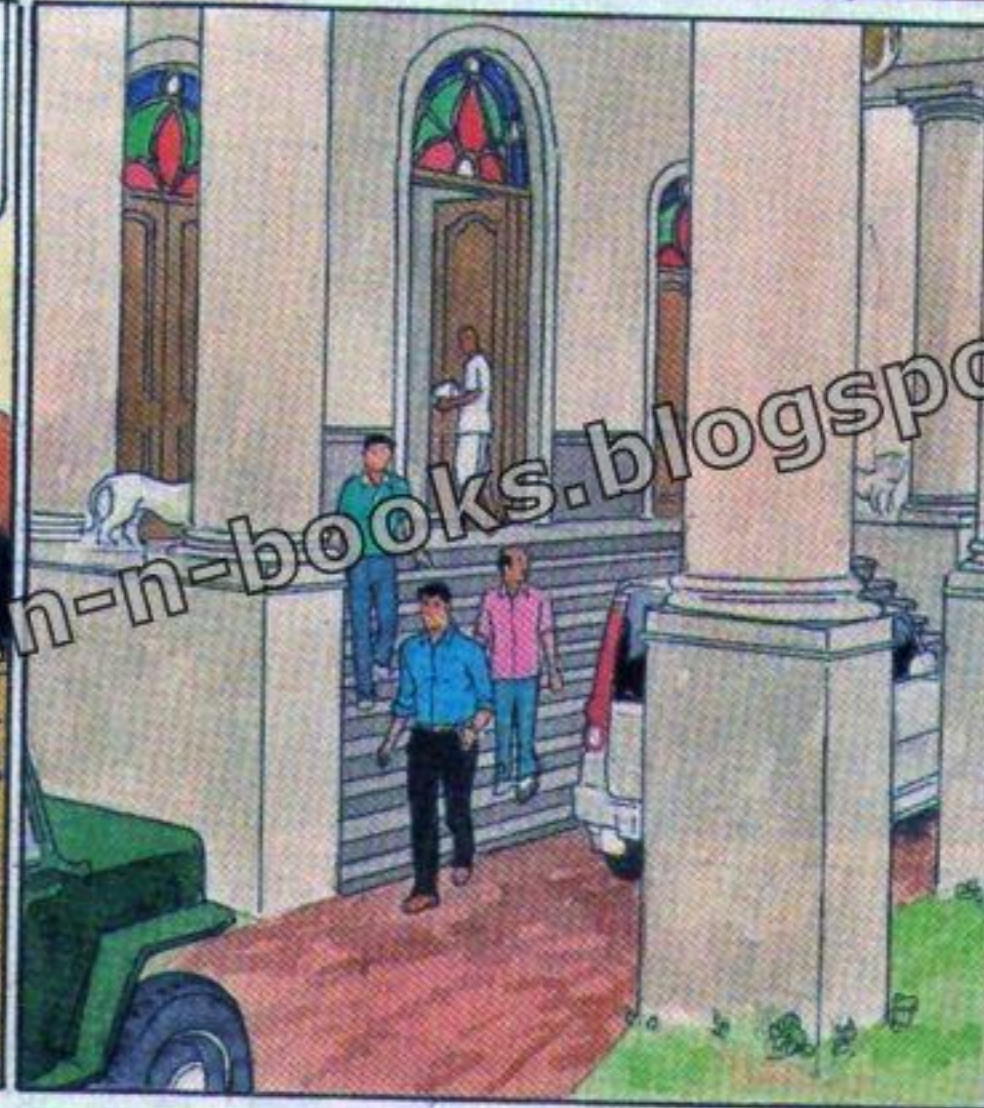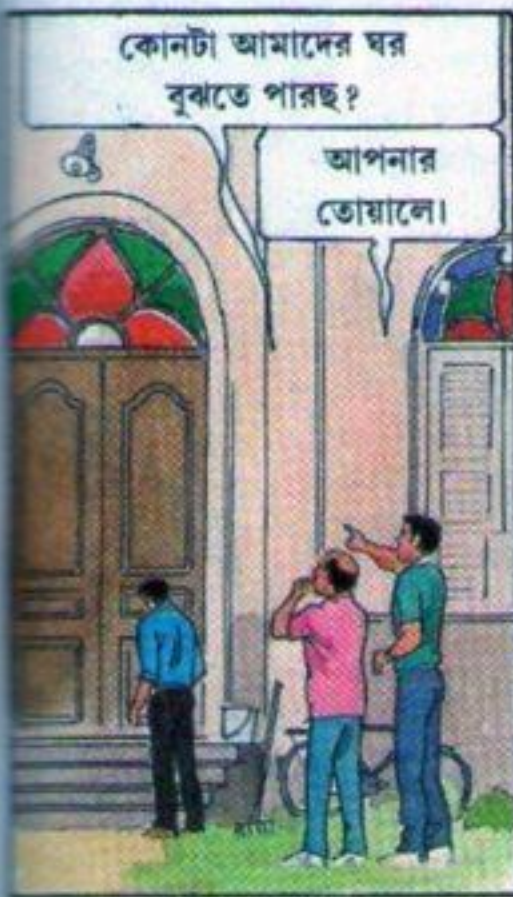
কোনটা আমাদের ঘর বুঝতে পারছ?
আপনার তোয়ালে।

পায়ের ছাপ... নীচেরগুলো ধুয়ে গেলেও, উপরের স্টেপে এখনও রয়ে গিয়েছে।
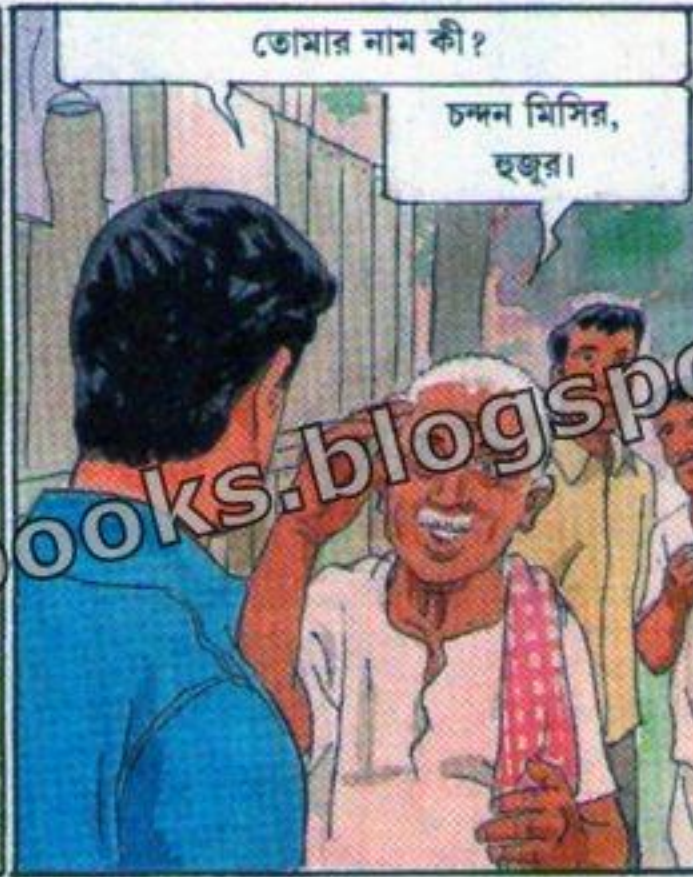
তোমার নাম কী?
চন্দন মিসির, হুজুর।

ক'দিন কাজ করছ এখানে?
পঁচাশ বরিস হইয়ে গেল হুজুর।
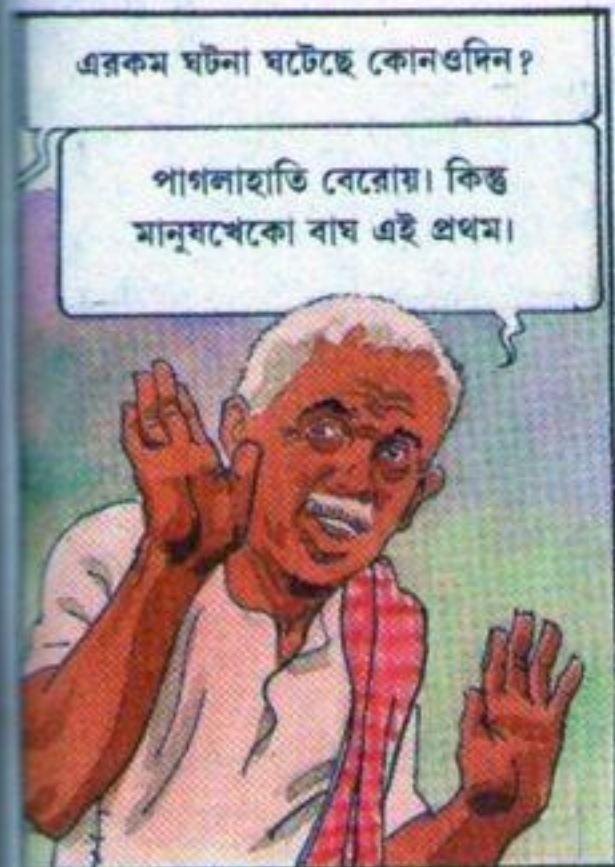
এরকম ঘটনা ঘটেছে কোনওদিন?

পাগলাহাতি বেরোয়। কিন্তু মানুষখেকো বাঘ এই প্রথম।

এখানকার লোকেরা কি চাইছে যে মহীতোষবাবু বাঘটাকে মারুন?
সে তো চাইবে। লেকিন, বাবু তো এ জঙ্গলে শিকার করেননি কখনও। অসমে করিয়েছেন, ওড়িশায় করিয়েছেন, এ জঙ্গলে করেননি।
কেন? এখানে করেননি কেন?

এই জঙ্গলে বাবুর দাদাজি বাঘের হাতে মরলেন। বাবুর বাবা ভি বাঘের হাতে মরলেন। তাই বাবু, এখানে না করে দুসরা জায়গা, দুসরা জঙ্গলে চলে গেলেন।
বাবুর বাবাও?!
মাচা থেকে গুলি করলেন। মালুম হল বাঘ মরে গিয়েছে! মাচা থেকে নেমে বাঘের কাছে যেতে বাঘ লাফিয়ে বহত জখম করিয়ে দিল। ক্ষত সেপটিক হয়ে উনি মারা গেলেন।
তুমি এই বাড়িতে থাকো?
জি হুজুর!
কাল রাত্তিরে যে বাবু খুন হলেন, তুমি তাকে যেতে দেখেছিলে?
কাল দেখিনি। পরশো দেখিয়েছি। ওর আগে ভি দেখিয়েছি তিন-চারবার জঙ্গলের দিকে যেতে। লেকিন কাল দুসরা আদমিকো দেখিয়েছি।

কাকে দেখেছিলে?
তা জানি না হুজুর। তড়িৎবাবুর টর্চের মুখ বড় থা, এটা ছিল ছোটো। তবে আলো কম নয়।
তুমি কেবল আলোই দেখেছ? আর কিছু দ্যাখোনি?
হাঁ হুজুর।
বাবু আপনাদের ডেকেছেন। বললেন, জরুরি দরকার।
আপনার অনুমান ঠিক। তড়িৎকে গুন্ডা, বদমাশ মারেনি।
কী করে জানলেন?
যে অস্ত্রটা দিয়ে মারা হয়েছিল, সেটা আমাদের বাড়িতে ছিল। ঠাকুরদার তলোয়ার, সেটা আর আলমারিতে নেই।
কানাই ঘরে ধুনো দিতে গিয়ে অভাবটা লক্ষ করে।
ঘরে চাবি দেওয়া হত না?
অনেক বই আমার লেখার কাজে দরকার হত, তাই খোলাই থাকত। কাজের লোক সকলে বিশ্বাসী।
গত কাল যা দেখেছি, সবই রয়েছে।
তড়িৎবাবুর শোওয়ার ঘর, যেখানে কাজ করতেন, একটু দেখতে চাই। তবে তার আগে আপনার মনে কোনও রকম সন্দেহ হচ্ছে কিনা জানতে চাই।

...এমনিতে মেলামেশা খুব কম ছিল। কাজ নিয়ে থাকত। মাঝে-মাঝে হেঁটে বাইরে বেড়াতে যেত। যতদূর জানি, বদ অভ্যেস-টভ্যেসও কিছু ছিল না।

আর ঠাকুরদার তলোয়ার দিয়েই যদি তাকে মেরে থাকে, তা হলে তো আমাদের বাড়িরই লোক? আমি তো ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।
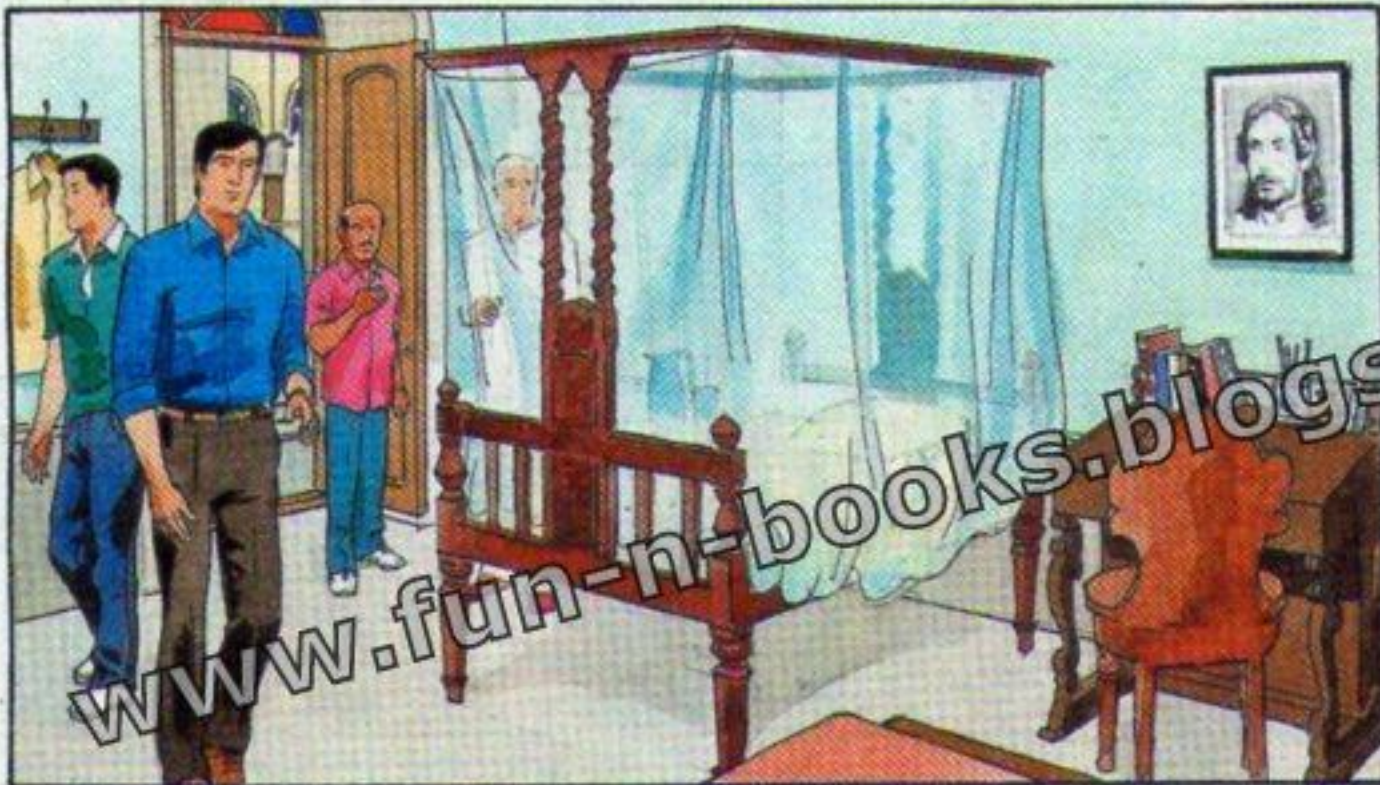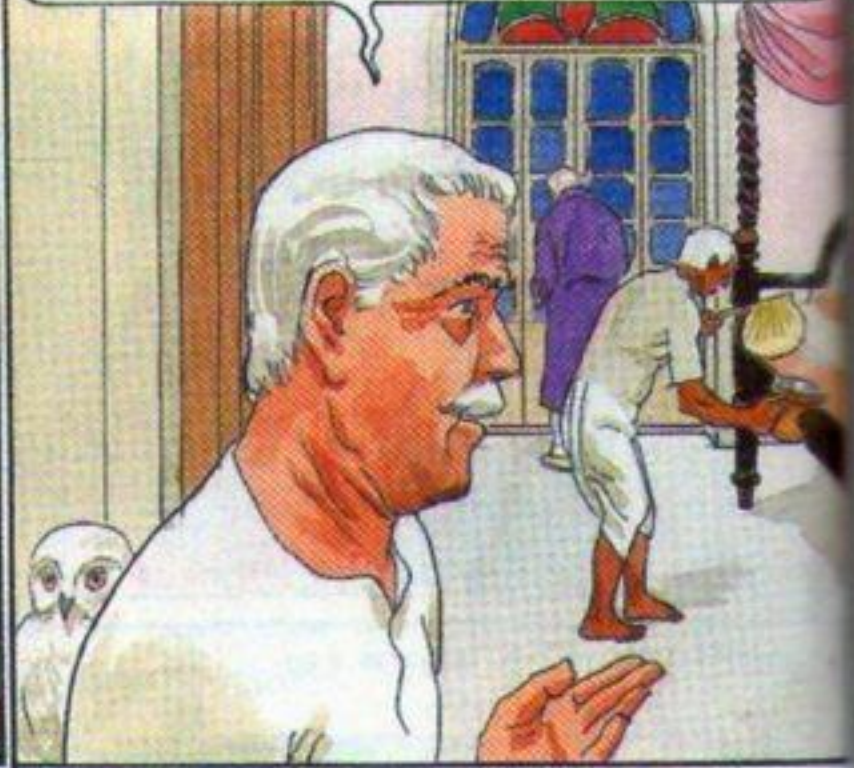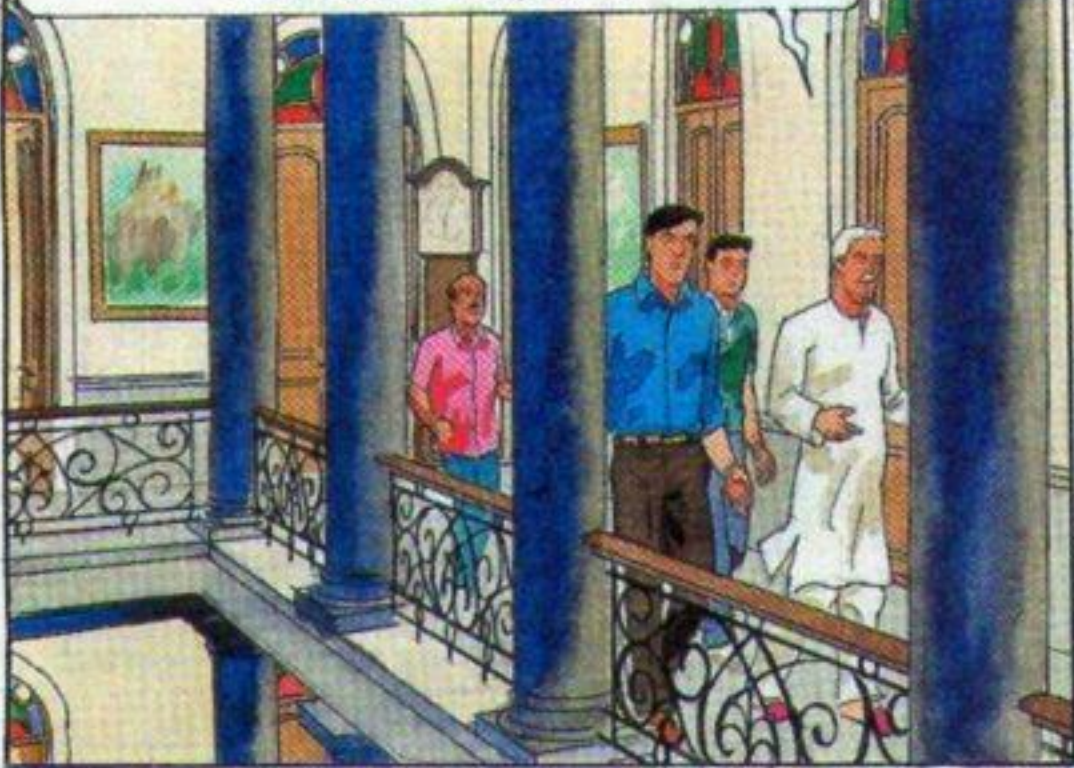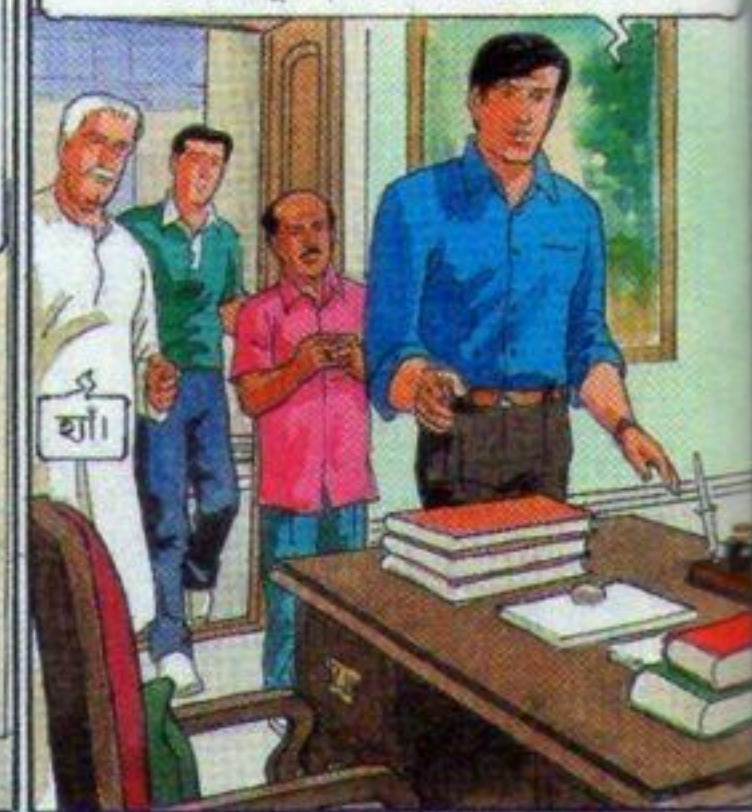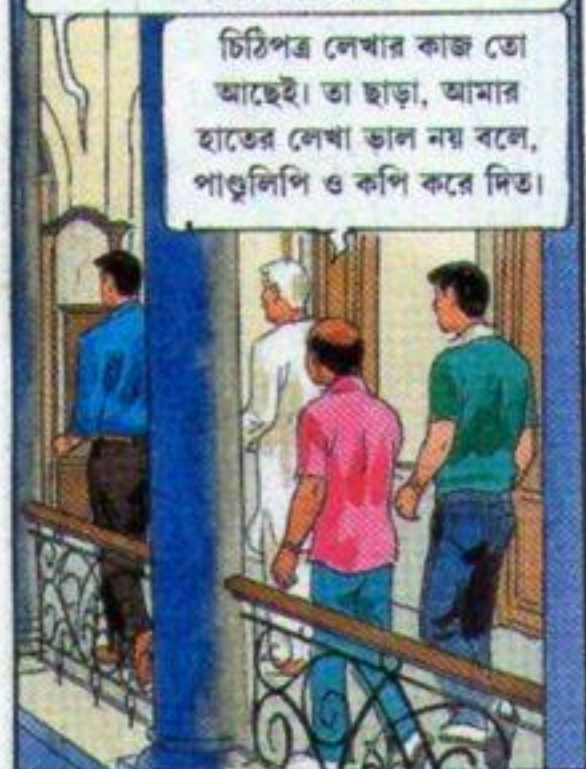
আর এগুলো কি আপনার নতুন শিকারকাহিনির প্রুফ?
হ্যাঁ।

প্রুফদেখিয়ে হিসেবে কি খুব নির্ভরযোগ্য ছিলেন তড়িৎবাবু?
আমার তো তাই ধারণা। আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?

প্রথম পাতার প্রথম প্যারাগ্রাফেই দু'টো ভুল দেখছি শুধরনো হয়নি।

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

সম্প্রতি ওঁকে কি চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন বলে মনে হত আপনার?
কই, সেরকম তো কিছু লক্ষ করিনি।

সব ধ্বংস হয়ে যাবে...সব ধ্বংস হয়ে যাবে! সত্যের ভিত টলমল করছে। সব ধ্বংস হয়ে যাবে!

বৈশাখ মাসটা দাদার এরকম হয়। বর্ষা এলে কিছুটা নিশ্চিন্ত।

কাল একবার জঙ্গলে যাব ভাবছিলাম। একটু অনুসন্ধানের প্রয়োজন। আপনি কী বলেন?
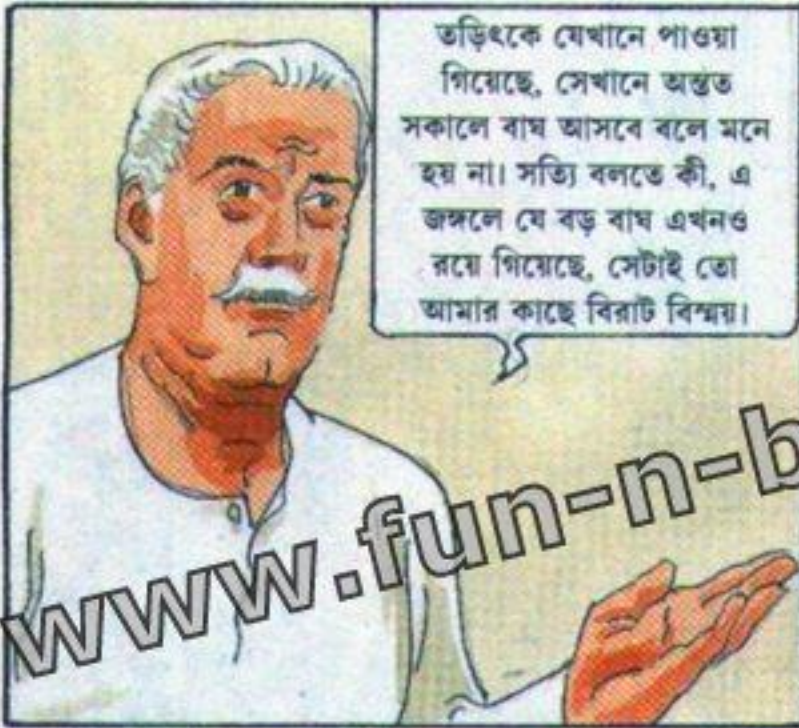
তড়িৎকে যেখানে পাওয়া গিয়েছে, সেখানে অন্তত সকালে বাঘ আসবে বলে মনে হয় না। সত্যি বলতে কী, এ জঙ্গলে যে বড় বাঘ এখনও রয়ে গিয়েছে, সেটাই তো আমার কাছে বিরাট বিস্ময়।

সঙ্গে যদি মাধবলালকে পাওয়া যায়...
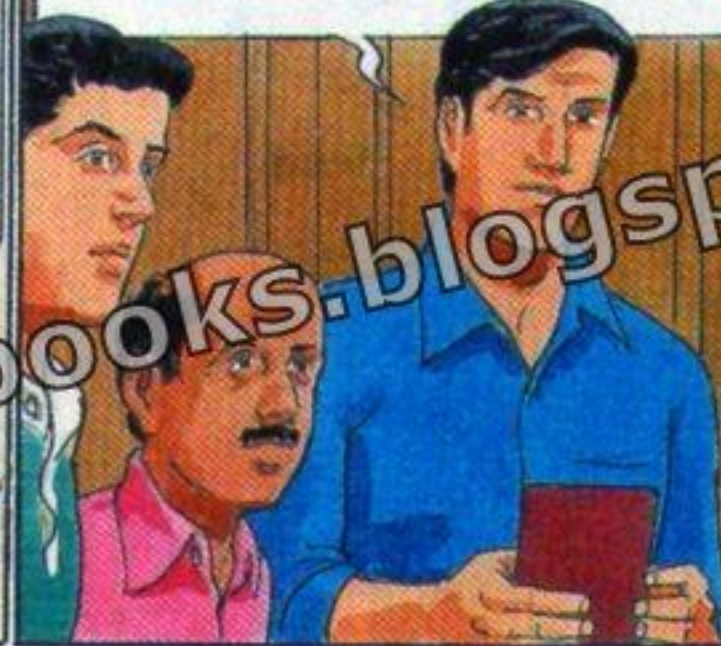
নিশ্চয়ই! যাই, বিশ্বাসকে তলোয়ারের খবরটা দিই।
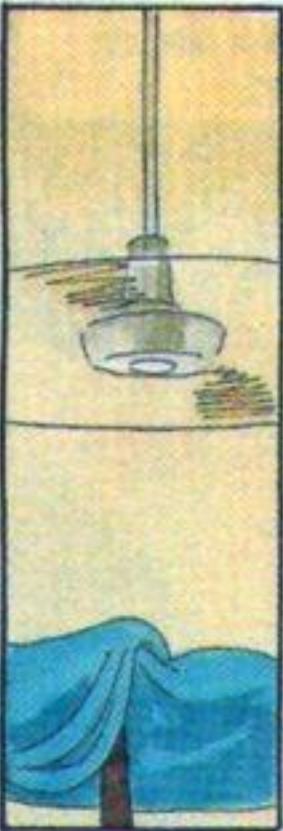
কীরকম বোনাস পেয়ে গেলেন বলুন। এটা আমারই দৌলতে সেটা স্বীকার করছেন তো?

একশো বার।

সব ক'টাই মহাভারতের নাম তাতে সন্দেহ নেই। কেবল এই 'উত্তর' কথাটা...উত্তর নামও হতে পারে, উত্তর দিকও হতে পারে, আবার উত্তর মানে উত্তরকাল...পরবর্তীকালও হতে পারে। আবার উত্তর মানে প্রশ্নের উত্তর...জবাব...জবাব...!
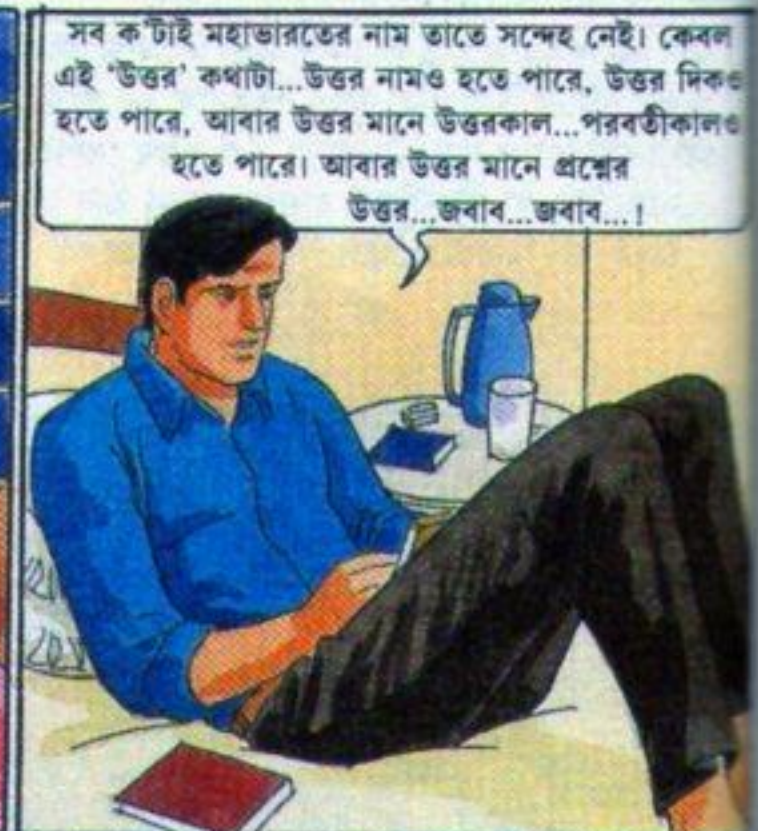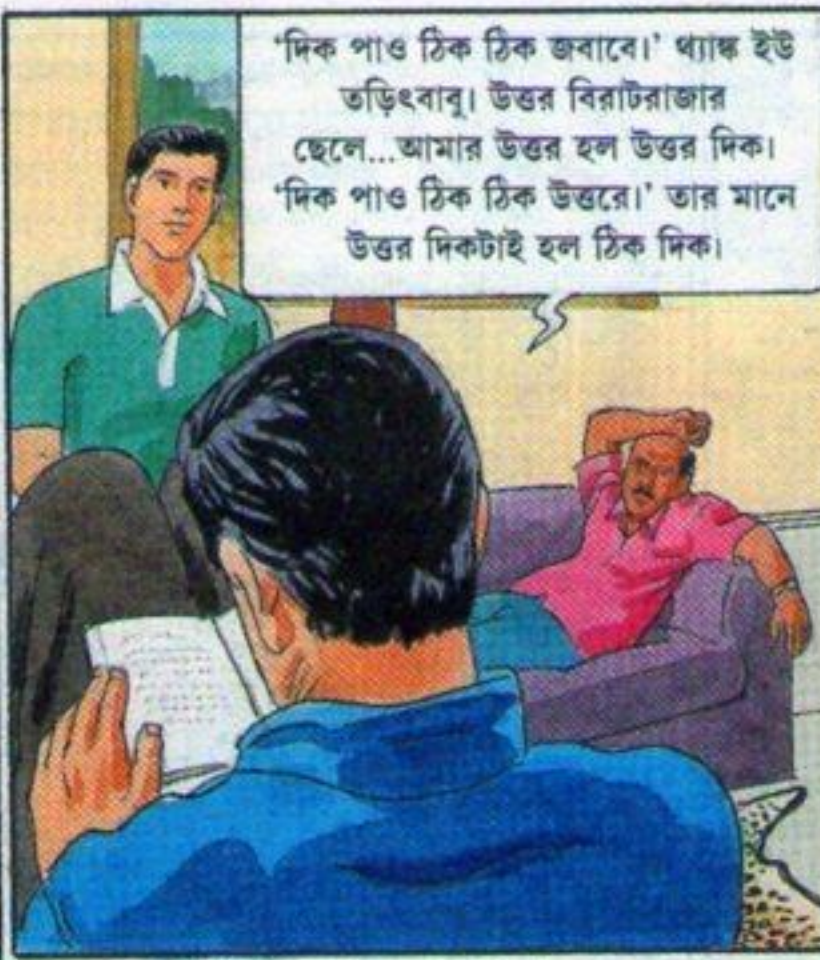
'দিক পাও ঠিক ঠিক জবাবে।' থ্যাঙ্ক ইউ তড়িৎবাবু। উত্তর বিরাটরাজার ছেলে...আমার উত্তর হল উত্তর দিক। 'দিক পাও ঠিক ঠিক উত্তরে।' তার মানে উত্তর দিকটাই হল ঠিক দিক।

'হাত গোন ভাত পাঁচ।' পঞ্চায় হাত। উত্তর দিকে পঞ্চায় হাত। কিন্তু তারপর? 'ফাল্গুন তাল জোড়, দুই মাঝে ভুঁই ফোঁড়।' ফাল্গুন...এই ফাল্গুনটা নিয়েই যত গন্ড...

টেবিলের উপর একটি বাংলা অভিধান ছিল না?

সংসদের, আমারও আছে।

ফাল্গুন হল অর্জুনের একটা নাম। অর্জুন শুধু পঞ্চপাণ্ডবের একজন নয়, অর্জুন গাছও বটে।

অর্জুন গাছ কালই দেখেছি।

হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?

যা ভাবছি তা যদি সত্যি হয়, সংকেত সমাধানের ব্যাপারে তড়িৎ সেনগুপ্ত ফেলু মিত্তিরের চেয়ে কম যায় না, থুড়ি যেতেন না।
কীচক, অশ্বত্থামা, এদের সঙ্গে সংকেতের কী সম্পর্ক?
সেটাই ভাবছি। সব নাম পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত না-ও হতে পারে? 'কীচক' আর 'নারায়ণী' ডট পেনে লেখা, অন্যগুলো কালির পেনে লেখা।
তা হলে 'কীচক' আর 'নারায়ণী'র সঙ্গে সংকেতের...
কীচকদের নিয়ে কথা হচ্ছে কি?
!
আসুন দেবতোষবাবু, ভিতরে আসুন।
পৃথুরাজা দিঘির জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল। কেন জানো?
আপনিই বলুন। আমি জানি না।
কারণ, কীচকদের সংস্পর্শে এসে পাছে ধর্মনাশ হয়, এই ভয়!
কীচক একটা জাতির নাম।
যাযাবর জাতি। জঙ্গলে গেলে একবার একটু খোঁজ করে দেখো তো! বনমোরগ শিকার করত তির-ধনুক
নিশ্চয়ই দেখব। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?
জিজ্ঞেস করবে? আমাকে তো কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না!
আমি করছি। এখানে প্রাচীন গাছ বলতে কোনও বিশেষ গাছ আছে কি?
প্রাচীন গাছ?
হ্যাঁ, মানে এমন গাছ যাকে লোকে 'বুড়ো গাছ' বলে মানে।

ও তাই বল, বুড়ো গাছ? গাছে একটা ফোকর আছে, ফোকলাদাঁত বুড়োর হাঁ-করা মুখের মতো। সেই গাছের নীচে ঠাকুরদার সঙ্গে গিয়ে চড়ুইভাতি করেছি। উনি বলতেন, ফোকলা ফকিরের গাছ।
গাছটা কী গাছ?
কাটা ঠাকুরানির মন্দির দেখেছ? সে-ও রাজুর হাত থেকে নিস্তার পায়নি। সেই মন্দিরের পশ্চিমে হল ফোকলা ফকিরের গাছ। অশ্বত্থ গাছ।
সেই গাছেই একদিন মহী...
দাদা, চলে এসো।
তোমার ওষুধ খাওয়ার কথা, খেয়েছ?
ওষুধ?
মন্মথ দেয়নি?
আমি তো ভাল আছি। আবার ওষুধ কেন?
ভাল আছ কি না আছ, সেটা ডাক্তার বুঝবে। তোমাকে যা ওষুধ দেওয়া হয়েছে, সেটা তুমি খাবে।
ভদ্রলোককে কিন্তু আজ অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল।

অশ্বত্থ গাছ...অশ্বত্থ কিন্তু মুড়ো হয় কেন? 'মুড়ো হয় বুড়ো গাছ...মুড়ো হয়...'
হয়! হয়! হয়!
কী হয়?
'মুড়ো হয় বুড়ো গাছ।' তার মানে বুড়ো গাছ, তার মুড়ো, মানে মুন্ডু। অর্থাৎ 'গোড়া' হল হয়।
হল হয়? সে আবার কী?

আপনি না সাহিত্যিক? 'হয়' মানে জানেন না? ঘোড়া, ঘোড়া, ঘোড়া। 'হয়' মানে ঘোড়া। 'হয়' মানে অশ্ব। 'বুড়ো গাছের ঘোড়া' হল অশ্ব। আরও বলতে হবে?

অশ্বত্থ!

তড়িৎবাবু অশ্বত্থই লিখেছিলেন এমনি কলম দিয়ে। পরে 'আ'-কার আর 'মা' জুড়ে দিয়েছেন ডটপেনে...আর আমি ভাবছি 'মহাভারত'। ছিঃ!

ওই লম্বা, সরু লেজ পাখিটার কী যেন নাম বললেন শশাঙ্কবাবু, ভাই তপেশ?

ড্রঙ্গো...র‍্যাকেট-টেলড ড্রঙ্গো।

থ্যাঙ্ক ইউ!

তড়িৎবাবু ছাড়া আর কে কাল জঙ্গলে গিয়েছিল? সেই কি তলোয়ার নিয়েছিল? সেই কি খুনি? না, সে ছাড়াও আর কেউ গিয়েছিল?
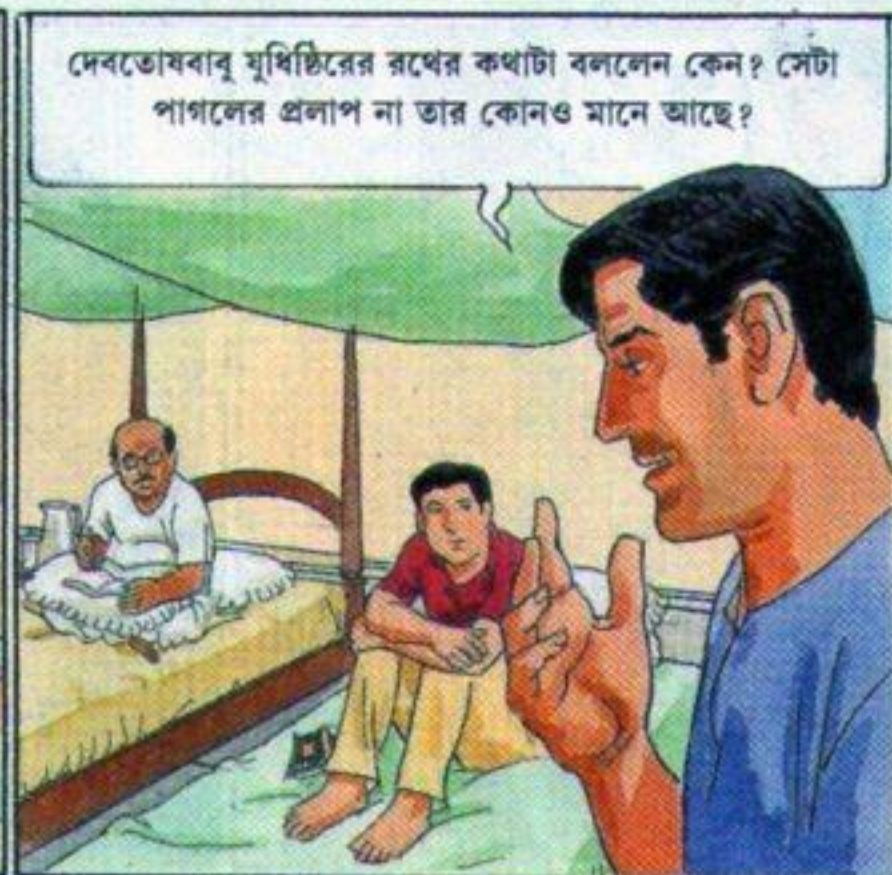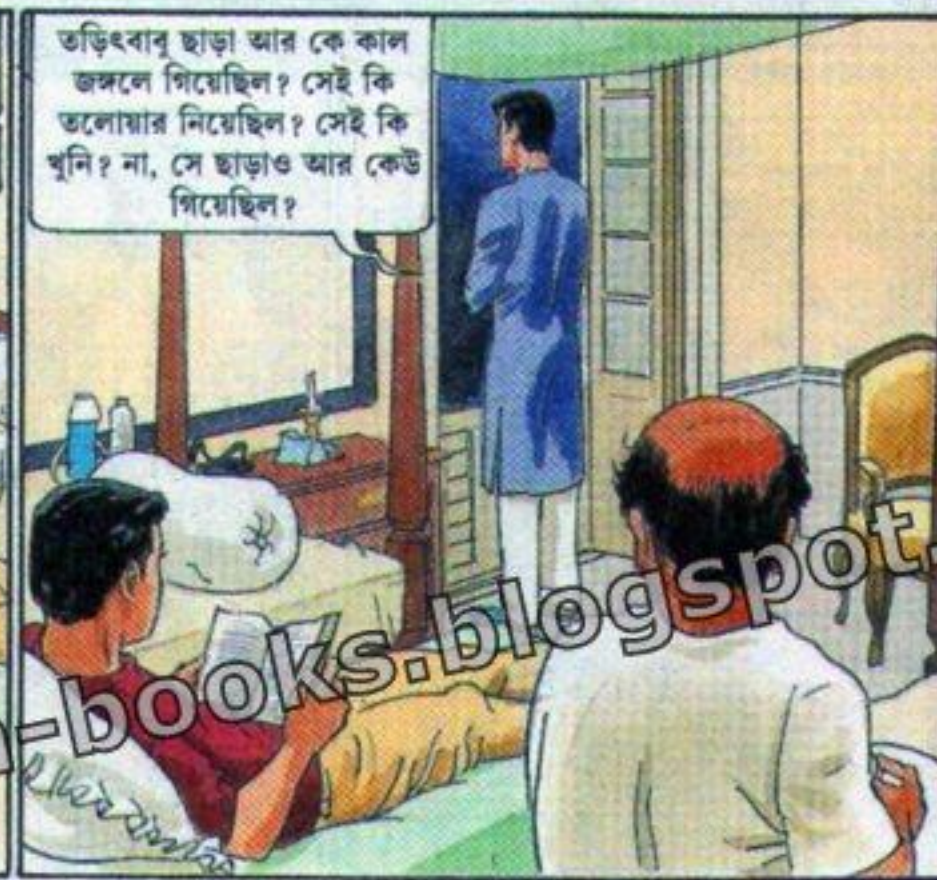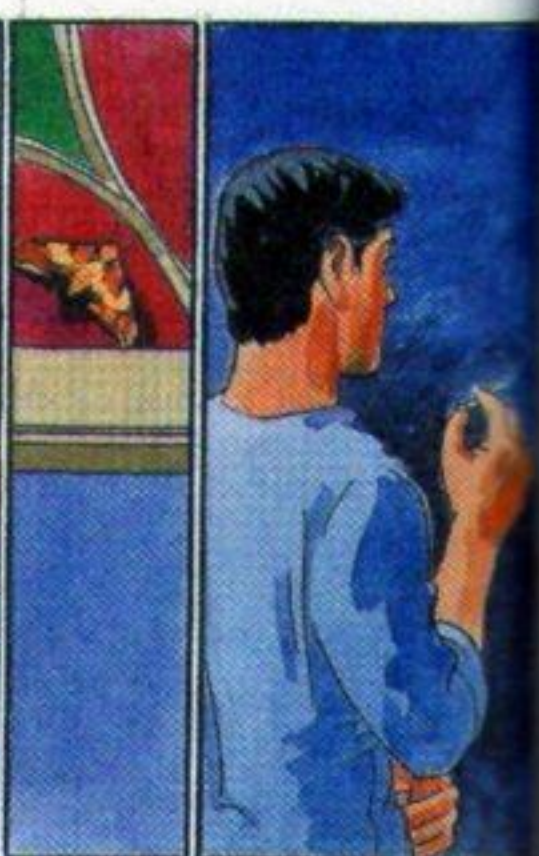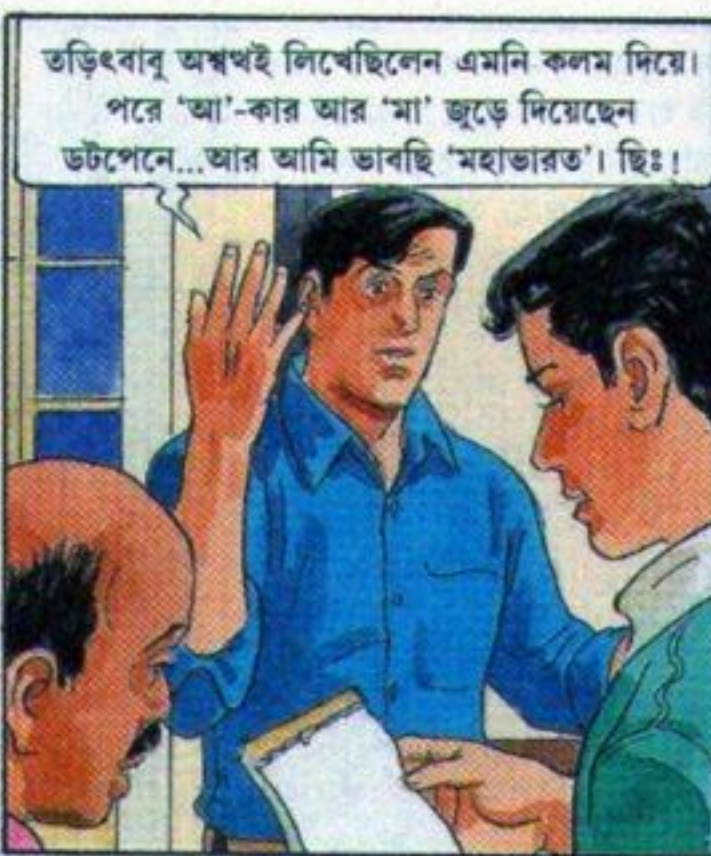
আমার সঙ্গে মিশে আপনার কল্পনাশক্তি ও পর্যবেক্ষণক্ষমতা যে যুগপৎ বেড়ে চলেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে এই খুন খুব হিসেব করে করা। আলমারি থেকে তলোয়ার নেওয়া, অনুসরণ করা।
দুর্যোগের রাতে!
এক হাতে টর্চ জ্বেলে অন্য হাতে তলোয়ার চালানো ...না সম্ভব নয়।

এটা ঠিক, তড়িৎবাবু সংকেতের সমাধান করে গুপ্তধনের সন্ধানেই গিয়েছিলেন। আর-একবার জঙ্গলে যেতে হবে...যা ঘটেছে সব তো ওইখানে।

আপনি খুশি তো?
কেন?
একটা রহস্য পেয়ে গেলেন। এই বাড়ির অস্ত্র দিয়েই খুনটা করা হয়েছে!

অস্ত্র নেই মানেই যে সেটা দিয়ে খুন করা হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই আপনি মনে করেন না।
আমি করি না। আপনি তাই ভাবছেন নাকি?

আমি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছইনি। আর খুনের ব্যাপারে আমি কোনও দিনই খুশি নই। বিশেষ করে তড়িৎবাবুর মতো একজন বুদ্ধিমান মানুষ এত অল্প বয়সে এভাবে প্রাণ হারালেন। এতে খুশি হওয়ার কী আছে?

বুদ্ধিমান মানুষ? রাতে জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন মিস্টার মিত্তির?

পারি। তড়িৎবাবুর জঙ্গলে যাওয়ার একটা পরিষ্কার কারণ ছিল।

আপনার সংকেতের মানে আমি বের করেছি মহীতোষবাবু...তবে আমারও আগে করেছিলেন তড়িৎ সেনগুপ্ত। আমার বিশ্বাস, উনি গিয়েছিলেন গুপ্তধনের সন্ধানে। ফোকলা ফকিরের গাছের ব্যাপারে কিছু জানেন?
কই, ওরকম কোনও গাছ আছে বলে তো জানি না।
কিন্তু আপনার দাদা যে বললেন, ছেলেবেলায় আপনারা ওখানে চড়ুইভাতি করতে যেতেন আপনার ঠাকুরদার সঙ্গে?
দাদা বললেন? দাদা যা বলেন, তার কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা, তা আপনি জানেন?
তার মানে তড়িৎ গুপ্তধন নিয়ে কলকাতায় পালানোর মতলব করছিল।
যাক, তা হলে ভদ্রলোকের বনে যাওয়ার একটা কারণ পাওয়া গেল। এবার জানা দরকার, আততায়ী কে?
দেবতোষবাবুর সঙ্গে কথা বলে কোনও ফল হবে না বলছেন?
দাদার শরীরটা কাল থেকে একটু বেশি খারাপ হয়েছে। ওঁকে ডিসটার্ব করাটা ঠিক হবে না।
তা হলে একবার জঙ্গল থেকে ঘুরে আসি...
মাধবলালকে বলা আছে...ঘুরে আসুন।
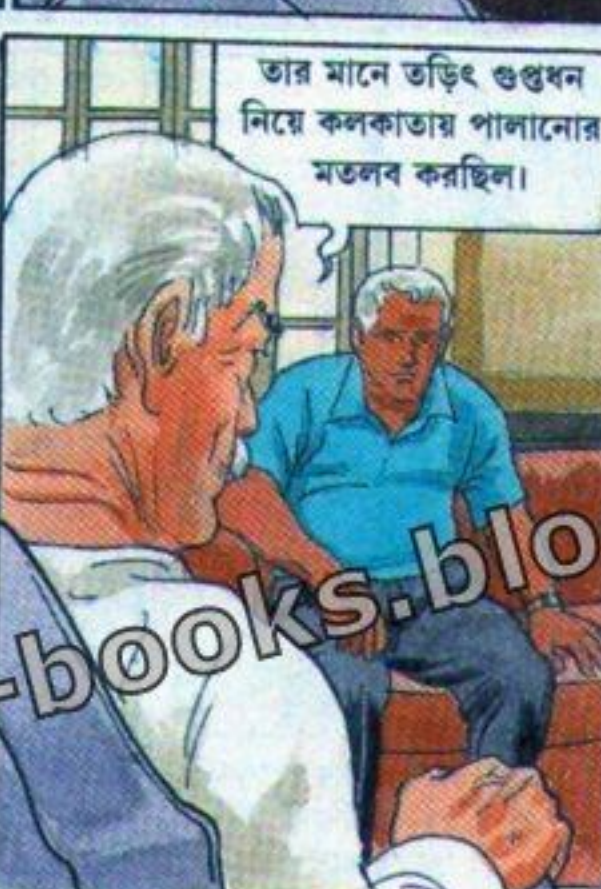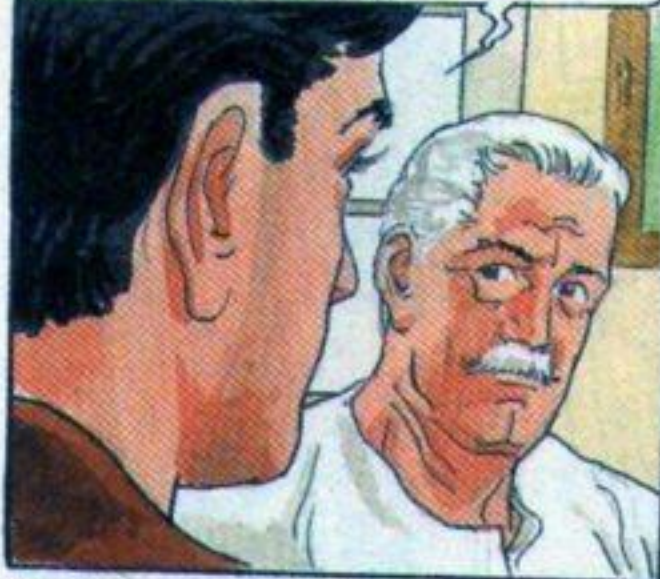
আচ্ছা, বাঘের চাহনি শুনেছি নাকি সাংঘাতিক ব্যাপার?
সে তো নিশ্চয়ই।

আর সেই চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকলে বাঘ উলটো মুখে ঘুরে চলে যায়।

হর্নবিল!

কিন্তু ম্যানইটার?
সেখানে আলাদা ব্যাপার।

তাই বলুন... তা হলে?

কেন? আপনি কি বাঘ এলে তার চোখের দিকে তাকিয়ে তাকে উলটো মুখে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করছিলেন?

ঠক ঠক
ঠক

বাঘ কাছাকাছি চলে এসেছে!
ওই হর্নবিলটা ডাকছে।

দেখুন তো এটা কী ব্যাপার...
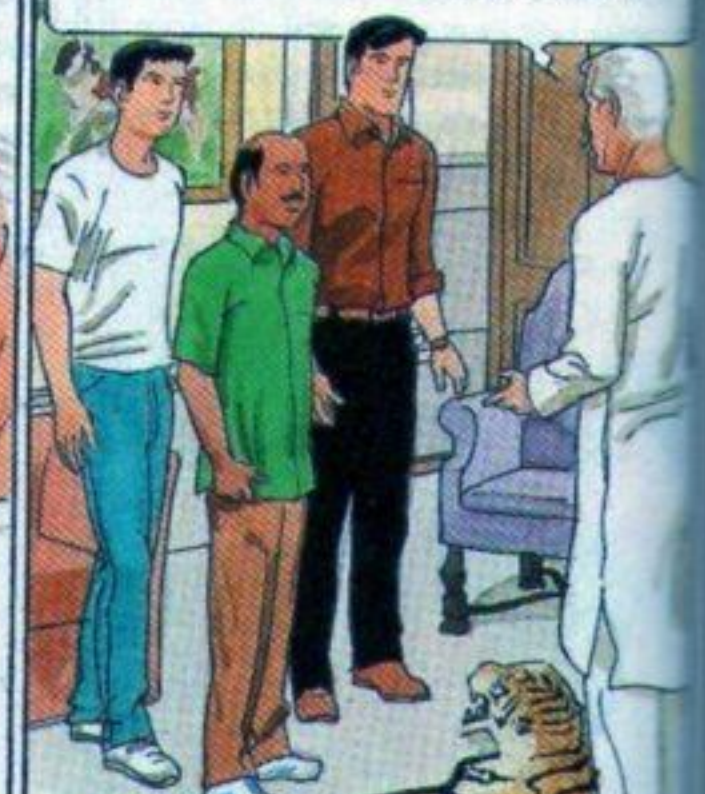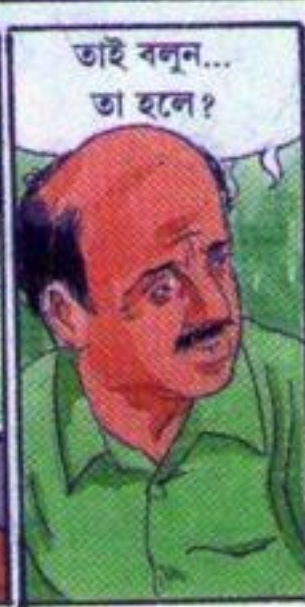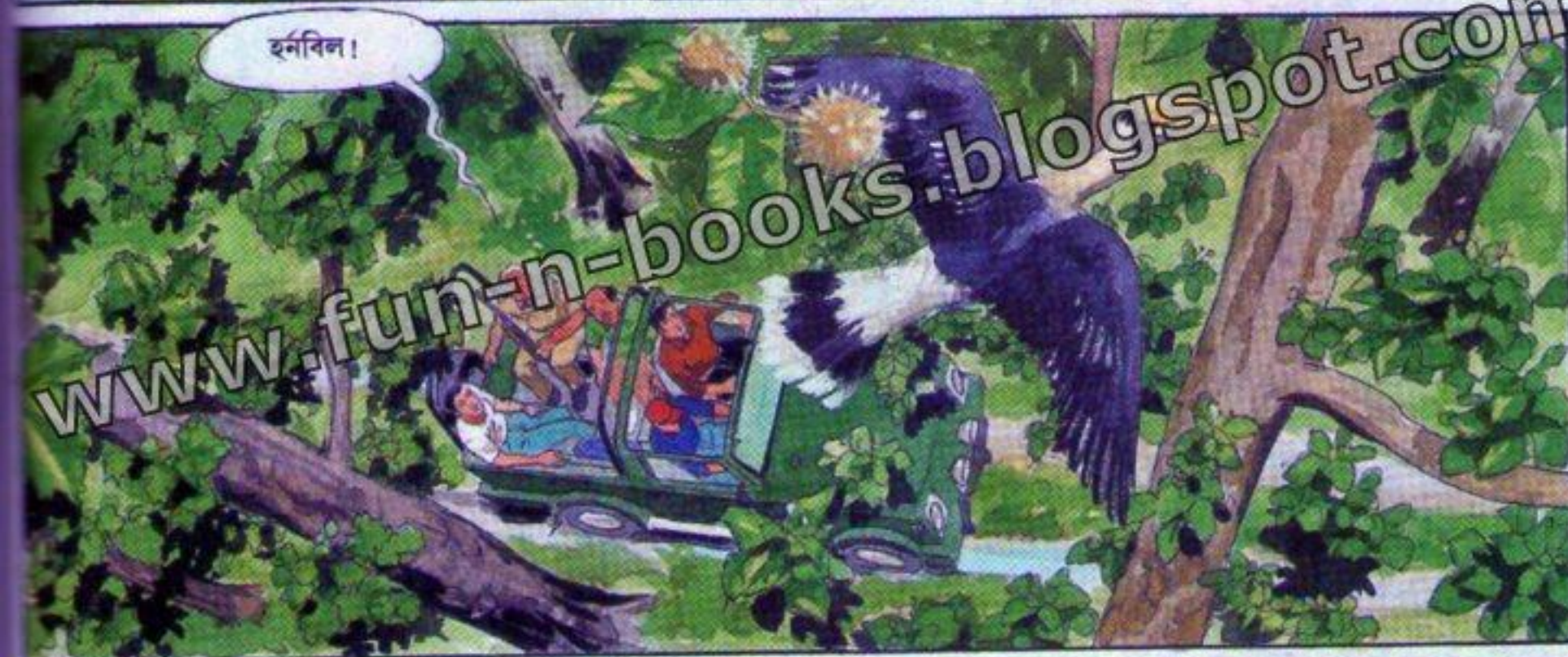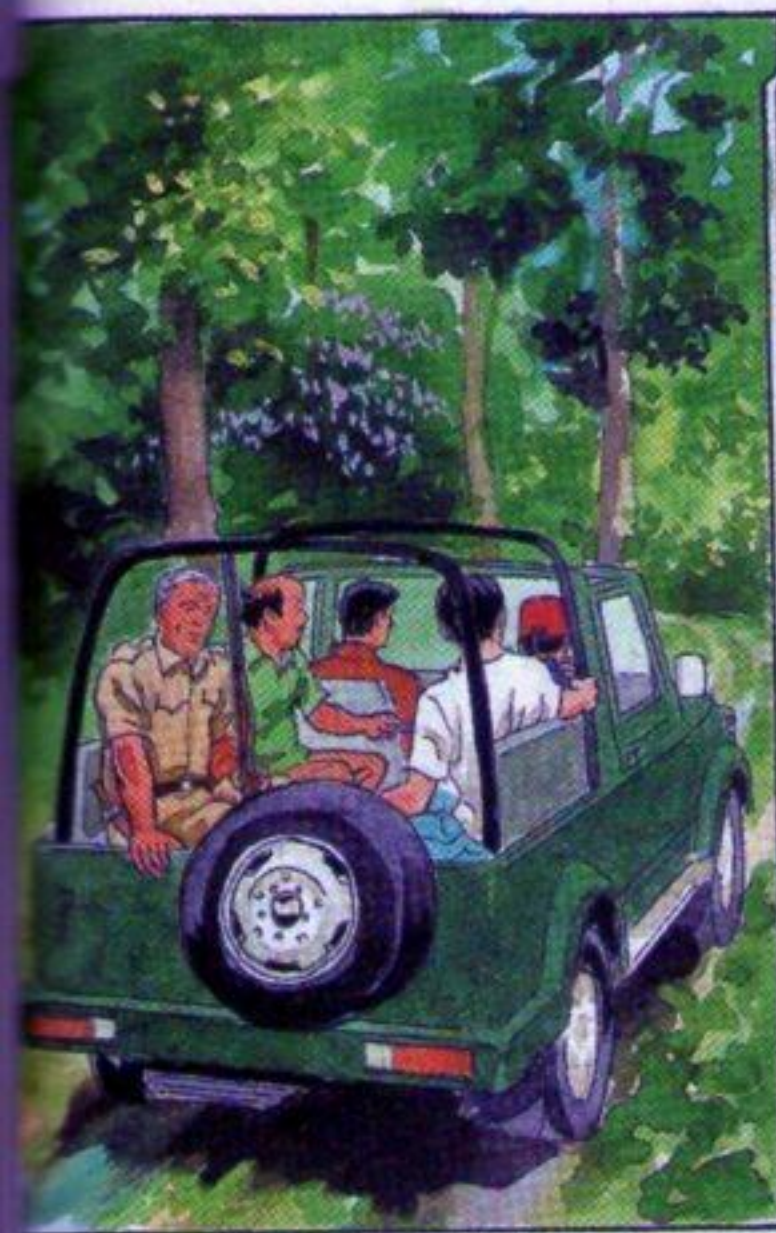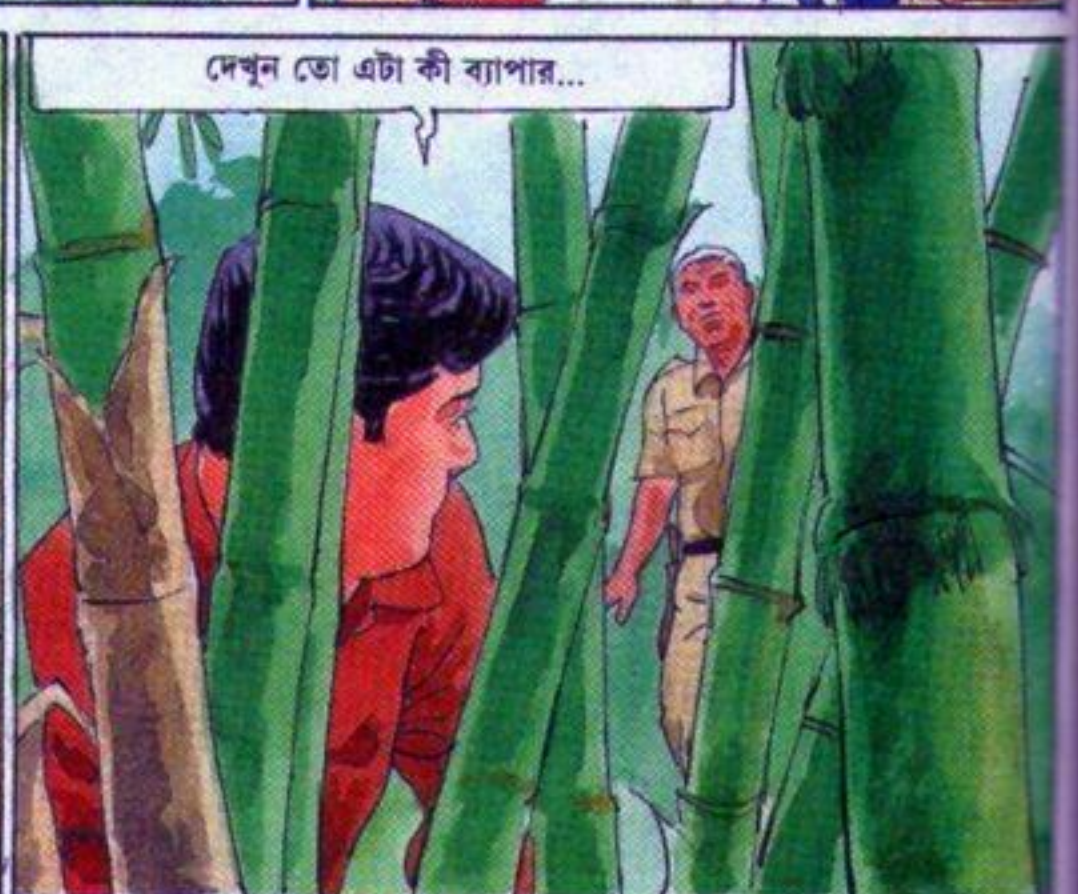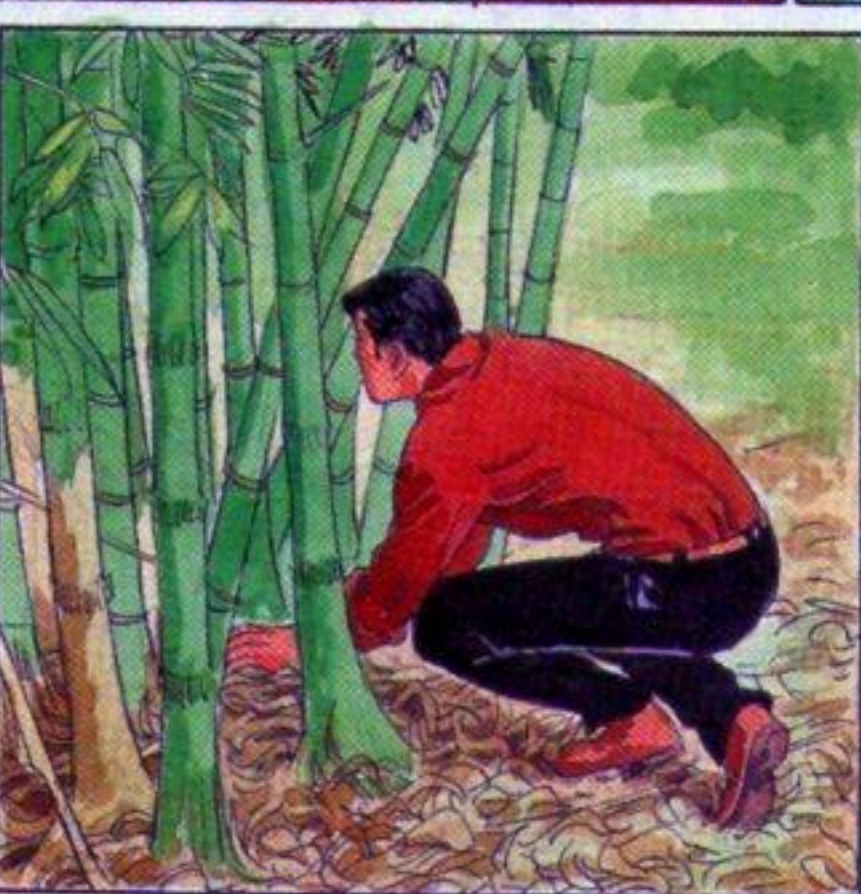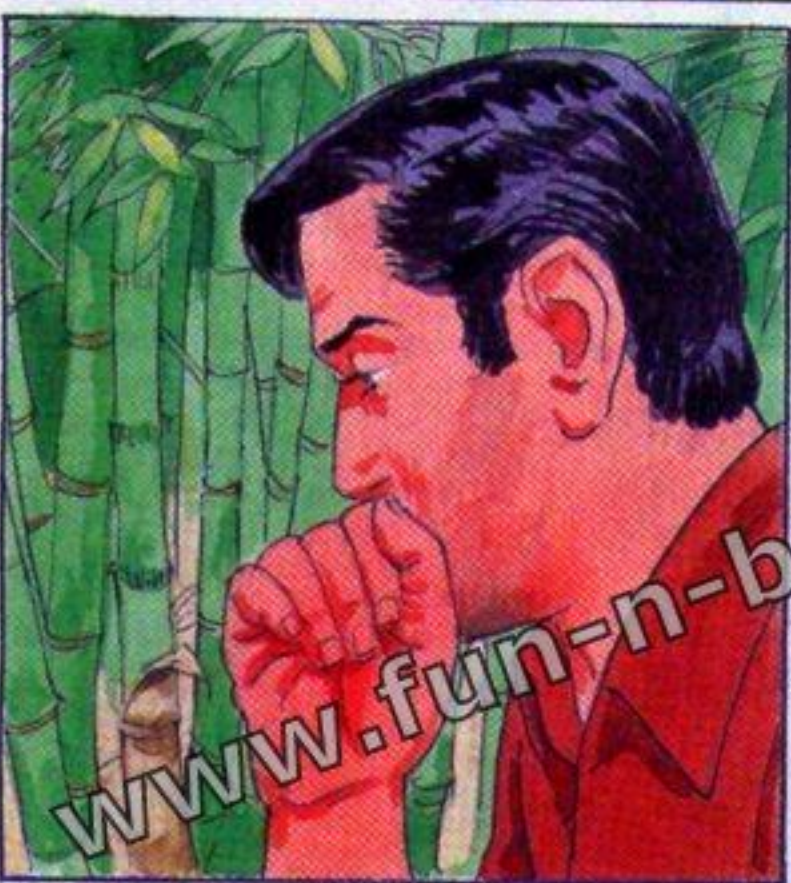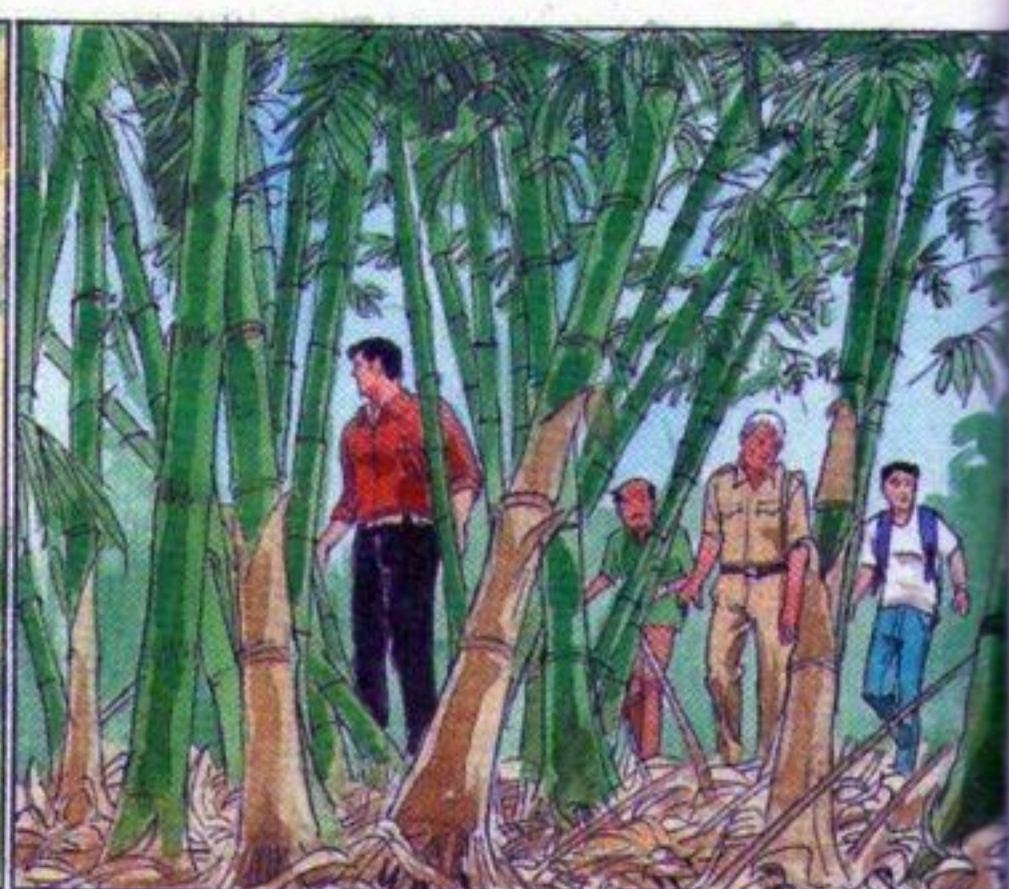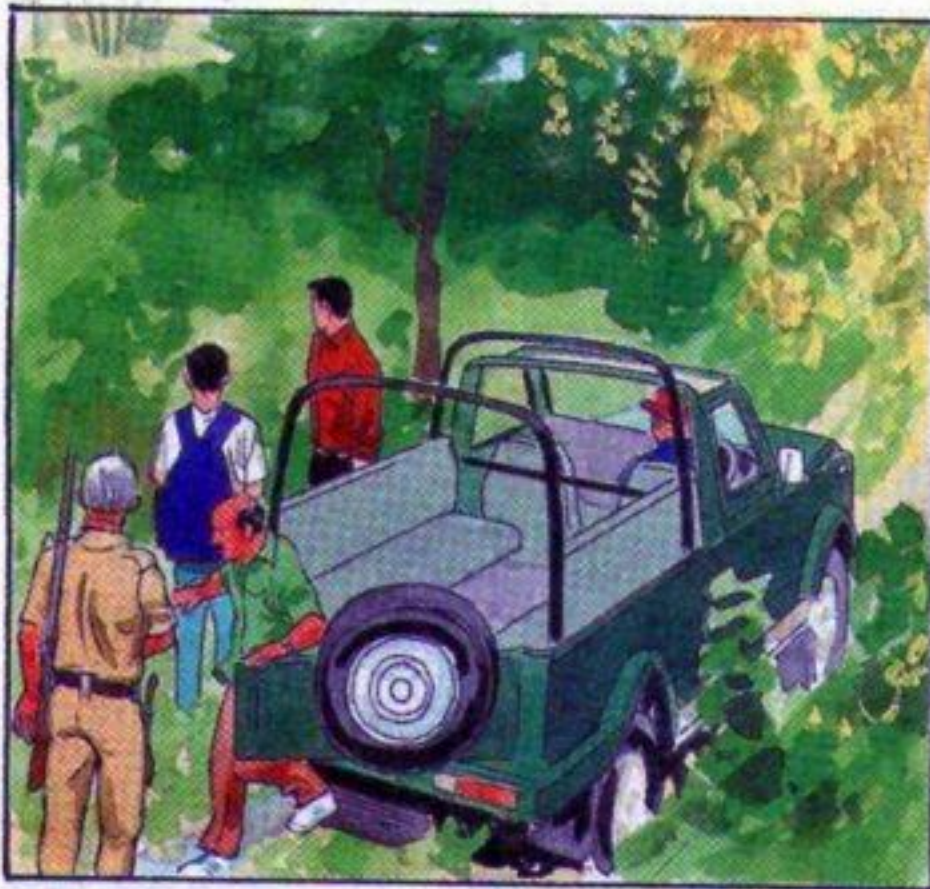
বুলেট লাগা থা।
দাগটা পুরনো কি টাটকা, বলতে পারবেন?
দিনদুয়েকের বেশি পুরনো হতেই পারে না।
ব্যাপারটা কী?
বন্দুক, তলোয়ার সব যে গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তড়িৎবাবুকে মারল তলোয়ারের খোঁচা, বাঘকে মারল গুলি। সে গুলি তো আবার বাঘের গায়ে লাগেনি। নাকি...
বাঘের লোম কী?
বাঘের লোম। গুলি বাঘের গা ঘেঁষে গিয়েছিল মনে হয়।
আর তাই কি বাঘ খানিকটা মাংস খেয়েই পালিয়েছিল?
সেই রকমই মালুম হচ্ছে।
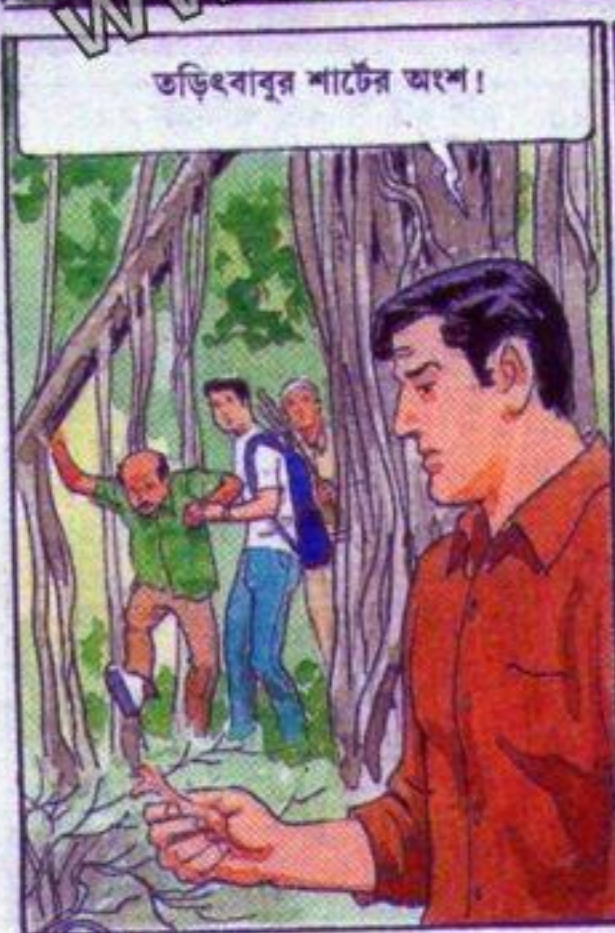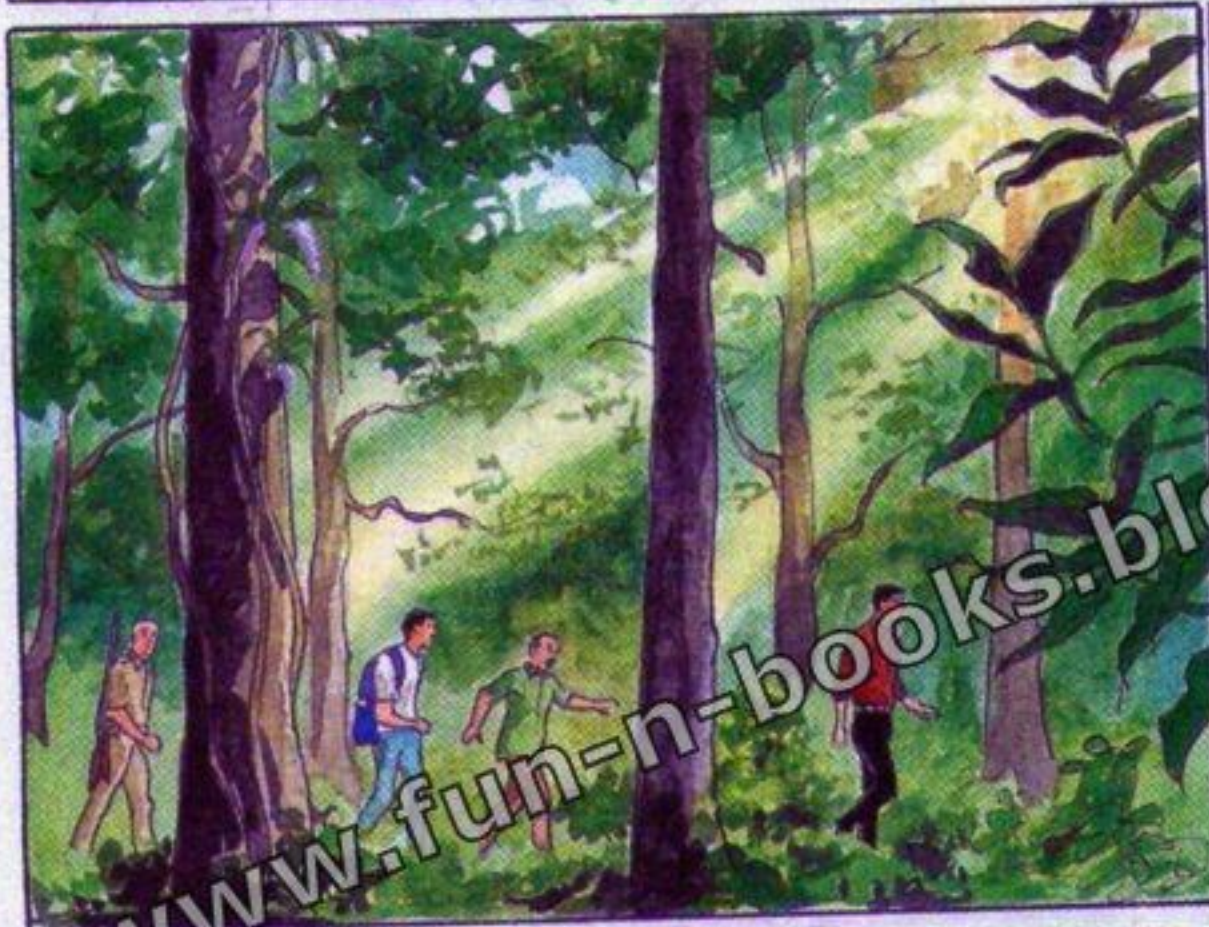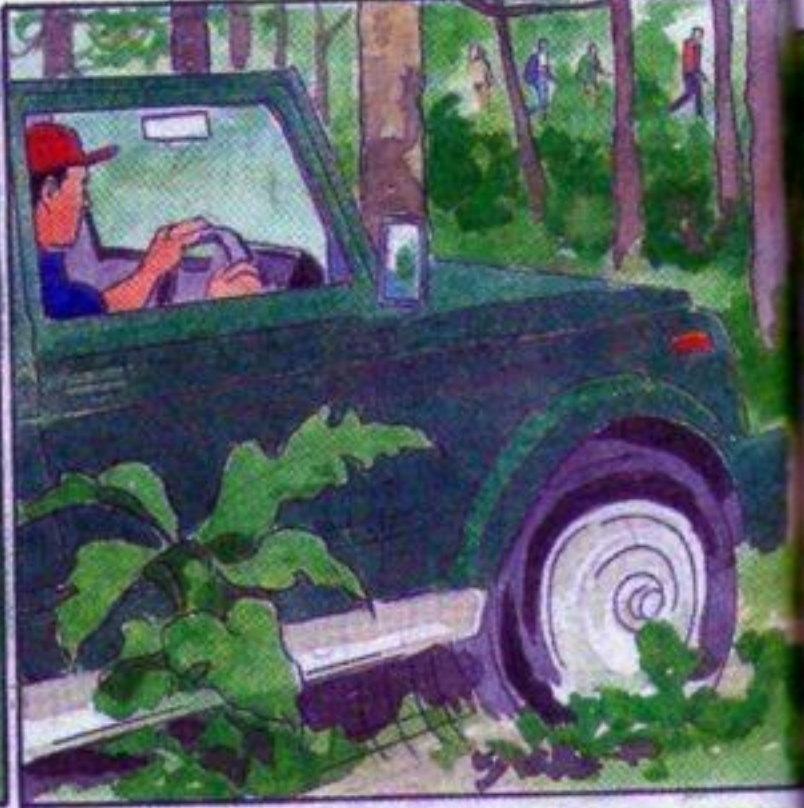
!
তড়িৎবাবুর শার্টের অংশ!
এই দিক দিয়ে বাঘ তড়িৎবাবুকে টেনে নিয়ে এসেছিল।

এ কি দু'-পেয়ে বাঘ নাকি মশাই?
সাধারণত এভাবেই বাঘ হাঁটে। সামনের পা, পিছনের পা ঠিক একই জায়গায় ফ্যালে।
এটা বেশ বড় বয়স্ক বাঘ। সামনের ডান পায়ে জখম আছে বলে মনে হয়।

আড়াই হাজার টাকা নিয়ে জঙ্গলে এসেছিলেন। নোটগুলো এখনও চলবে।
ঠিক পথেই চলেছি।
www.fun-n-books.blogspot.com
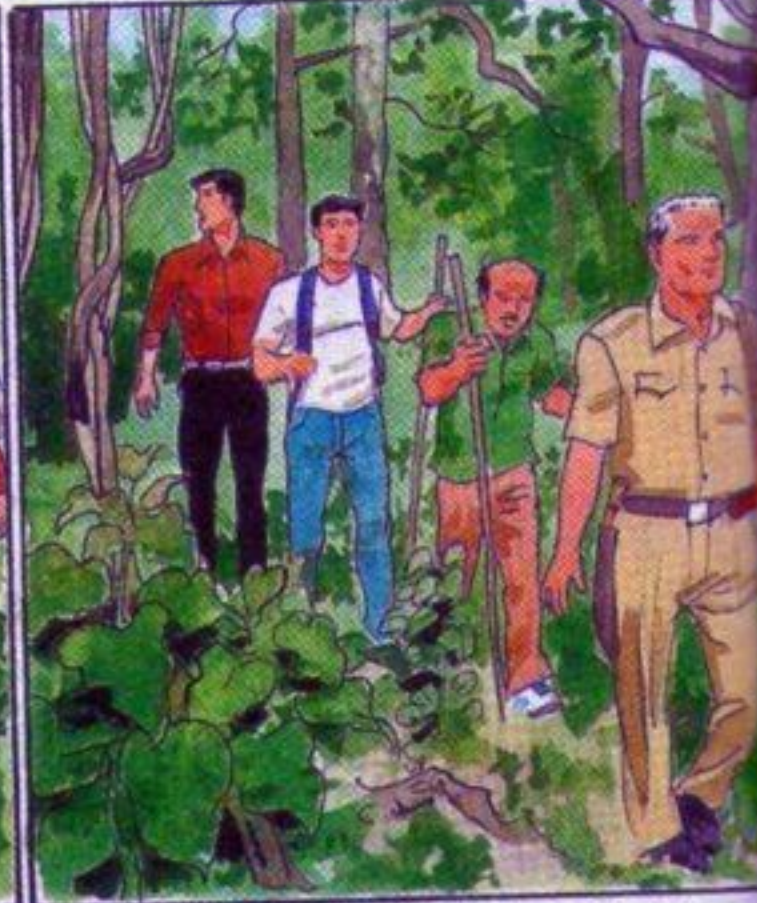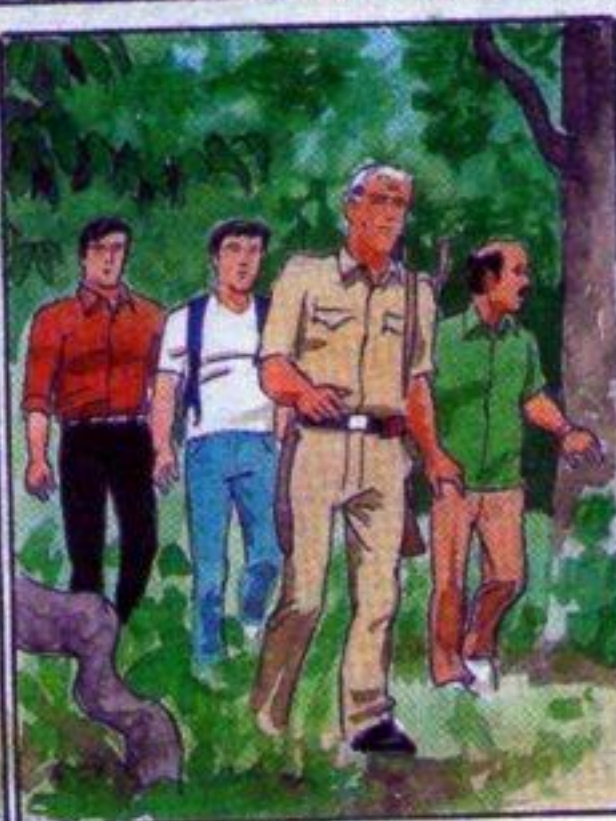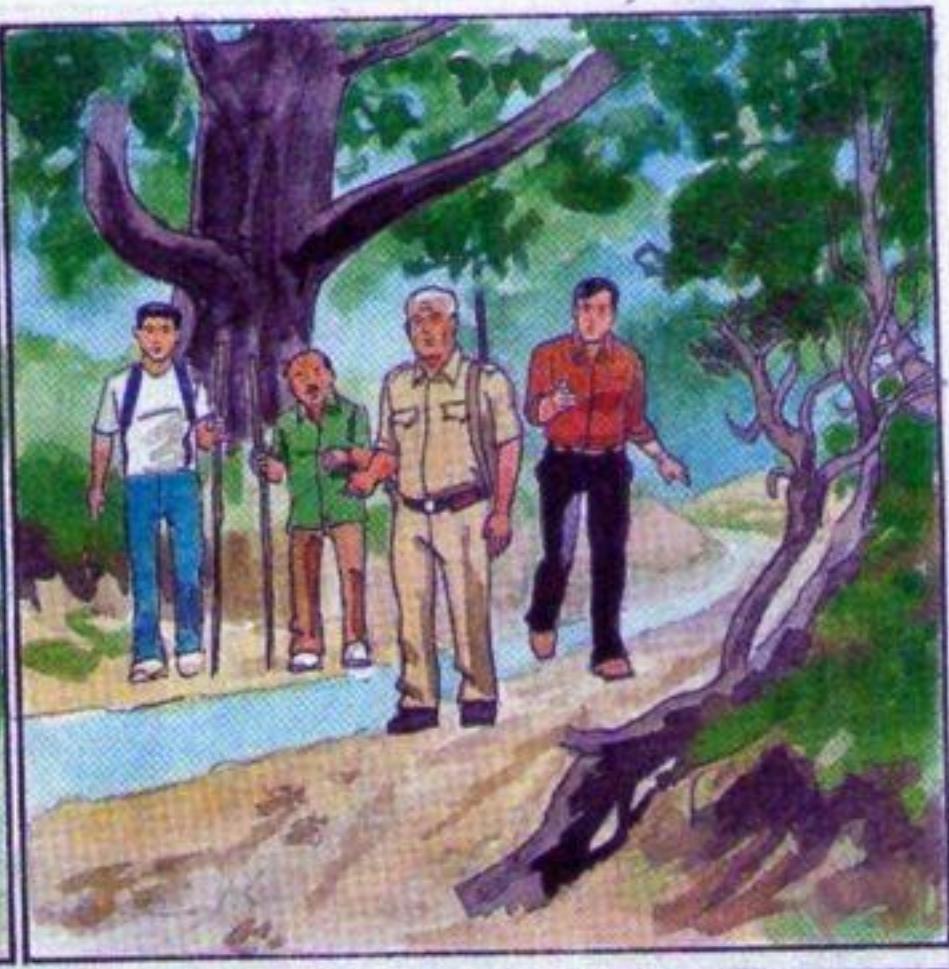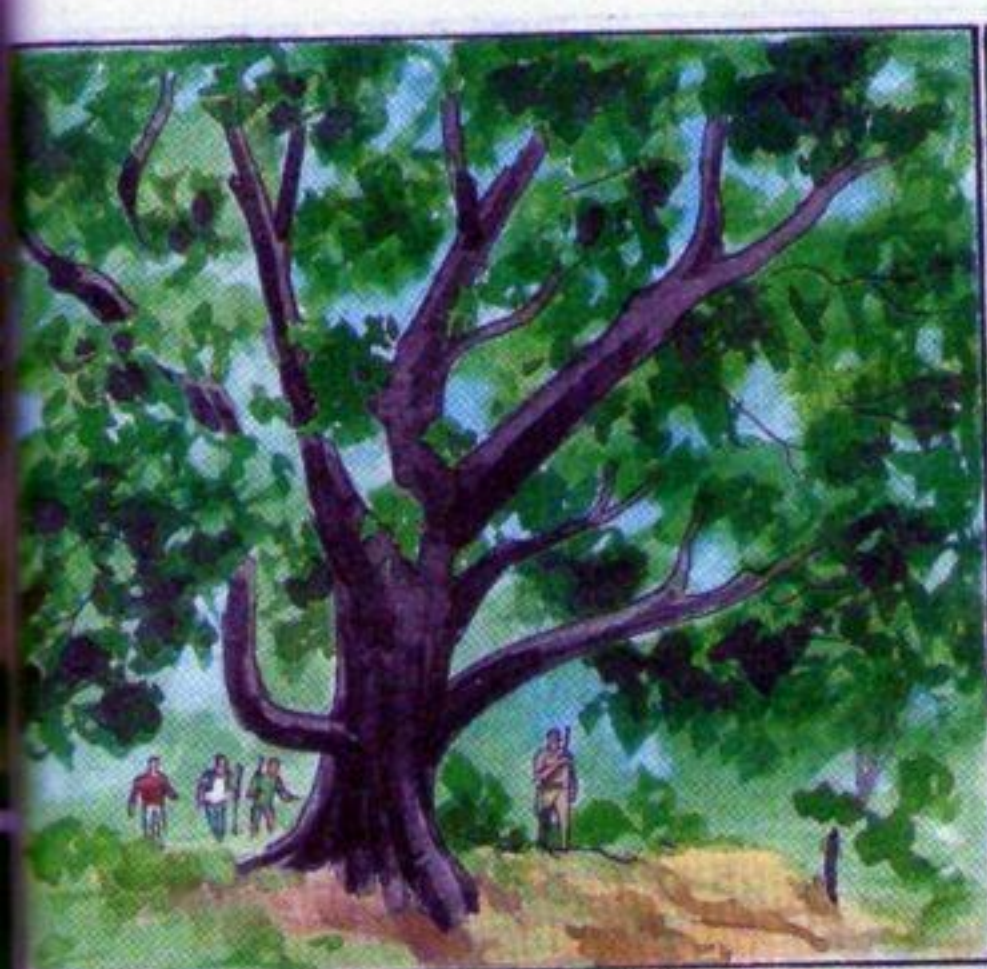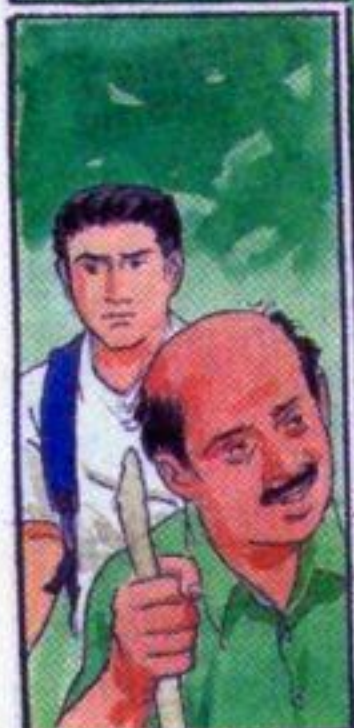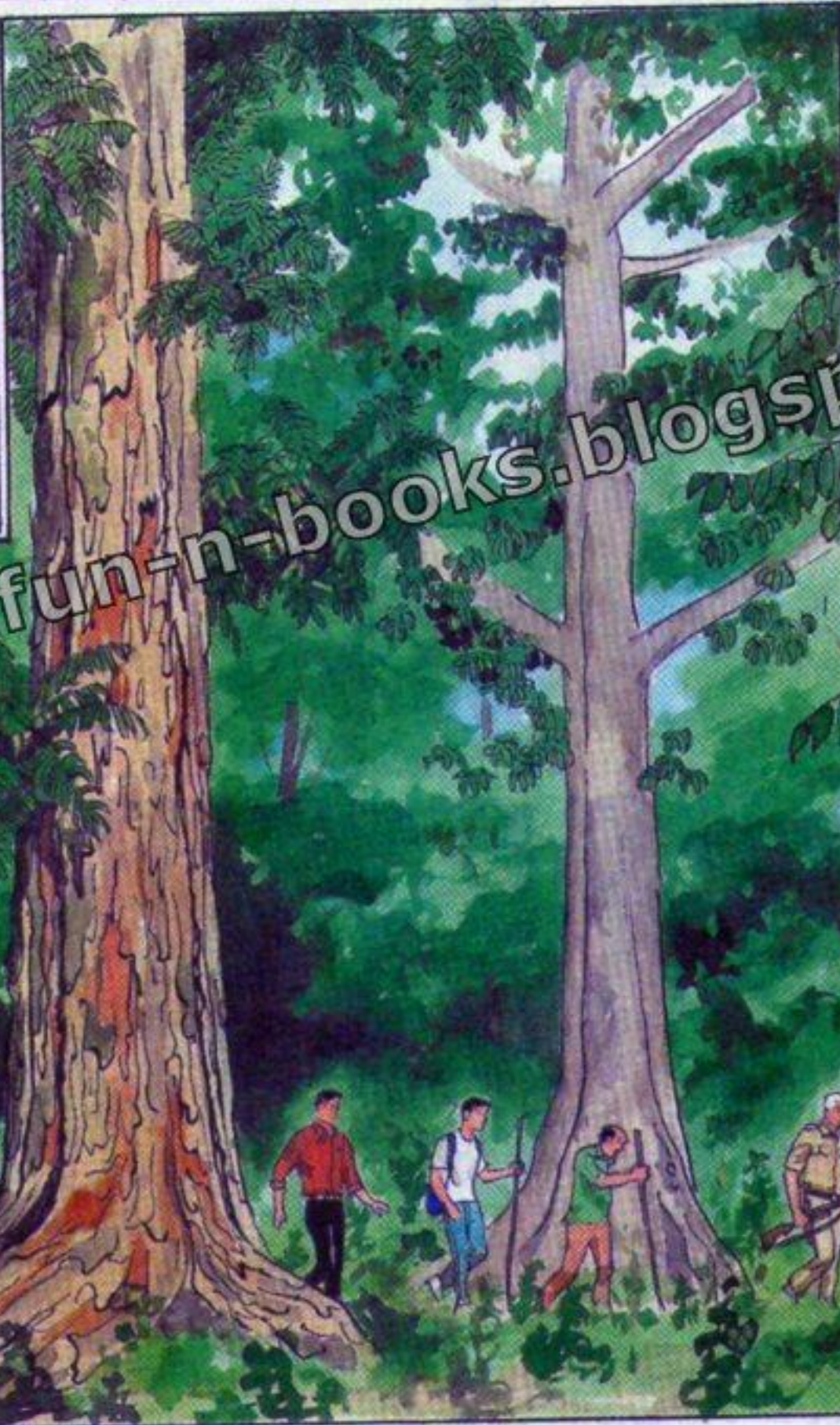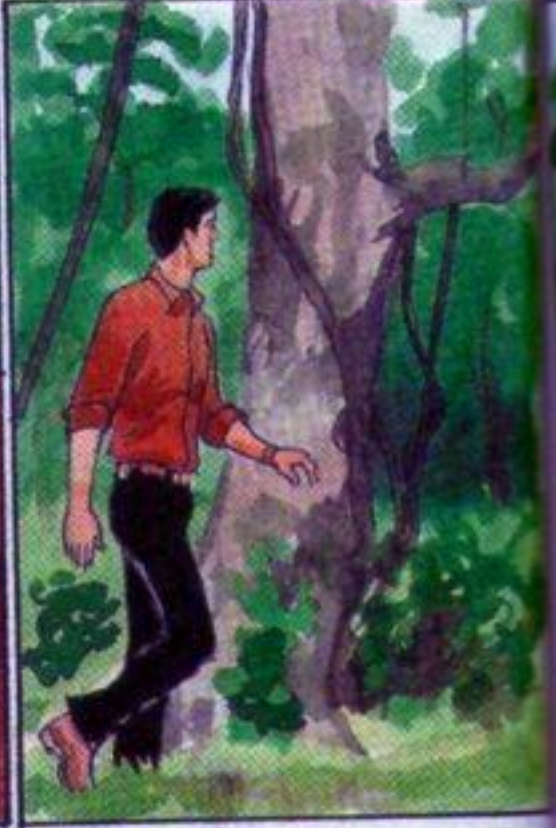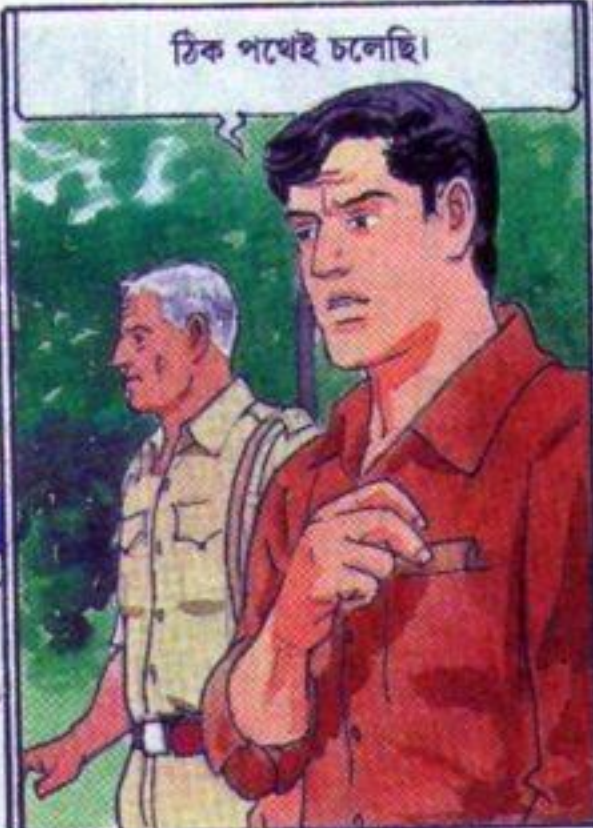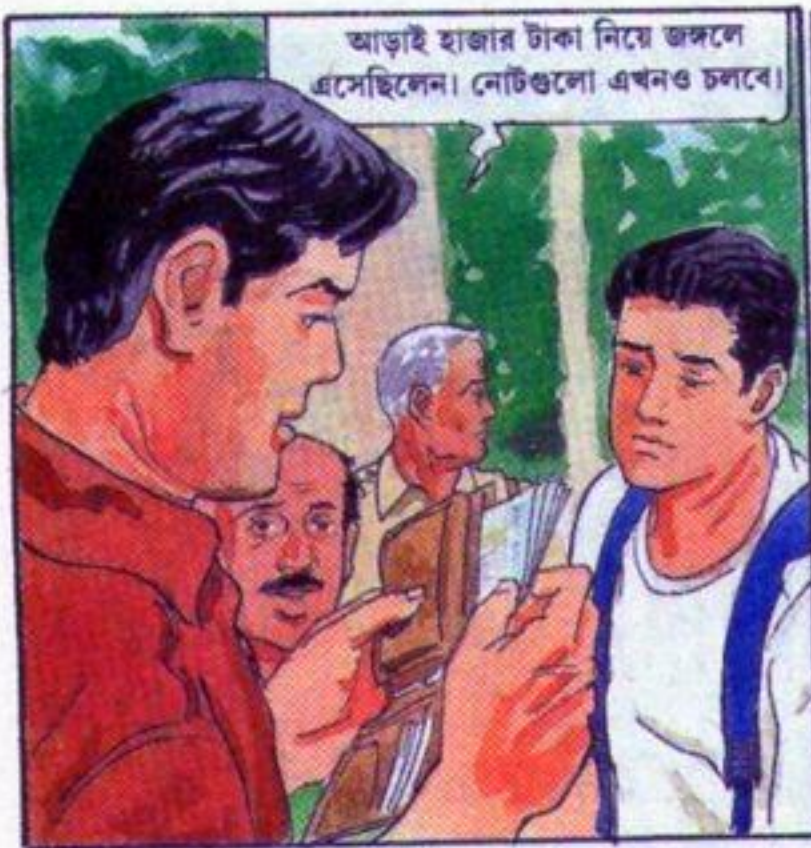
মহীতোষবাবু এ জঙ্গলে কখনও শিকার করেননি। তাই না?
কুসংস্কার অনেক শিকারিরই ছিল। জোয়ান বয়সে বাঘ মারতে যাওয়ার আগে বাবার হাতে বিছুটি লেগেছিল। সেদিনই একটা বাঘকে মেরেছিলেন। সেই থেকে শিকারে যাওয়ার আগে হাতে বিছুটি ঘষে নিতেন।

করবেট সাহেবেরও কুসংস্কার ছিল। ম্যানইটার মারতে যাওয়ার দিন সকালে একটা সাপ দেখলে মনটা খুশি হয়ে যেত।

?
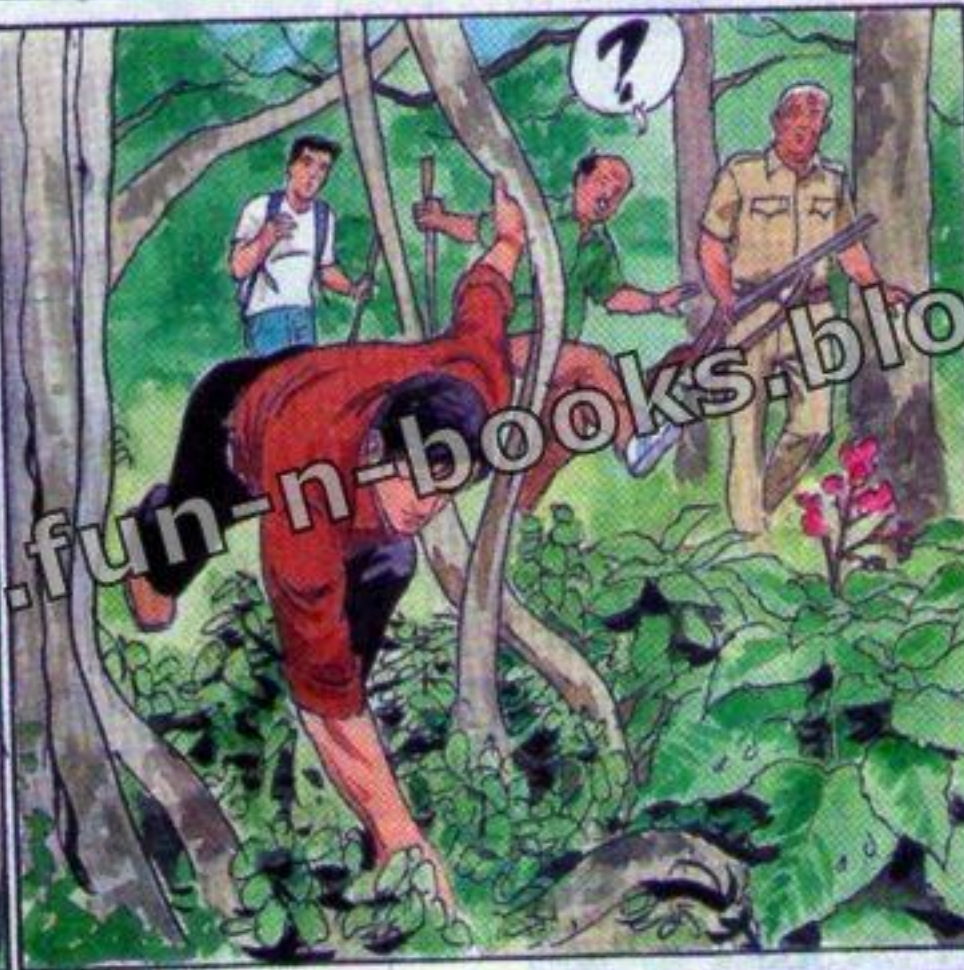
আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার! খুনের জায়গা খুব বেশি দূরে নয়।
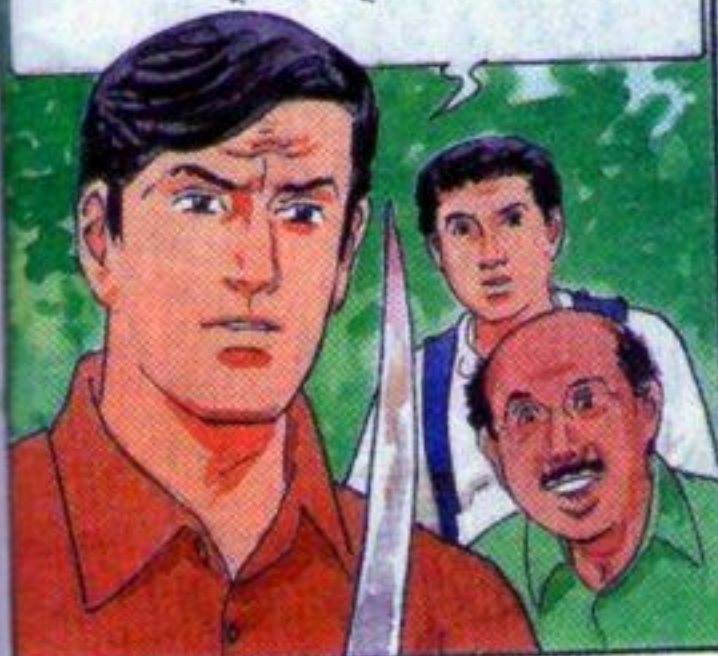
আর-একটু গেলেই তো মন্দির!
কী মন্দির?

এখানে বলে 'কাটা-ঠাকুরানি'র মন্দির।

ওই দিকটা উত্তর কি?
হ্যাঁ, ওটাই উত্তর।

হতেই হবে।
অর্জুন...জোড়া তাল
পঞ্চায় হাতই হবে।

গুপ্তধন হাওয়া?
বাঘ নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলুন না।
একটা ওয়াইল্ড বোর ওয়াটার হোলে জল খাচ্ছিল। খুব বেকায়দায় ফেলে দিল একটা বাঘ। আমরা ভাবলাম, এই বুঝি শিকার করে শুয়োরটাকে খাবে, বাঘ লাফিয়ে ঘাড় ধরতে গিয়েছে...

শুয়োরটা মাথা নিচু করে বাঘের পেট ফাঁক করে দিল। বাঘ কাঁটাঝোপের উপরে পড়ে মারা গেল।

ওই অন্ধকূপে ঢোকার সাহস ওঁরই আছে।

তাজ্জব ব্যাপার! আলো পেতে হলে যে অন্ধকা
প্রবেশ করতে হয়, তা এই প্রথম জানলাম।
কী মশাই, ডার্কনেস গন?

খানিকটা...অমাবস্যার পর প্রতিপদের চাঁদ বলতে পারেন!
তা হলে তো ষোলোকলা পুরতে এখনও অনেক দিন মশাই!

আপনি শুধু চাঁদের কথা ভাবছেন কেন? সূর্য বলেও তো একটা জিনিস আছে। রাতটা কেটে গেলেই তো দেখা পাওয়ার কথা।
কালই তার মানে ক্লাইম্যাক্স বলছেন?

আর কিছুই বলছি না,
প্রথম একটা আলো
আভাস দেখতে পা

বাবু, শশাঙ্কবাবু তো বেরিয়েছেন।
কোথায় গিয়েছেন, বলে গিয়েছেন?
কালবুনি ফরেস্ট বাংলোয় বনবিভাগের বড়কর্তা এসেছেন।
ট্রোফিরুম?
সে কী, দাদার ঘরে তালা কেন?
কেউ যখন নেই, এই ফাঁকে চোরা অনুসন্ধান চালালে বোধ হয় মন্দ হয় না।
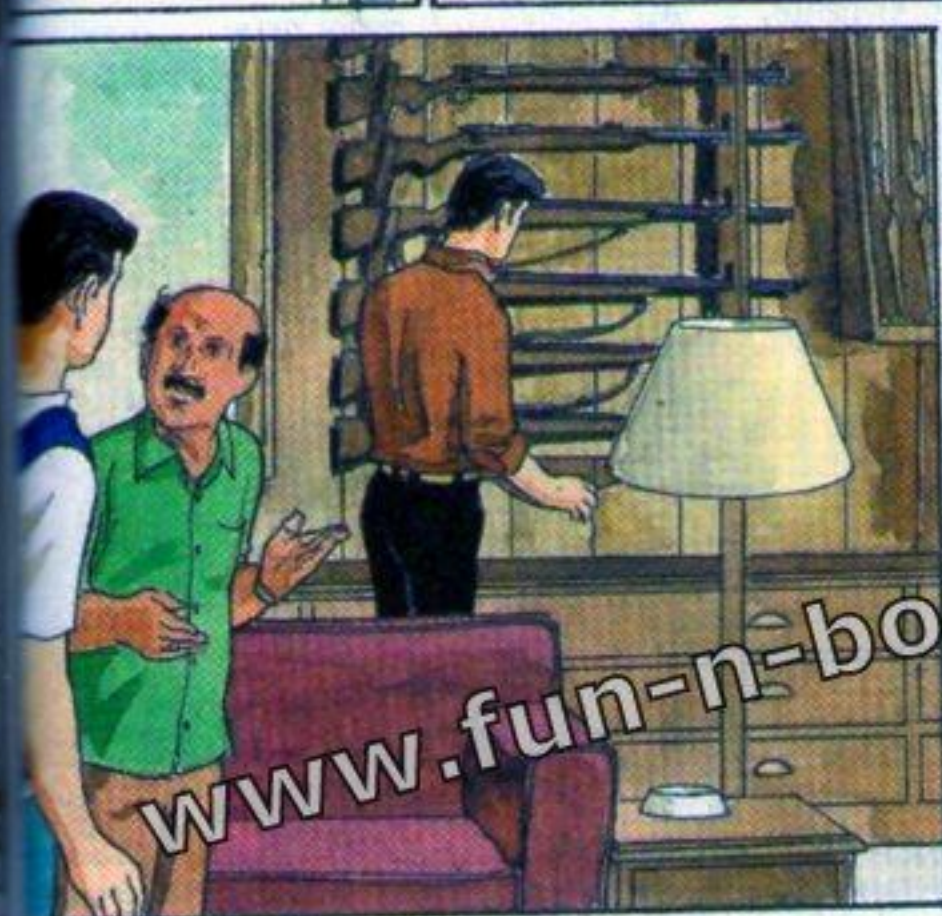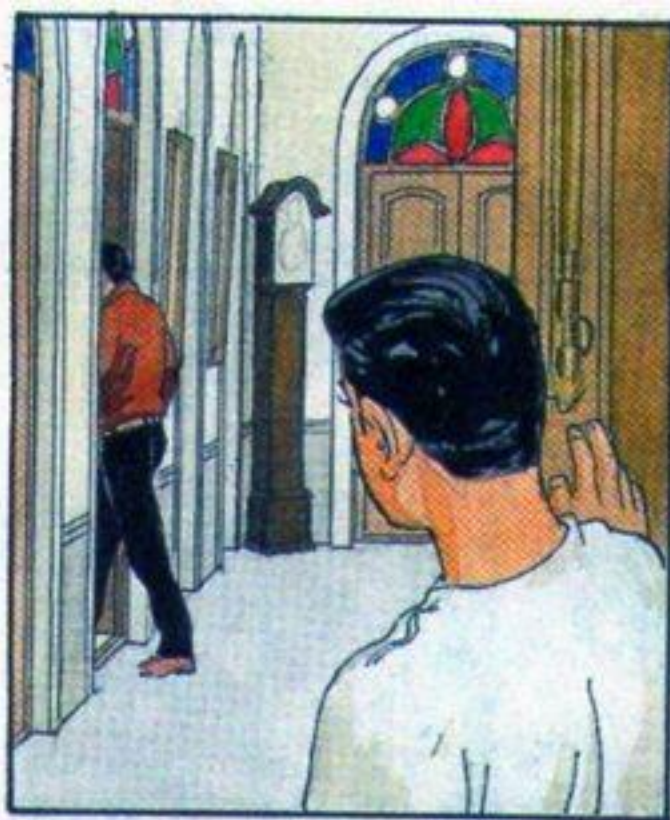
সই... ১৯৫৭... ভেরি ইন্টারেস্টিং
বাঁশের ভিতর বুলেট, রয়েল বেঙ্গলের পায়ের ছাপ, পোড়ো মন্দির, গুপ্তধন, জরাগ্রস্ত অশ্বত্থ...এখন একবারটি ম্যানইটারের মুখোমুখি পড়তে পারলেই অভিজ্ঞতা কমপ্লিট।
শেষেরটা কি সত্যি করেই চাইছেন?
কিছু পেলেন?
যা খুঁজছিলাম, তা পাইনি, আর সেটাই সিগনিফিক্যান্ট।
যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটিতে ঠেকল কেন, জানেন তো?
সেই 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'র ব্যাপার তো?
হ্যাঁ। যুধিষ্ঠির পুরোপুরি সত্যি কথা বলেননি তাই।
কিন্তু আজকের দিনে মিথ্যে বললেই যে চাকা মাটিতে ঠেকে যাবে, এমন কোনও কথা নেই। এ যুগে মানুষের দোষের শাস্তি মানুষই দিতে পারে।
মিস্টার মিত্তির, সংকেতের ব্যাপারটা যখন চুকেই গিয়েছে, তখন তো আর আপনাদের এখানে ধরে রাখার কোনও মানে হয় না।
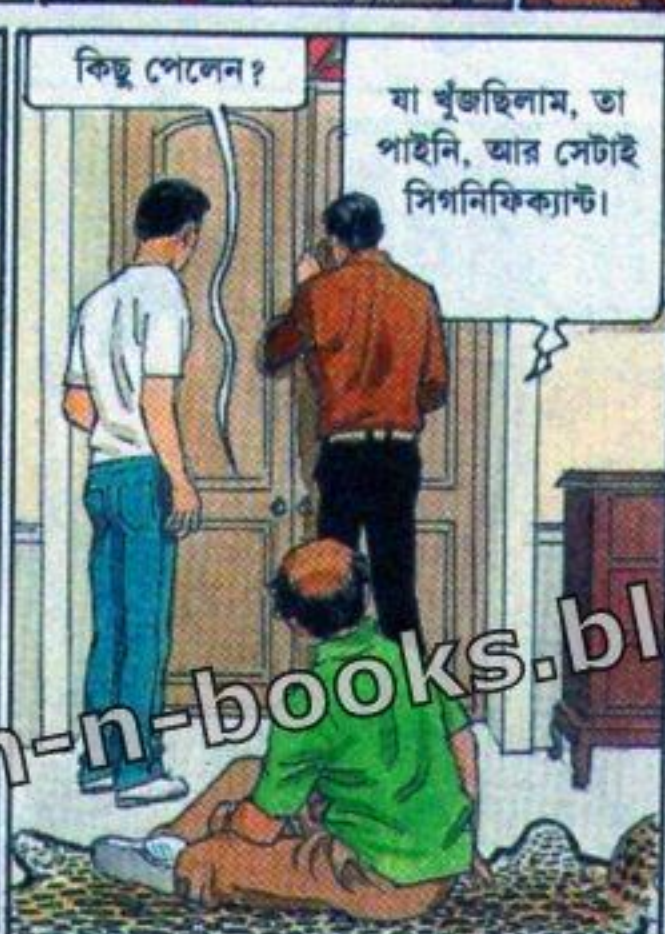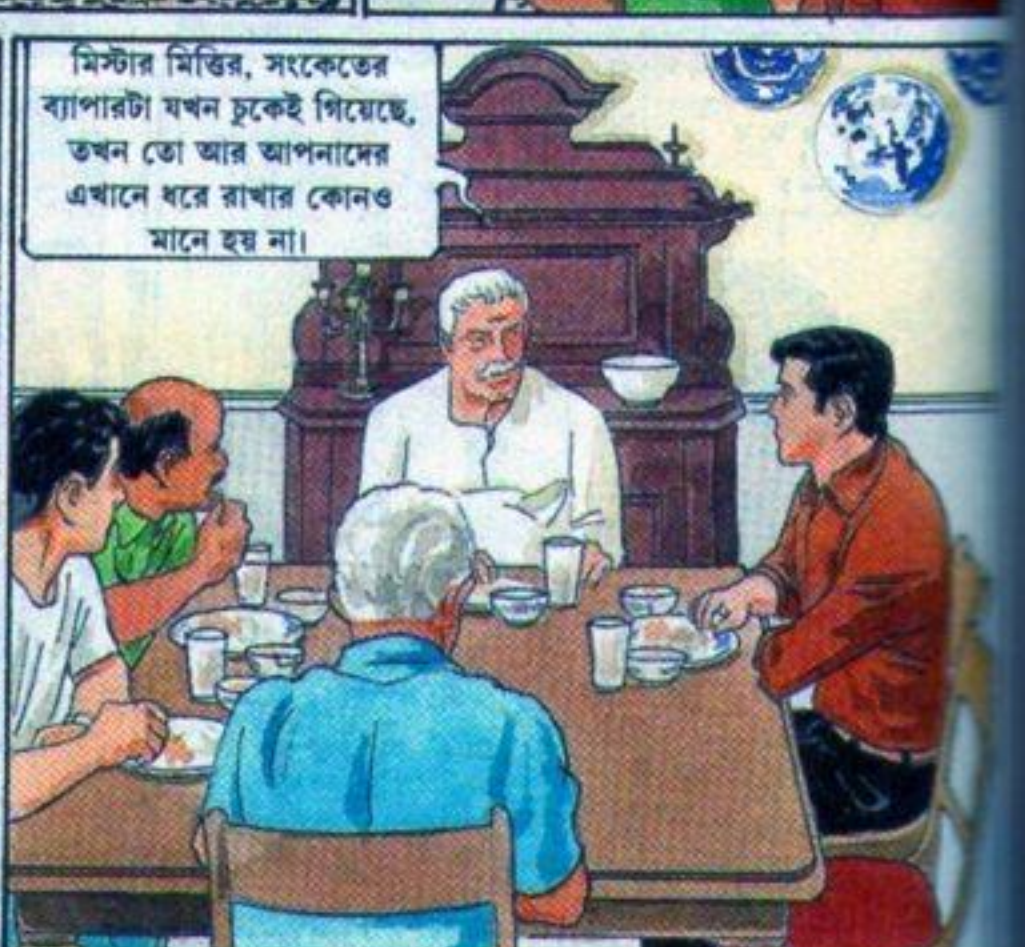
আমাদের দিক থেকেও আপনার আতিথেয়তার সুযোগ আর নেব না...তবে খুব আপত্তি না থাকলে আজকের দিনটা থেকে, কাল রওনা হতে পারি। আমি থাকতে এভাবে একজন খুন হলেন! তার একটা কিনারা না করে যেতে পারলে মনটা খুঁতখুঁত করবে।
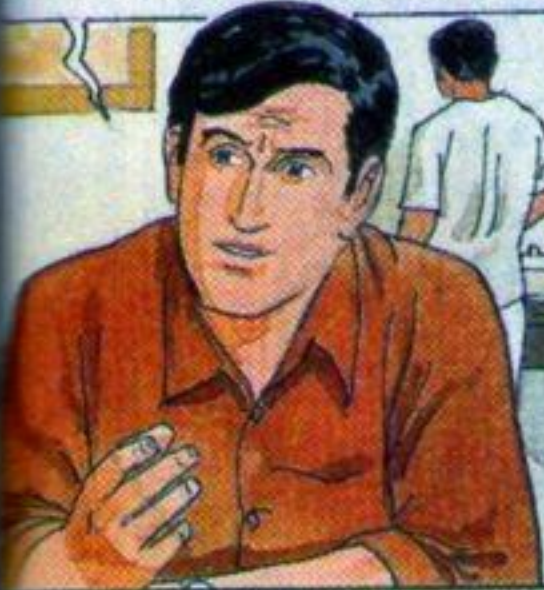
সুস্থ মস্তিষ্কে খুন করতে পারে, এমন লোক আমার বাড়িতে কেউ নেই, মিস্টার মিত্তির।
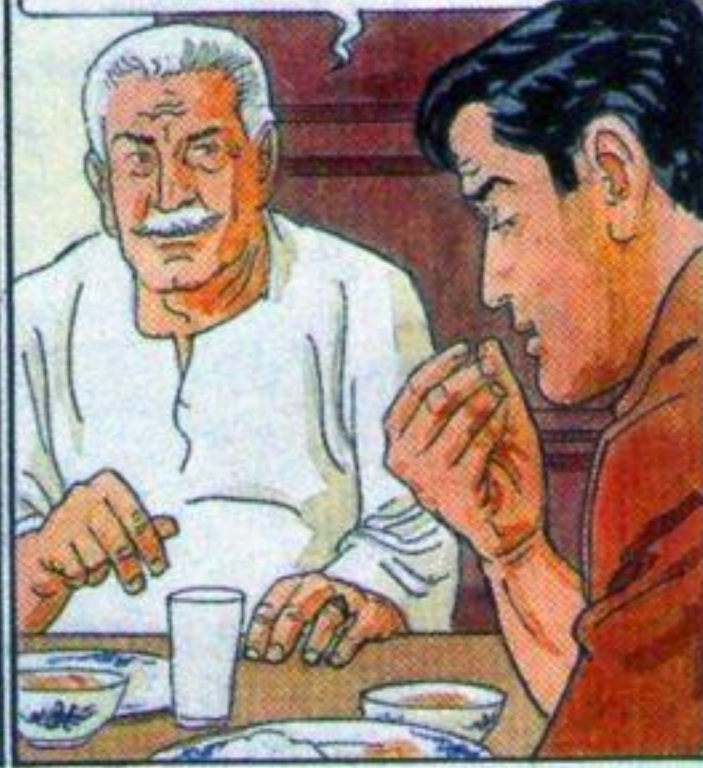
আপনার দাদাকে কি অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে? ওঁর ঘরে তালা দেখছিলাম।
দাদা ঘরেই আছেন। ওঁর একটু বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। উনি বাইরের লোককে সন্দেহের চোখে দেখেন। প্রথম দিকে তড়িৎকে কালাপাহাড় ভেবে টুঁটি টিপে ধরেছিলেন। শেষটায় মন্মথ গিয়ে কোনওমতে ছাড়ায়।

তড়িৎবাবুর খুন হওয়াটাই একমাত্র ঘটনা নয়। আপনার গুপ্তধনও কে যেন সরিয়ে ফেলেছে।

সে কী! গুপ্তধন নেই? আপনি দেখে এসেছেন?
তলোয়ারটা পাওয়া গিয়েছে, রক্তের দাগও রয়েছে। ওঁর মানিব্যাগও পেয়েছি।
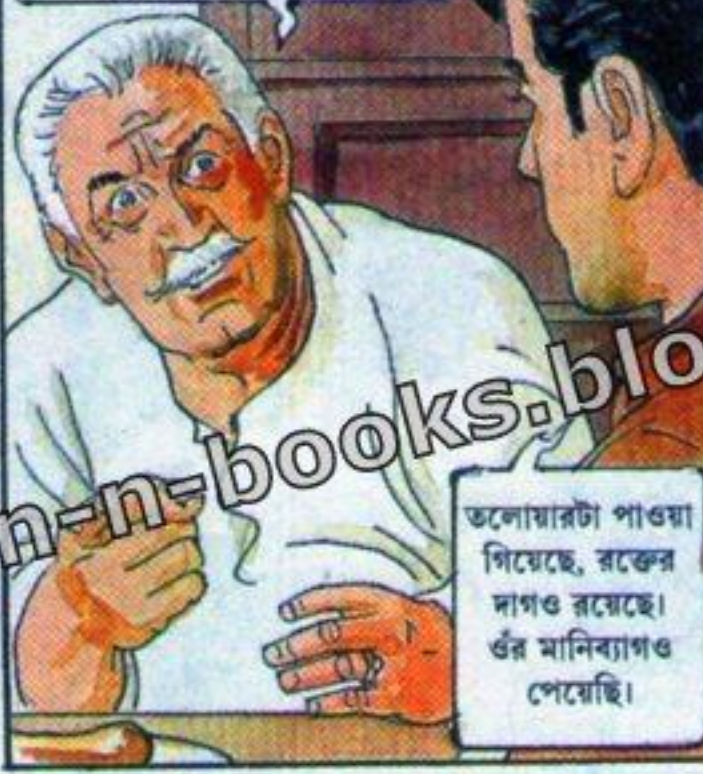
যা মনে হচ্ছে, তড়িৎবাবুকে যখন বাঘে খাচ্ছিল, তখন কেউ গুলি ছোড়ে। সম্ভবত গুলি বাঘের গা ঘেঁষে বাঁশের গুঁড়িতে লাগে। কাজেই মনে হচ্ছে, কিছু লোক সে রাত্রে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছিল।
পোচার?

শিকারের বিরুদ্ধে আইন পাশ হওয়ার পরেও এরা লুকিয়ে শিকার করে। তড়িৎকে যে-ই খুন করে থাকুক, তাকে বাঘে ধরার পরই কোনও পোচার গুলি করেছিল।
সেটা অবিশ্যি অসম্ভব নয়। কিন্তু দু'টো রহস্য রয়ে যাচ্ছে।

দু'টো নয়, একটা, গুপ্তধন। ওটা না পেলে সিংহরায় বংশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওটা পেতেই হবে।
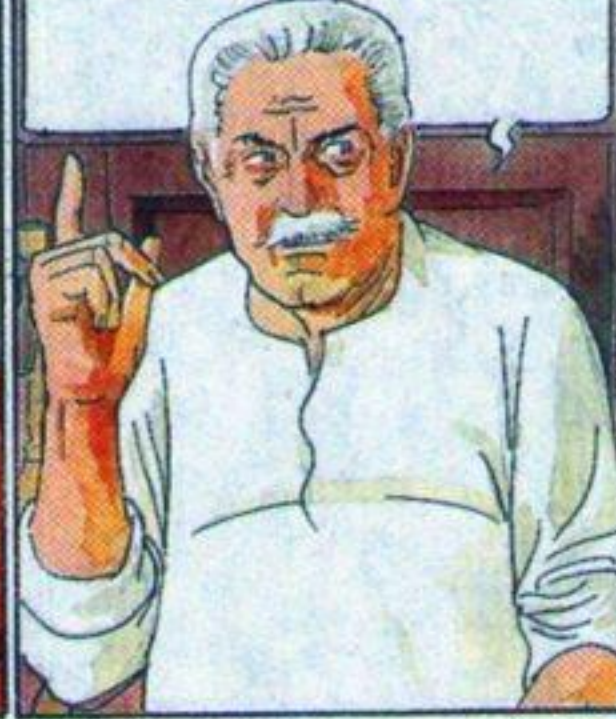
তা হলে এক কাজ করুন না। আমরা চলুন, সকলে বিকেলে আর-একটিবার ওখানে যাই। জায়গাটা হল কাটা-ঠাকুরানির মন্দিরের পাশে।

টং!
টং!
টং!
টং!
ঠিক যেন পালিশ করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে!
টং!
টং!
টং!
সরু টর্চ!
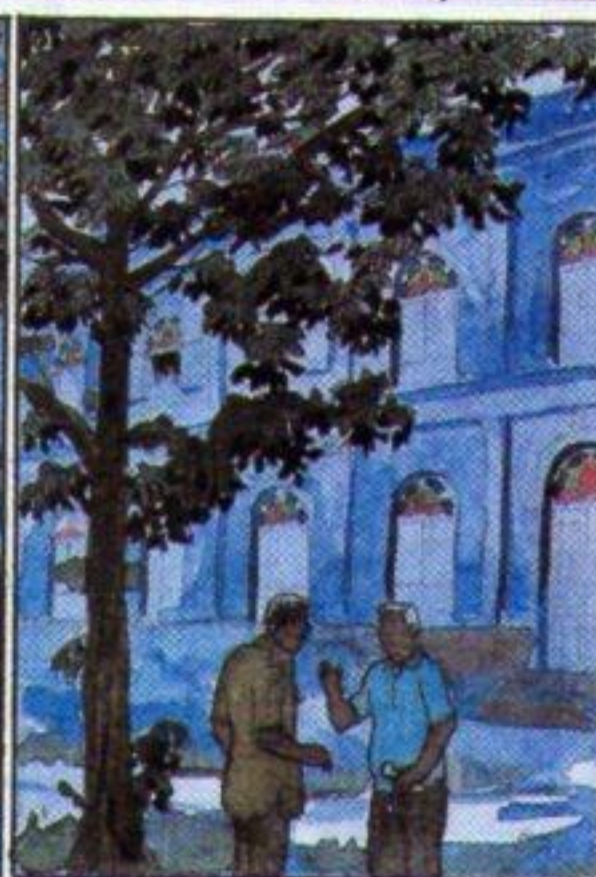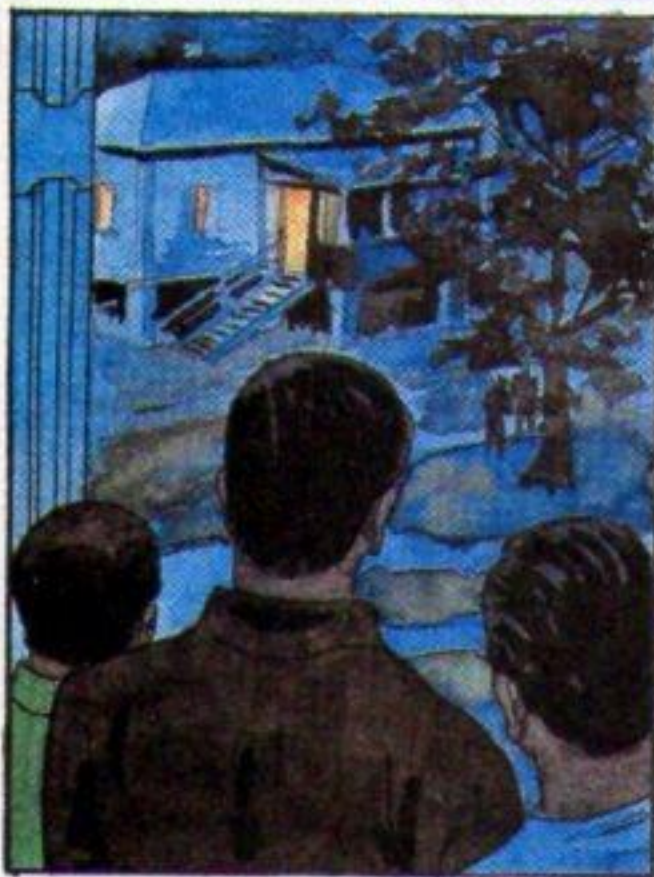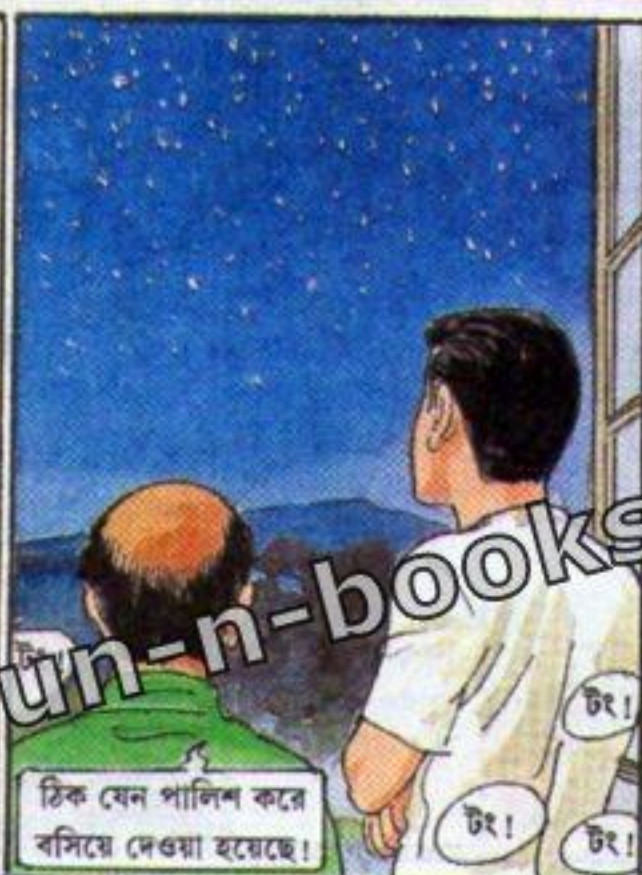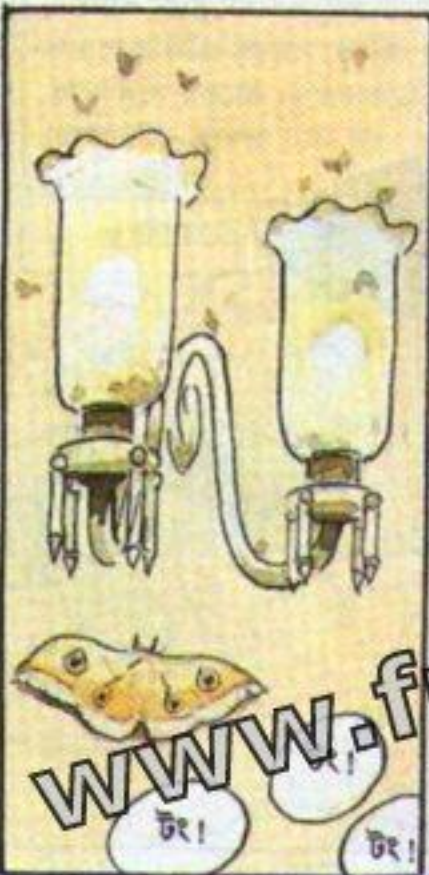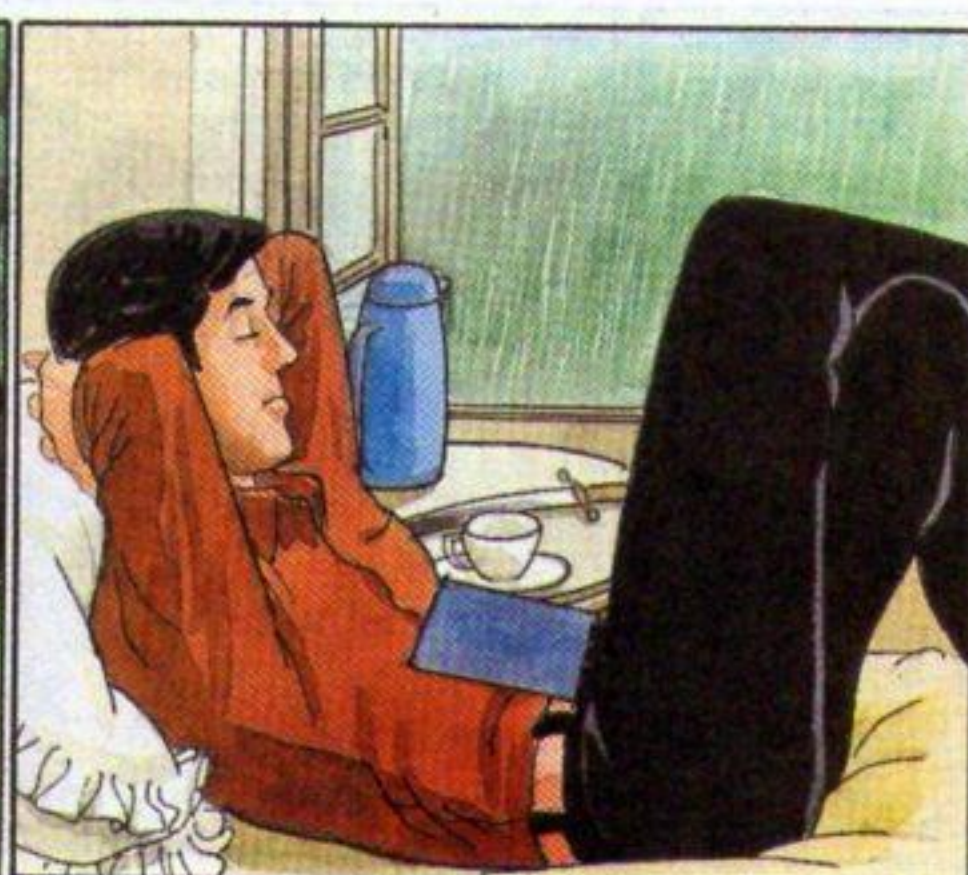
আমি একটু আসছি।

শশাঙ্কবাবু, একটা কথা ছিল। চলুন, একবার কালবুনি ফরেস্ট গেস্ট হাউস থেকে ঘুরে আসি।

পারমিশনটা এসে গিয়েছে ঠিকই। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে মিঃ মিত্তির।

গঁ-র-র-র-র!
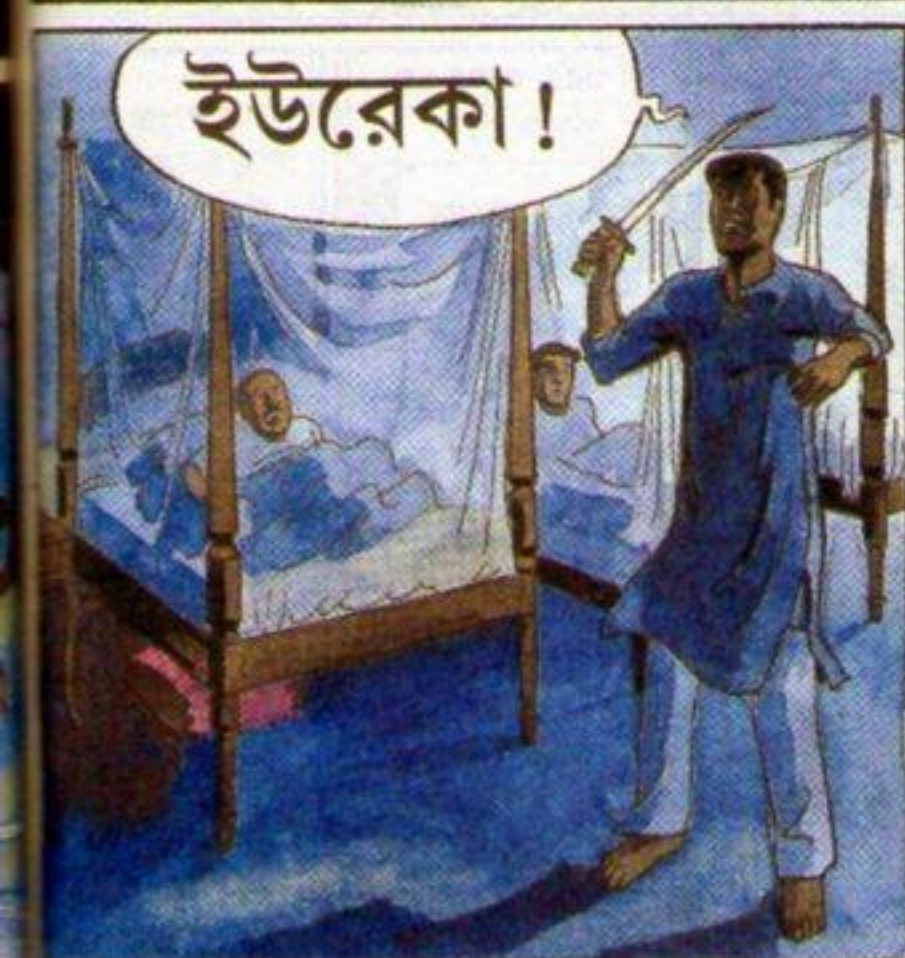
আচ্ছা, তড়িৎবাবু লোক কেমন ছিলেন?
চমৎকার। অত্যন্ত বুদ্ধিমান। অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির যুবক ছিল।
আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।
বলুন।
আজ কী ঘটবে, তা জানি না। যাই ঘটুক না কেন, এই বিশেষ জায়গার জমিদার পরিবারটি সম্বন্ধে যা জেনে গেলেন, যদি গোপন রাখতে পারেন, তা হলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব। যে-কোনও বংশের মতো এ বংশের ইতিহাসেও অনেক অপ্রিয় তথ্য লুকিয়ে আছে, সেটা বলাই বাহুল্য।
আমরা তিনদিন ধরে মহীতোষবাবুর আতিথেয়তা ভোগ করেছি। এ পরিবার সম্পর্কে বদনাম রটবে, এটা কখনও হতে পারে না।
দেবতোষবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। এ ব্যাপারে কিছু...
আমার বিশ্বাস, আজকের দিনটা ফুরোবার আগে আপনিই বুঝতে পারবেন।
www.fun-n-books.blogspot.com
পুলিশ কি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে?
উহুঁ।
কেন? সন্দেহটা দেবতোষবাবুর উপর পড়ছে?
মহীতোষ চায় না পুলিশ তাকে কোনওরকম বিব্রত করে।
কিন্তু উনি তো অভিযুক্ত হবেন না।
ব্যাপারটা প্রচার হয়ে পড়বে তো।
সিংহরায় বংশের মর্যাদা রক্ষা?
ধরুন, যদি তাই হয়।
সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আমরা সাড়ে সাতটায় বেরোচ্ছি।
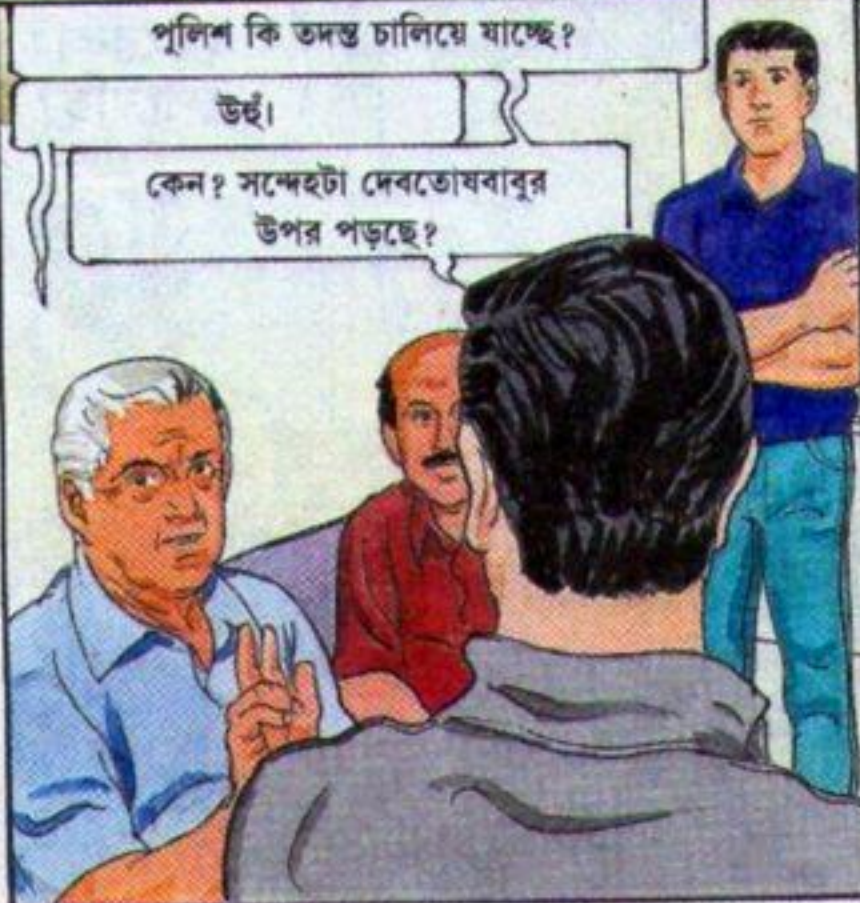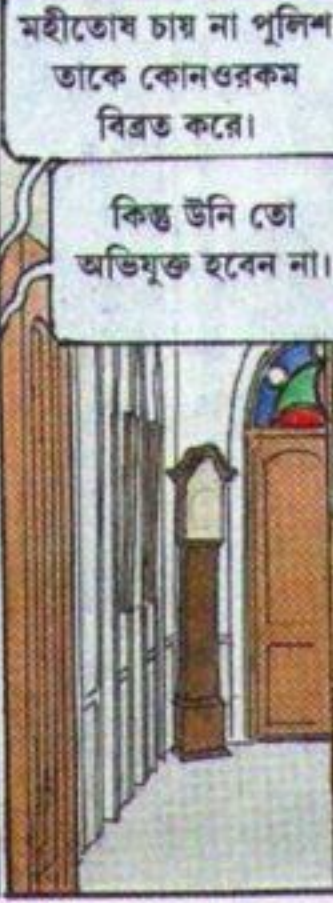
এতদিন শুধু গোয়েন্দা হিসেবে দেখে এসেছি। এ এক নতুন অবতার!

আপনারও তো এক নতুন ভূমিকা...
হাতছাড়া করবেন না। ওটার বিশেষ ভূমিকা আছে।

এদিক দিয়ে...
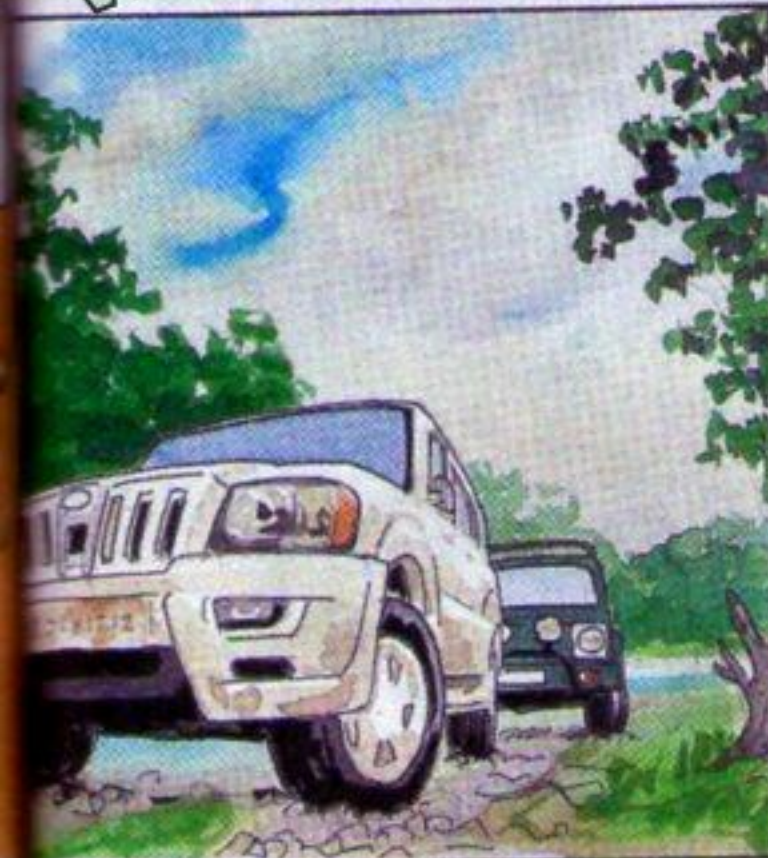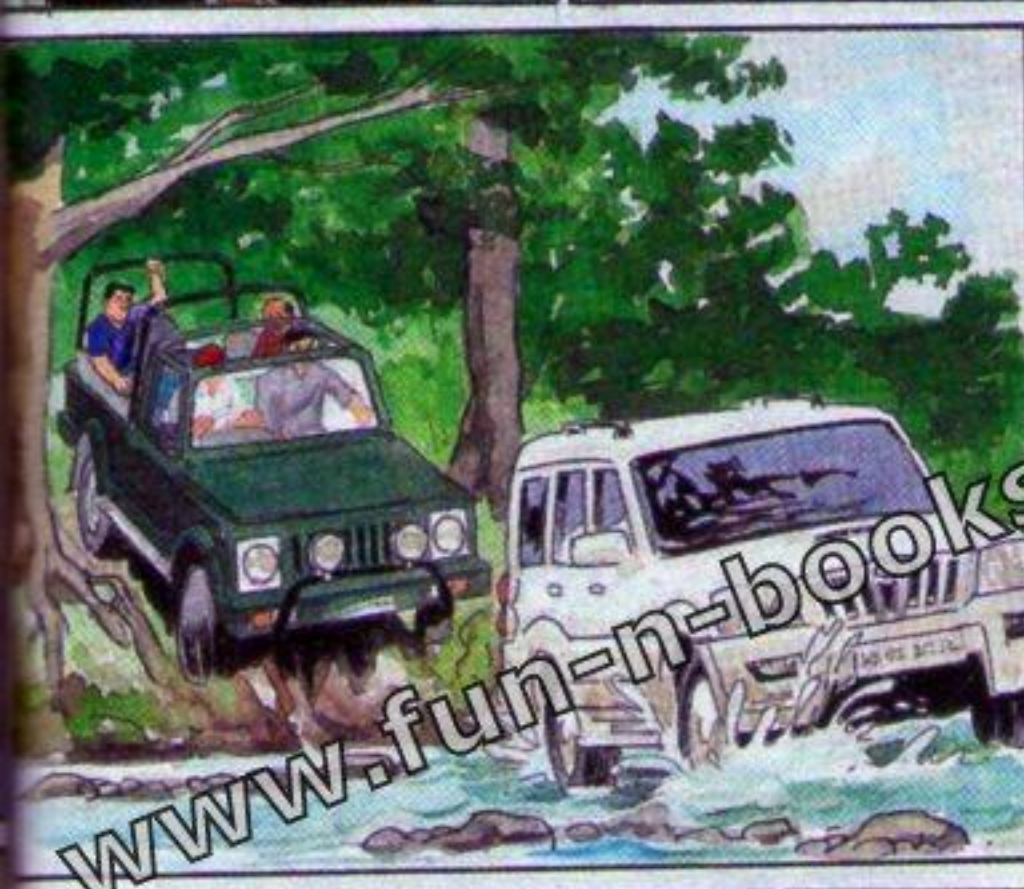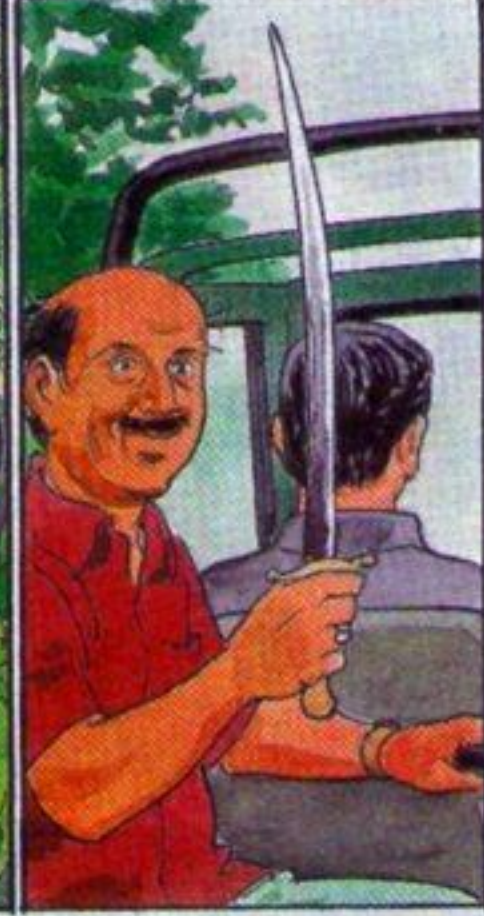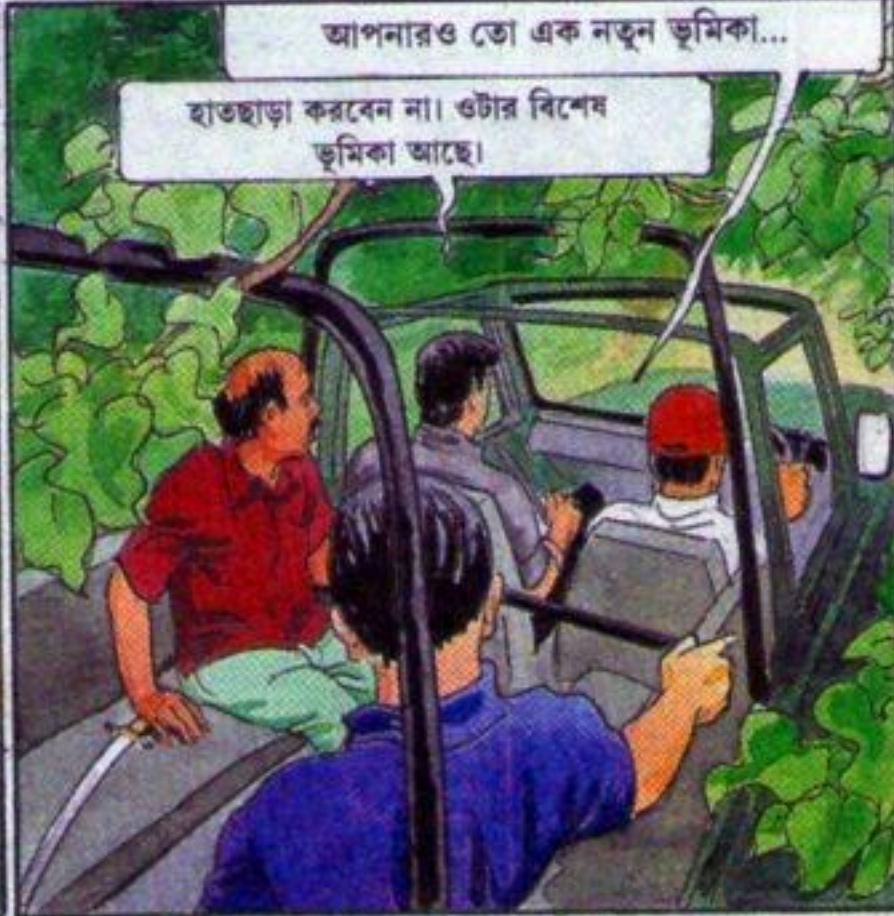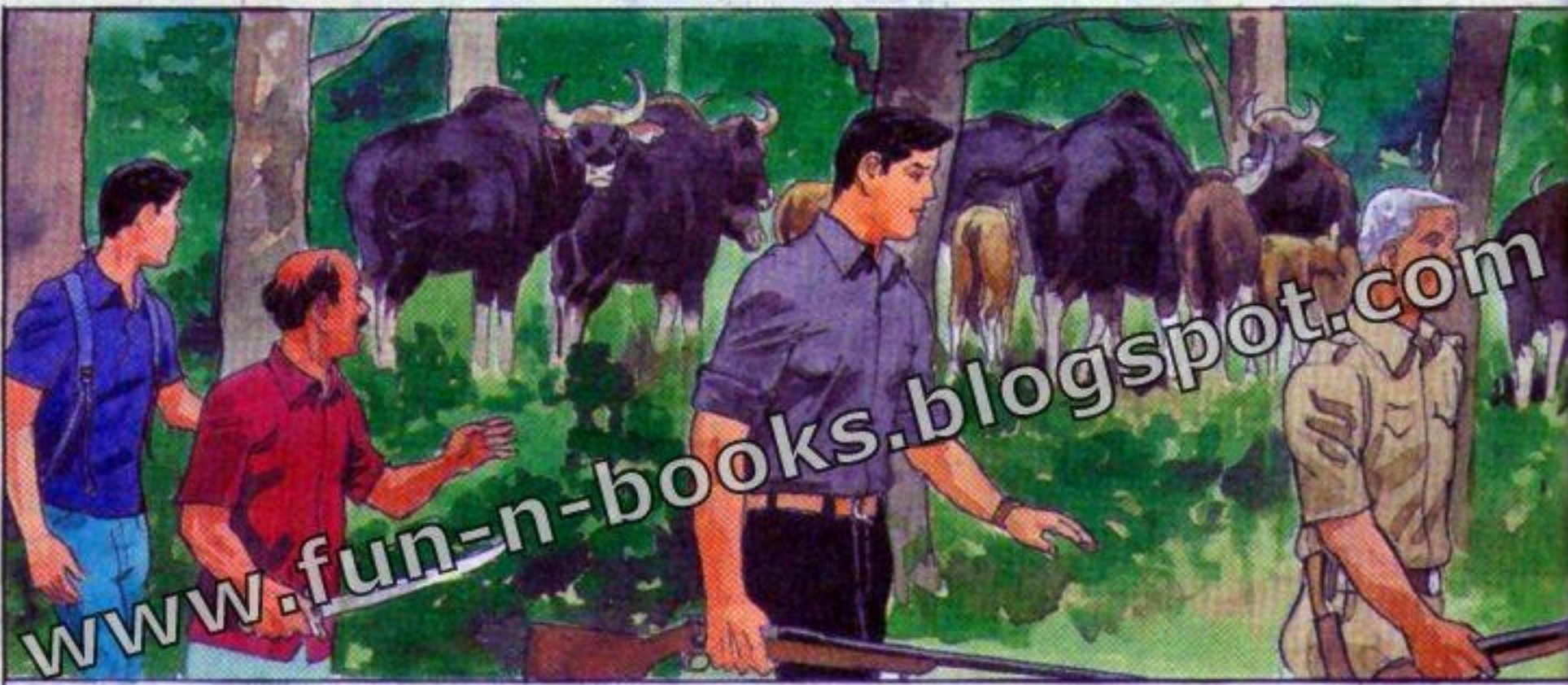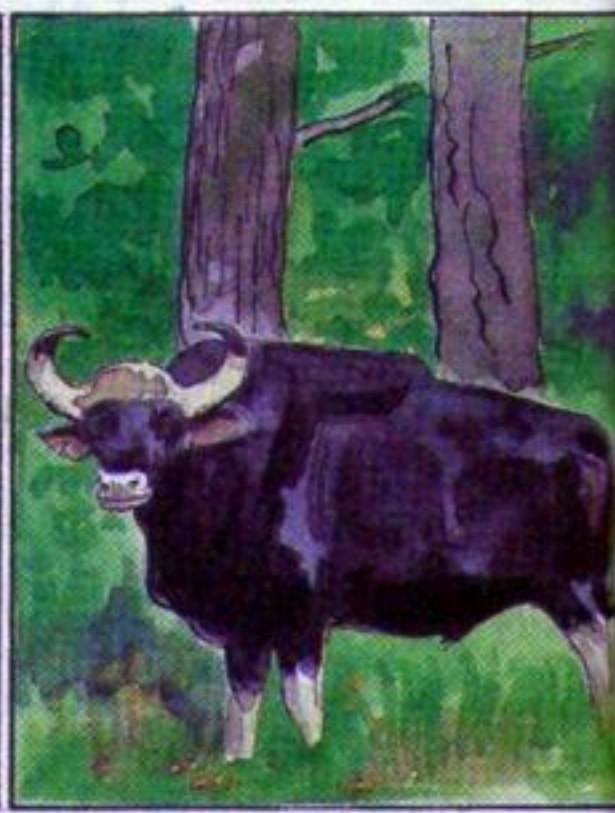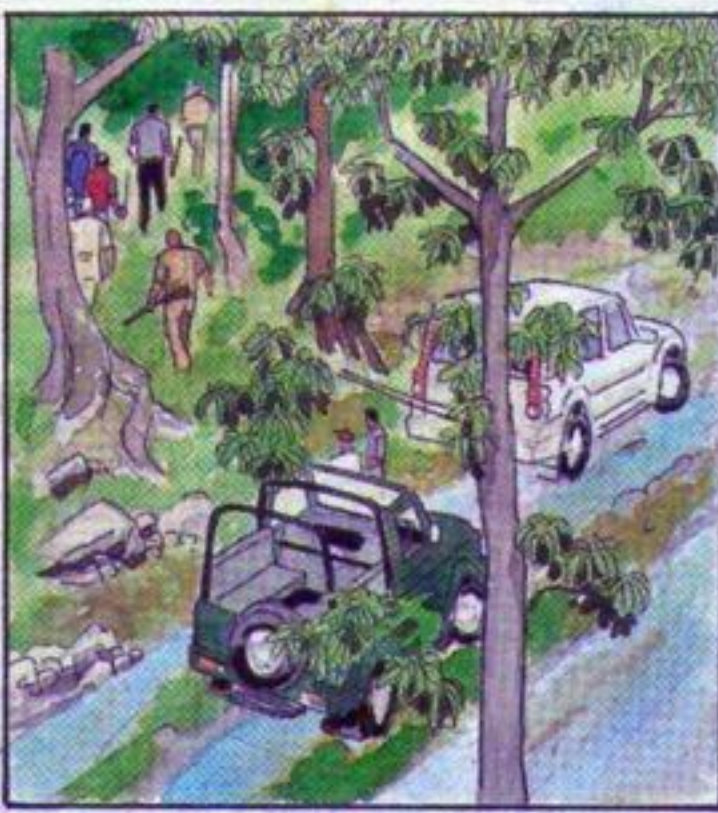
লক্ষ করেছ, মহীতোষবাবু নিজে বন্দুক ক্যারি করেন না।
ওর নাম পর্বত সিংহ, মহীতোষবাবুর সঙ্গে শিকারে যেত।
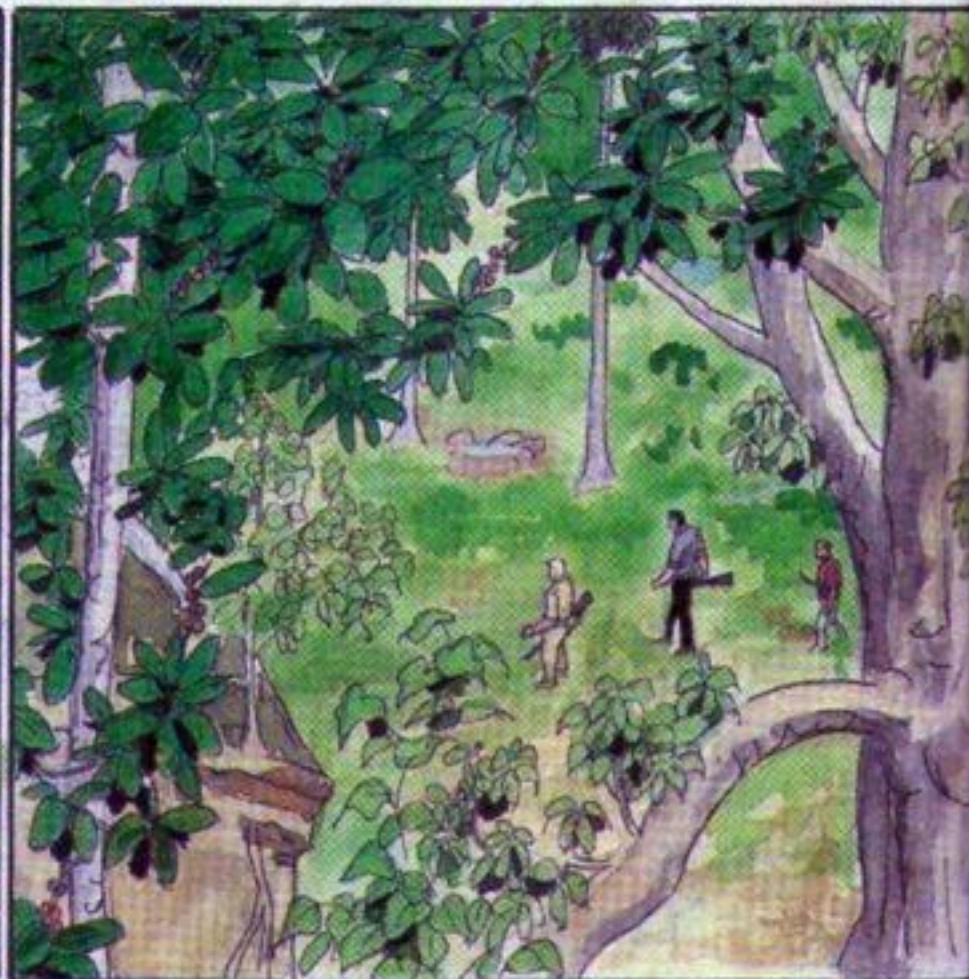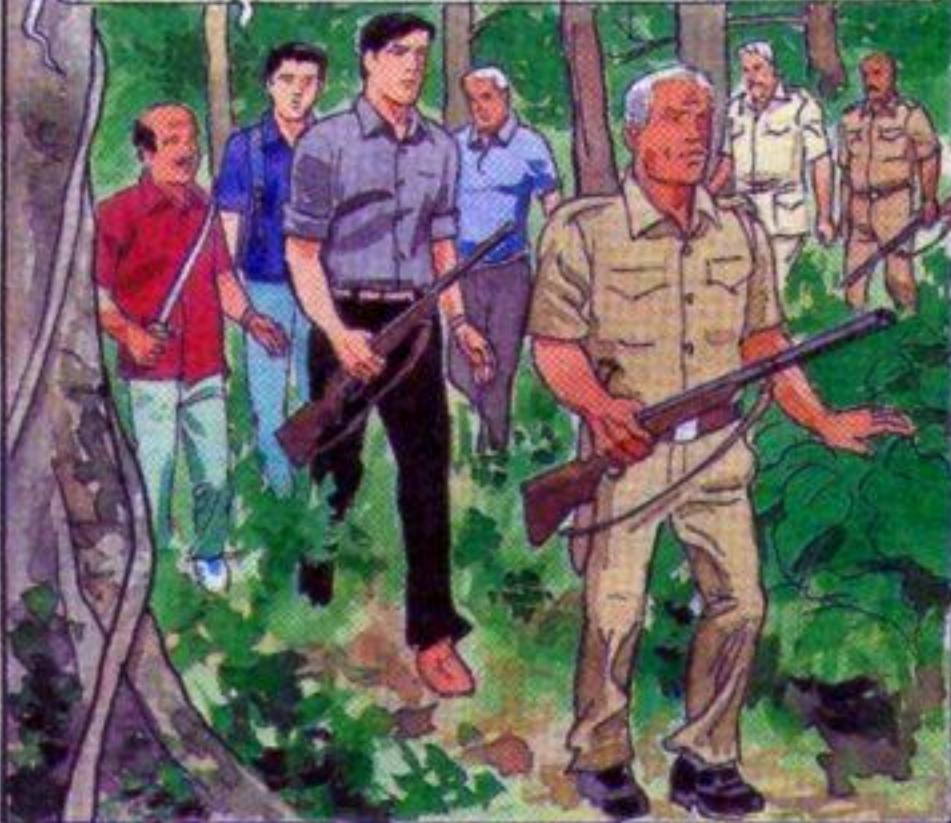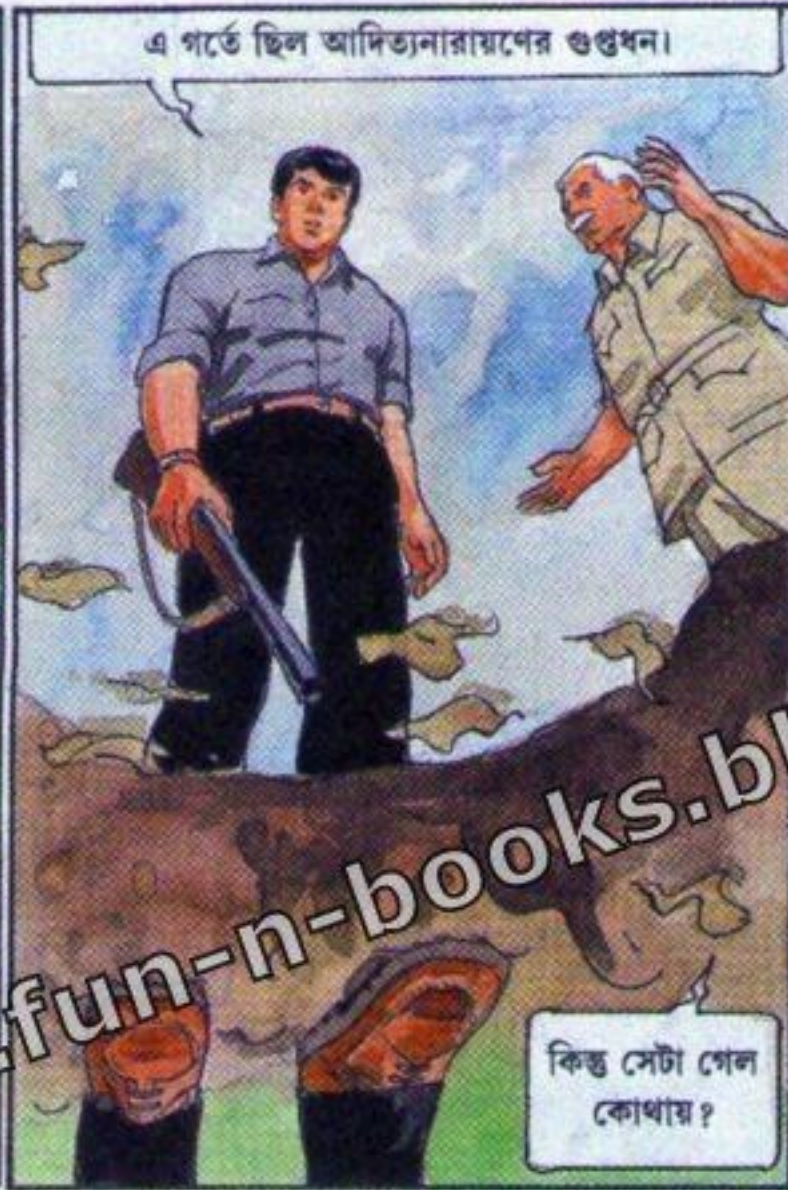
এ গর্তে ছিল আদিত্যনারায়ণের গুপ্তধন।
কিন্তু সেটা গেল কোথায়?
কাছাকাছির মধ্যেই আছে, যদি না কালকের মধ্যে কেউ সেটা সরিয়ে থাকে।
আছে? আপনি জানেন, আছে?
অনুমান করতে পারি। আপনি জানেন সে গুপ্তধন কী জিনিস?
আমার পূর্বপুরুষ যশোবন্ত সিংহরায় ছিলেন কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ভূপের সেনাধ্যক্ষ। যশোবন্তের উপার্জিত টাকা, নরনারায়ণের নিজের টাঁকশালের টাকা, যার নাম ছিল 'নারায়ণী টাকা'। এক হাজারের উপর রৌপ্যমুদ্রা, চারশো বছরের পুরনো। ঠাকুরদা যখন এ টাকা লুকিয়ে রাখেন, তখন তাঁর মাথা খারাপ হতে শুরু করেছে।
এতদিনে এই সংকেত তার সন্ধান দিয়েছে। ও টাকা আমার চাই মিস্টার মিত্তির!
এটা ধর তো তোপসে!
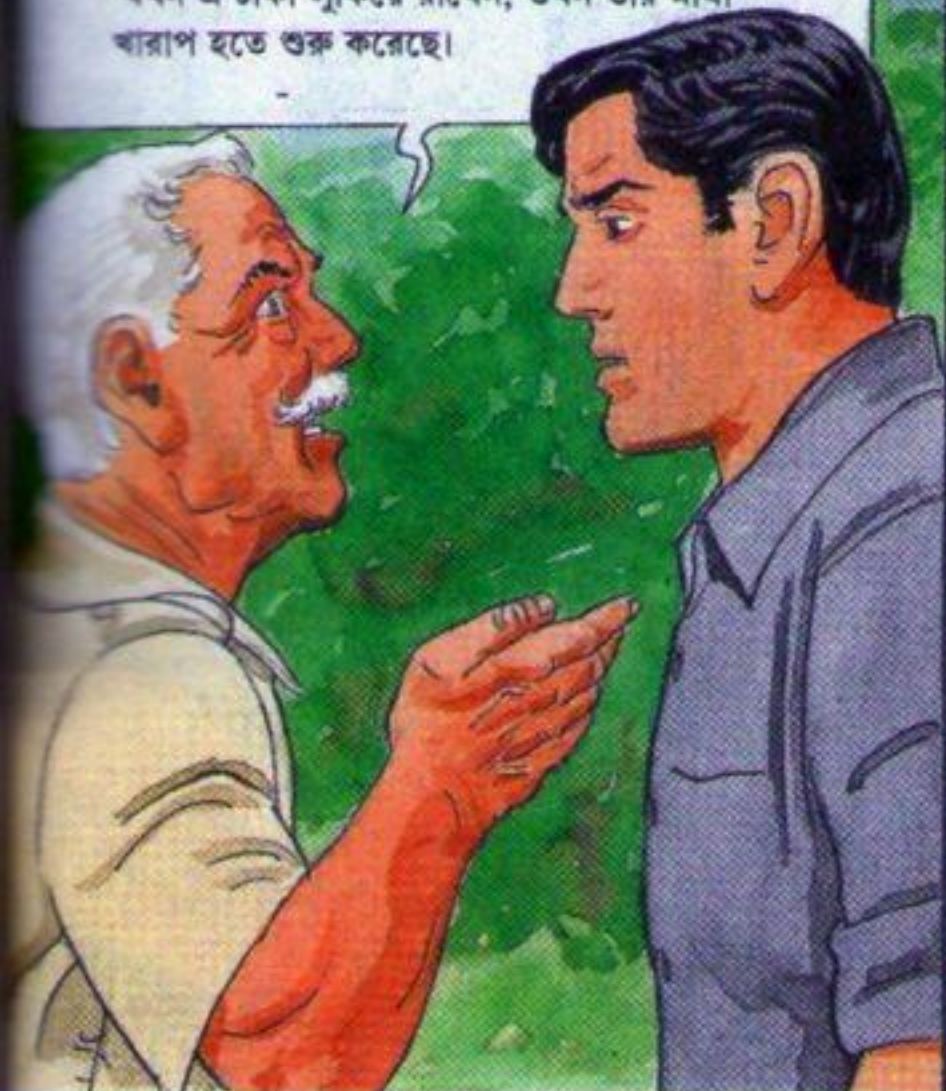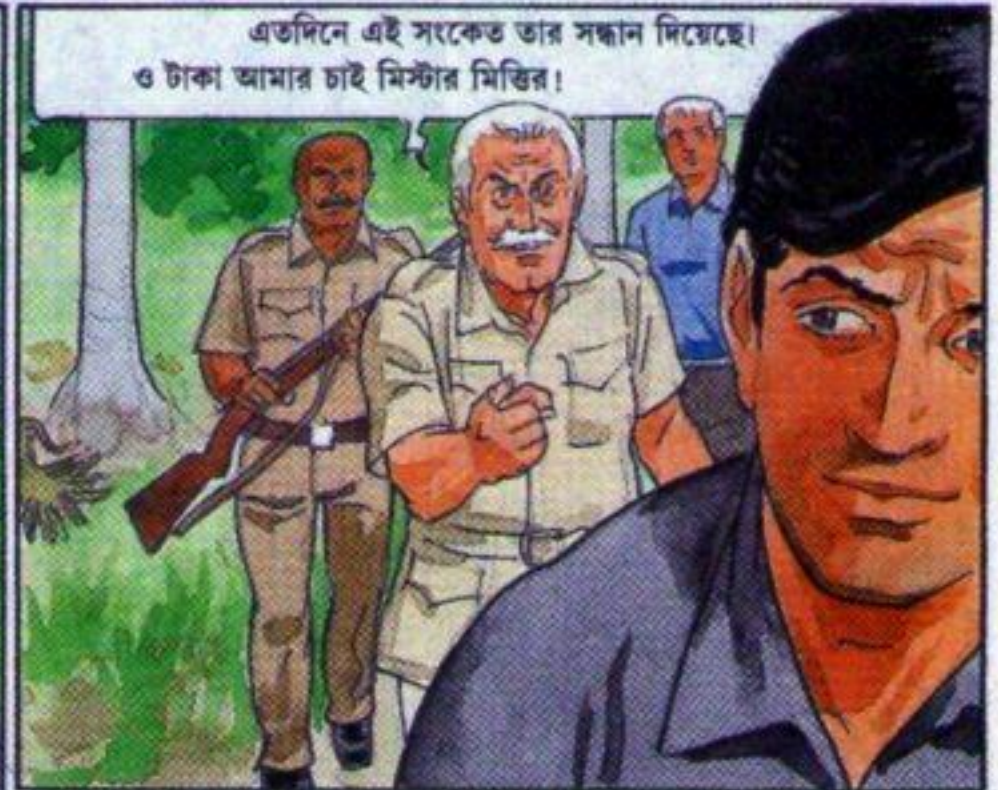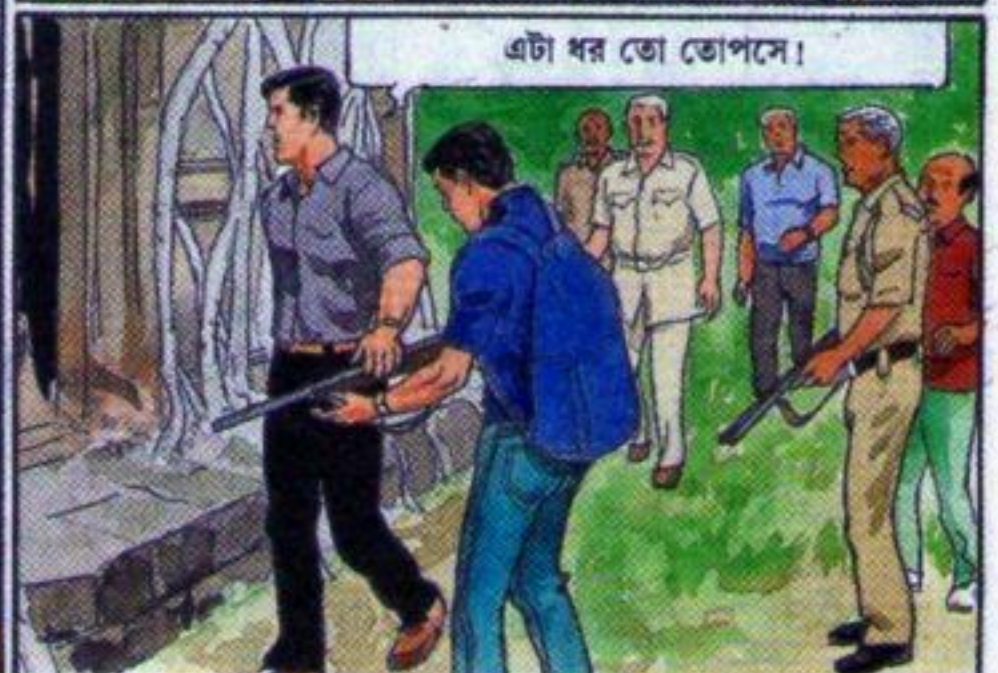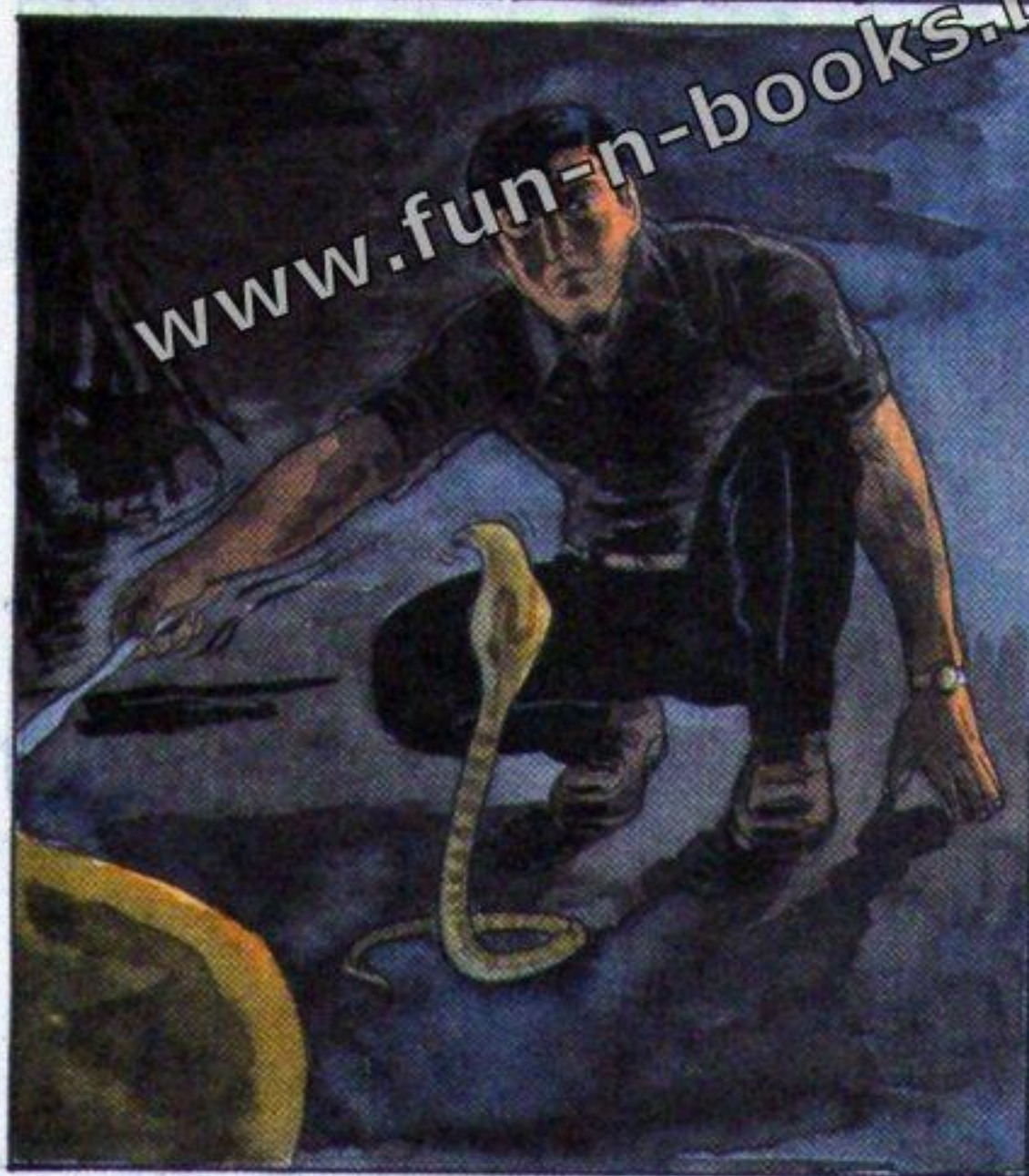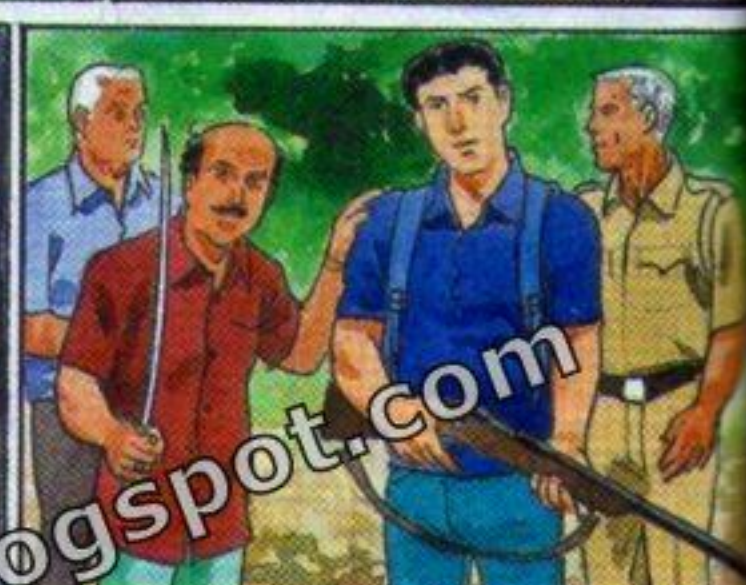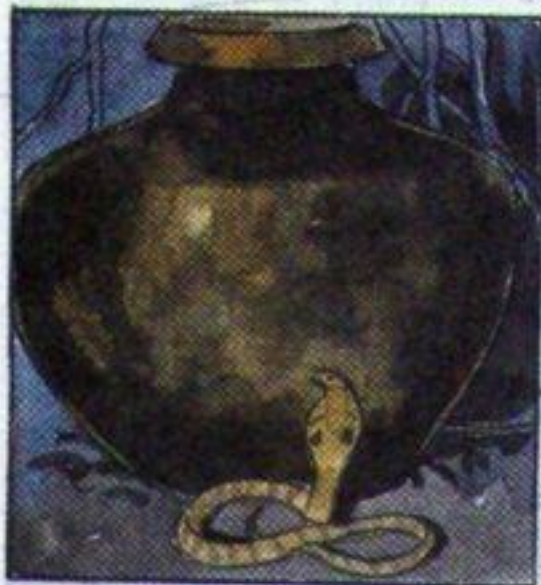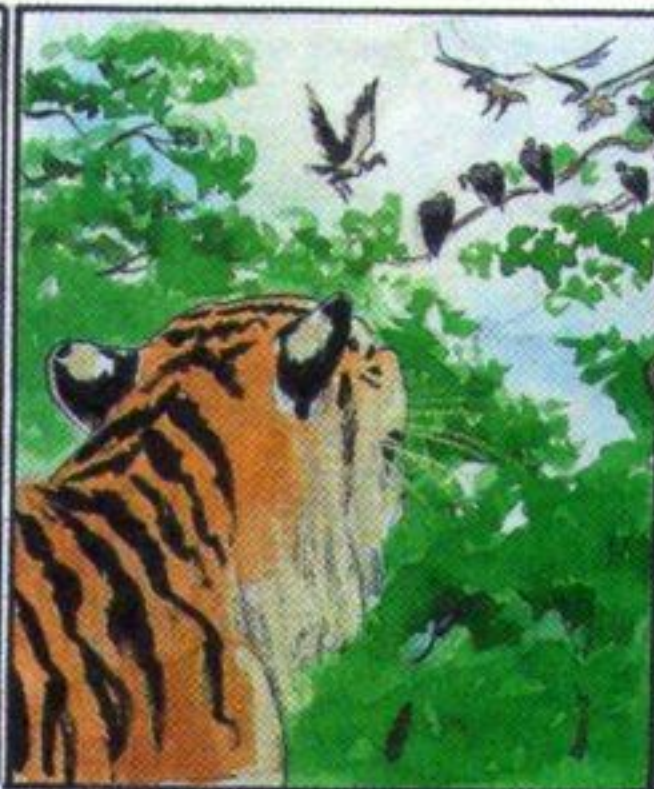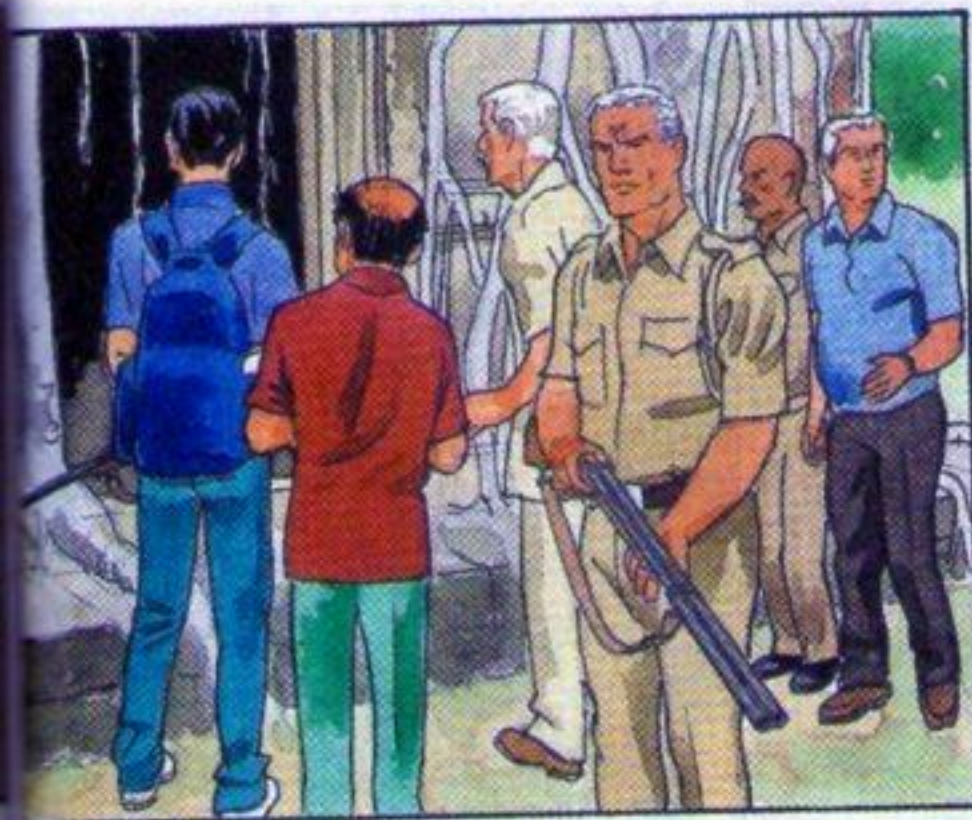
মহীতোষবাবু, আপনার
লোকটিকে পাঠান তো।
?
এই ঘড়াটা বাইরে
নিয়ে চলুন।
খ ক ক

খ ক খ
তোপসে, গাছে ওঠ। লালমোহনবাবু আপনিও!

মিস্টার মিত্তির, আপনার যদি প্রাণের মায়া থাকে তো চলে যান।
কোথায় যাব মহীতোষবাবু?
বলছি যান। জিপ রয়েছে। আপনি চলে যান।
আমি আদেশ করছি, আপনি...
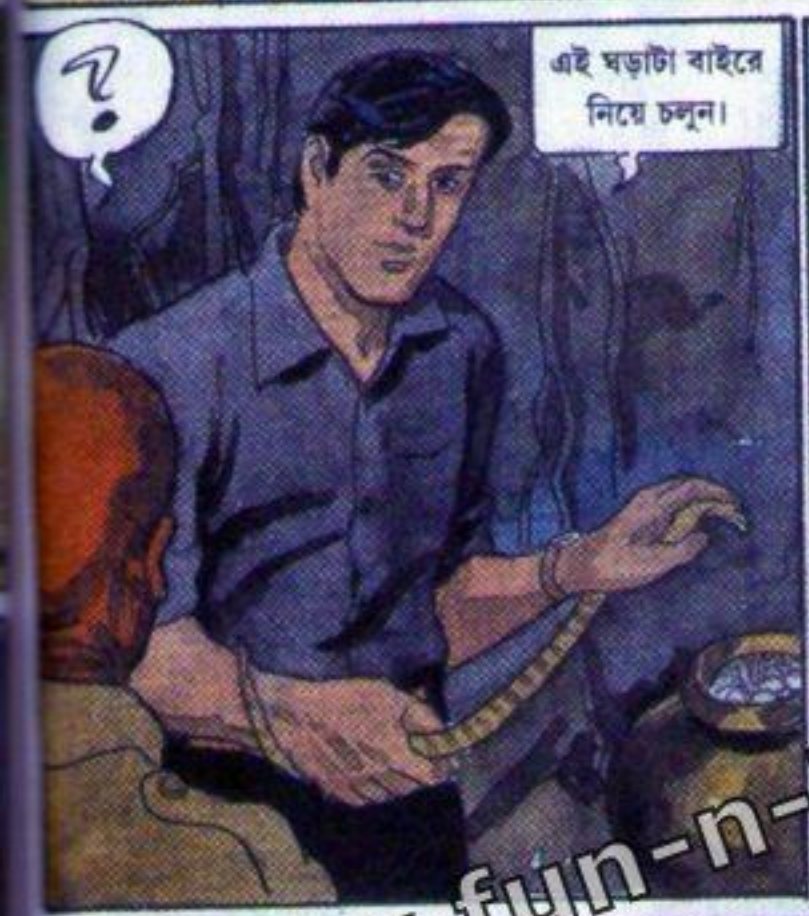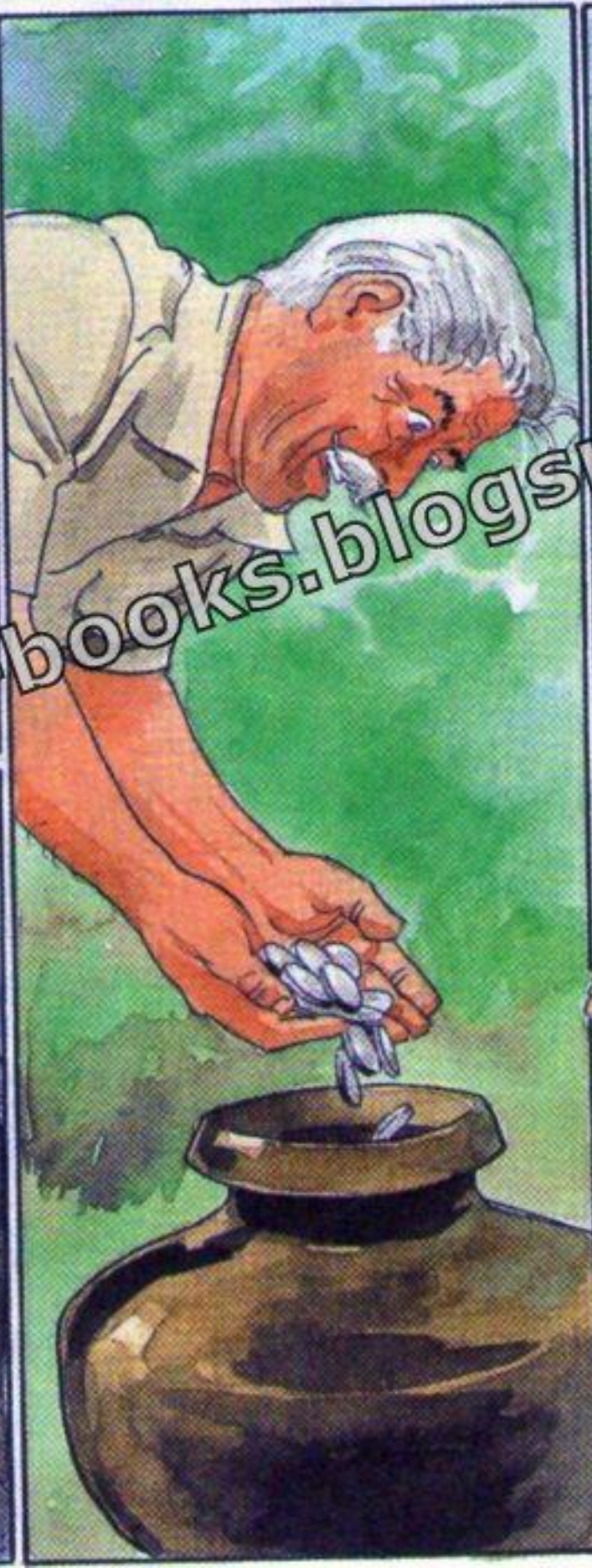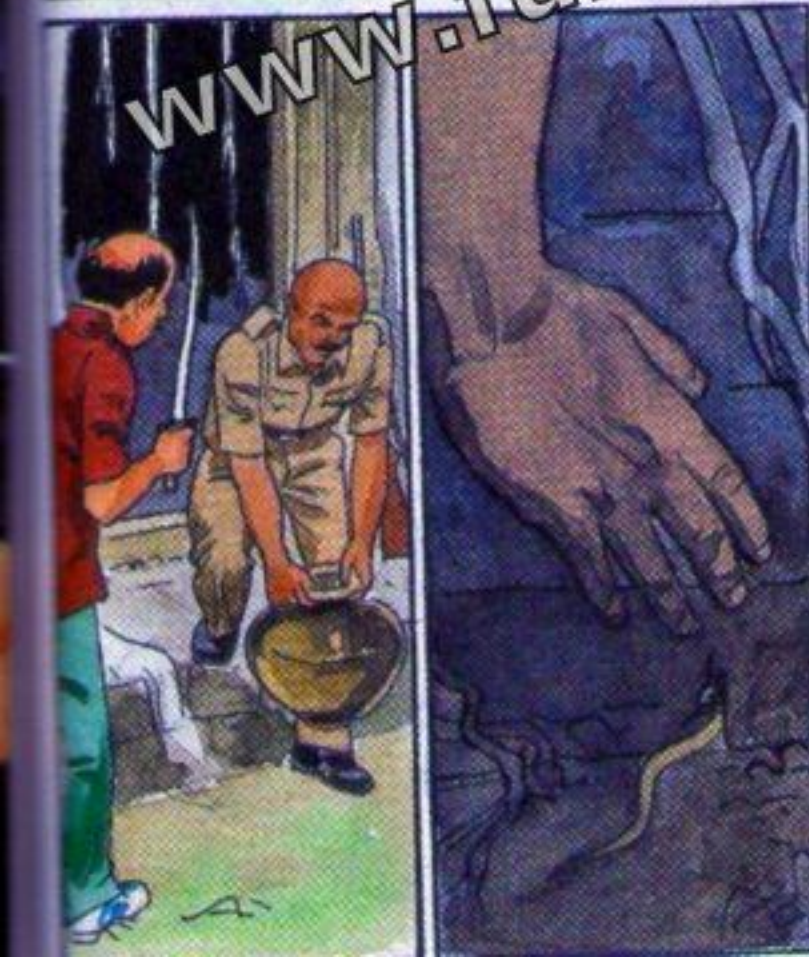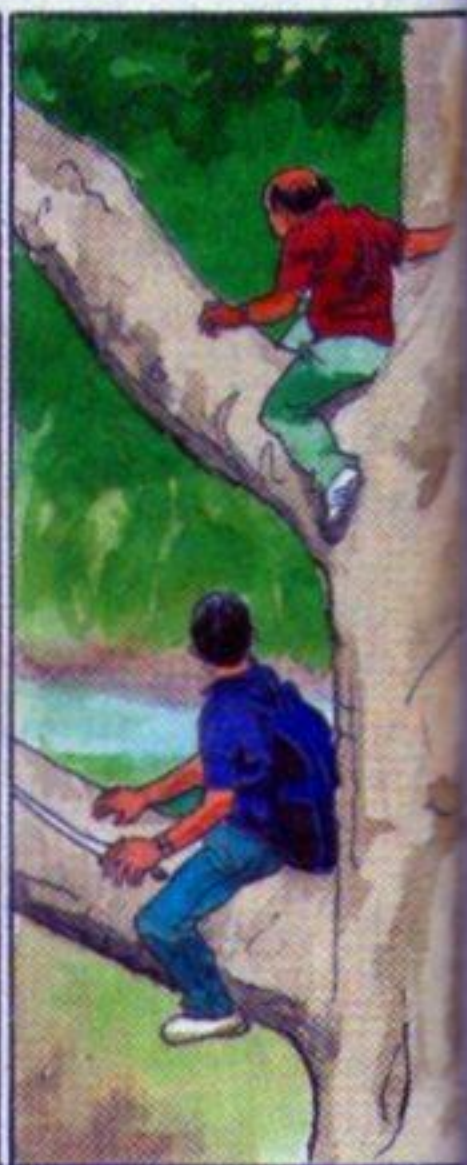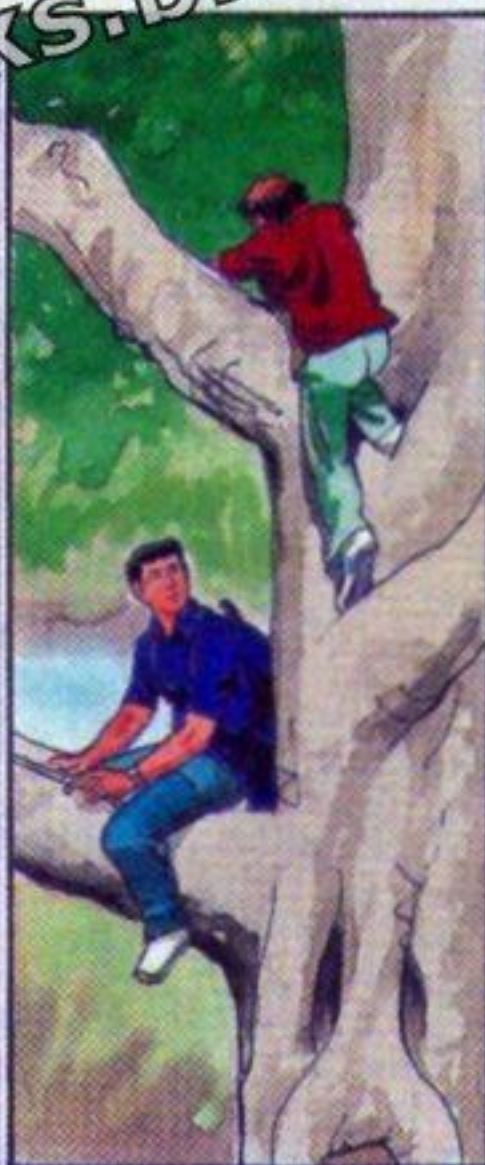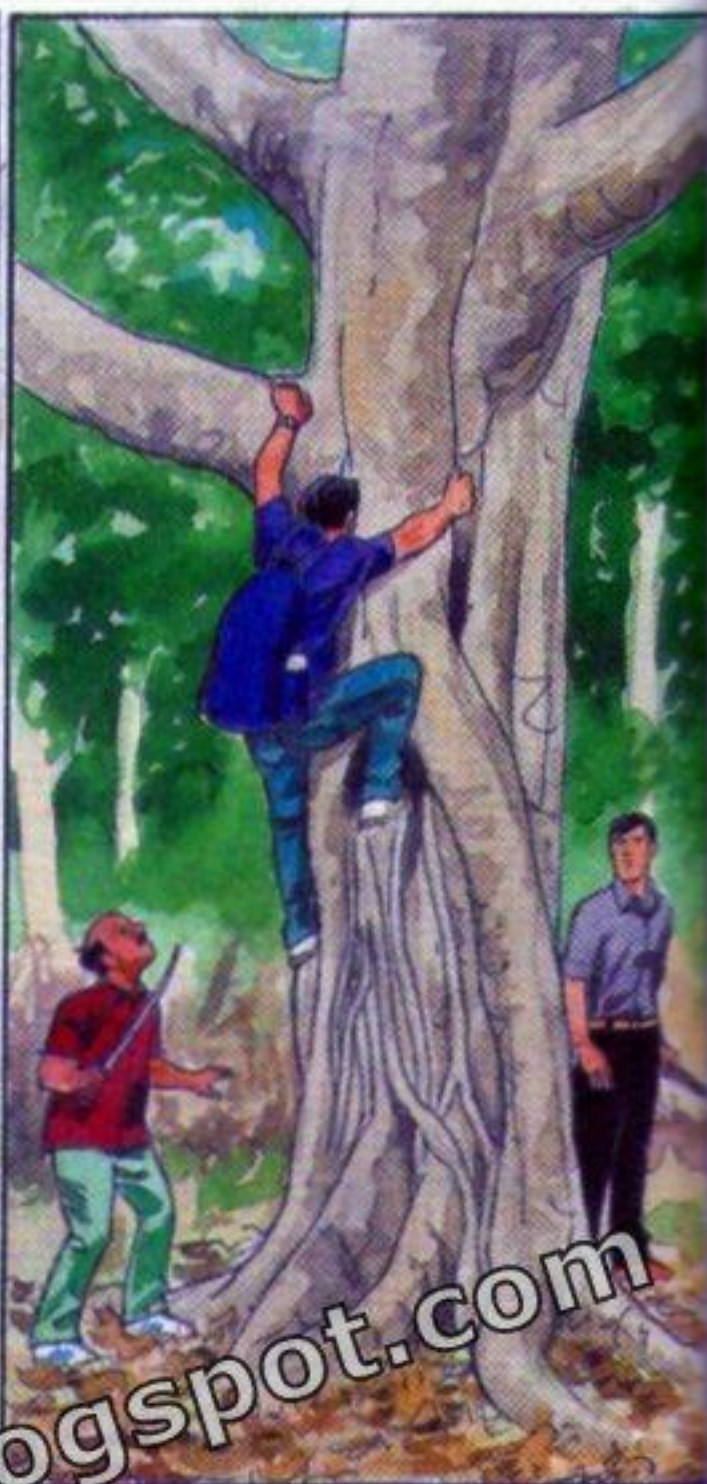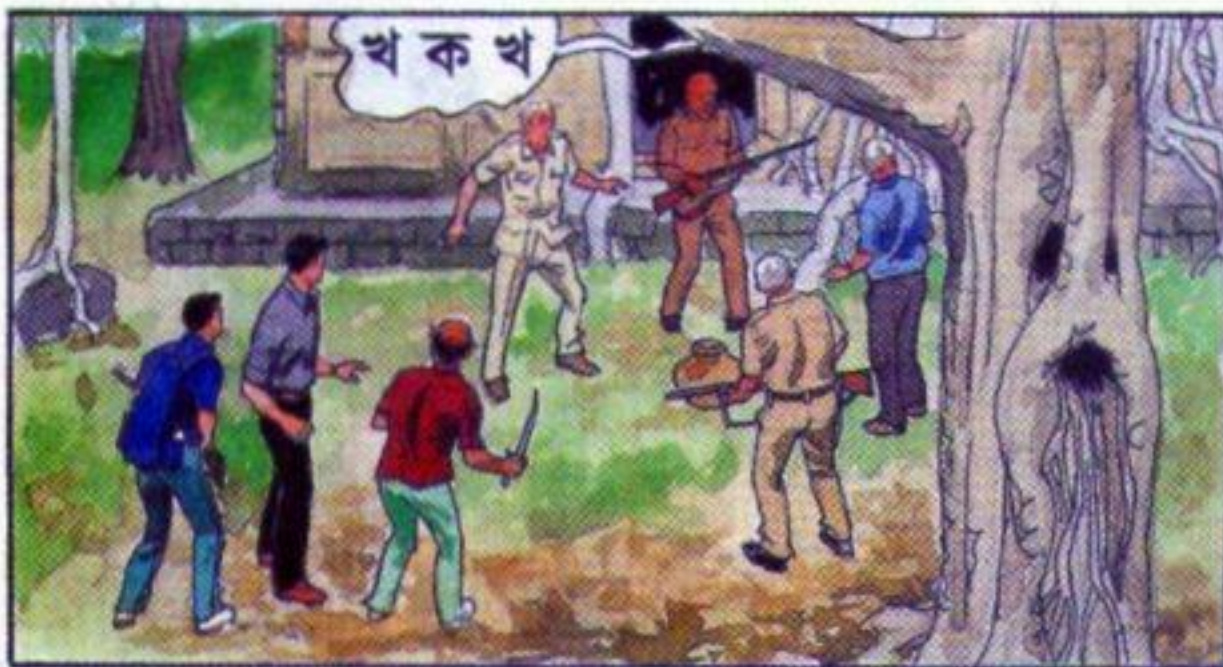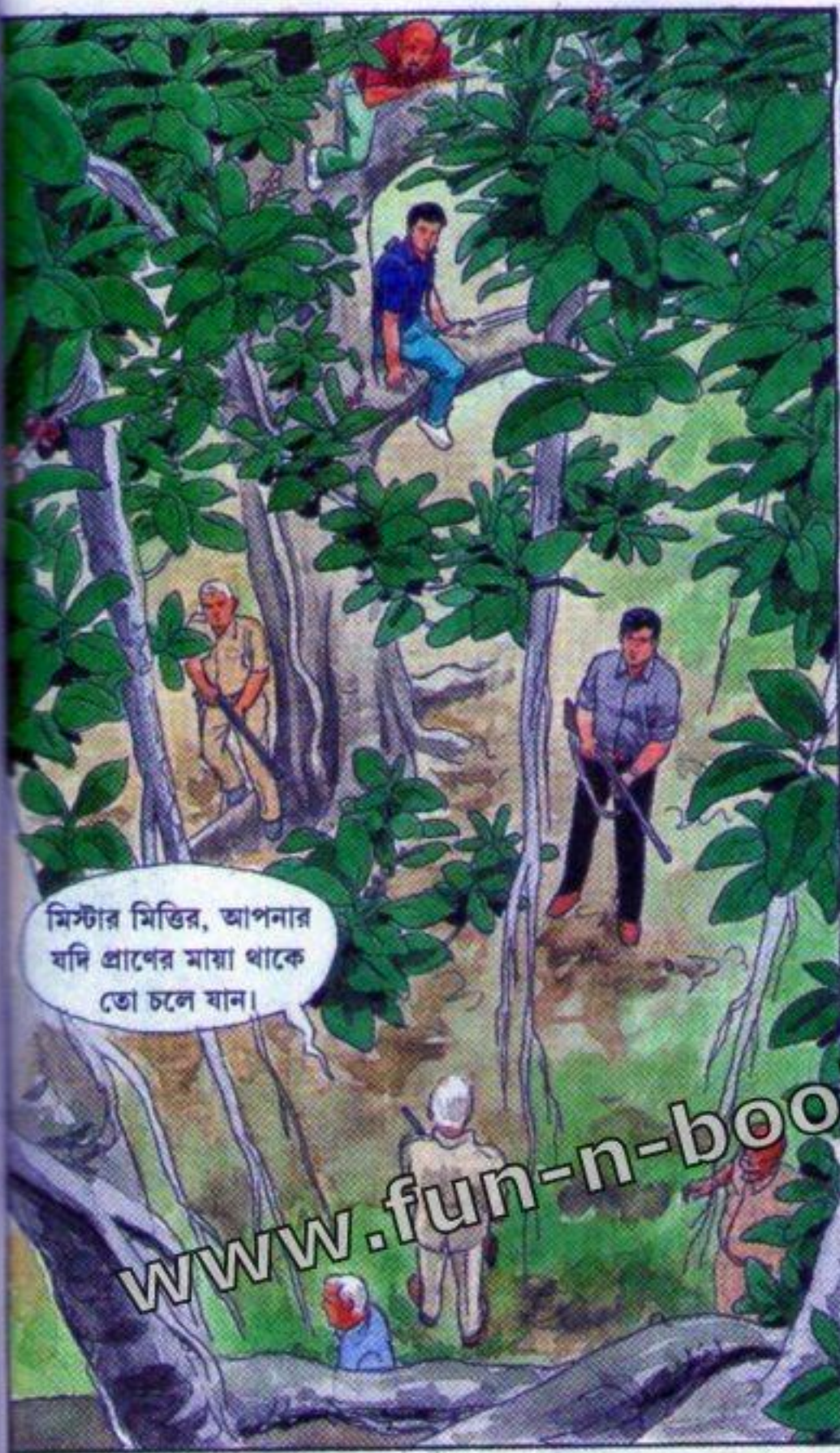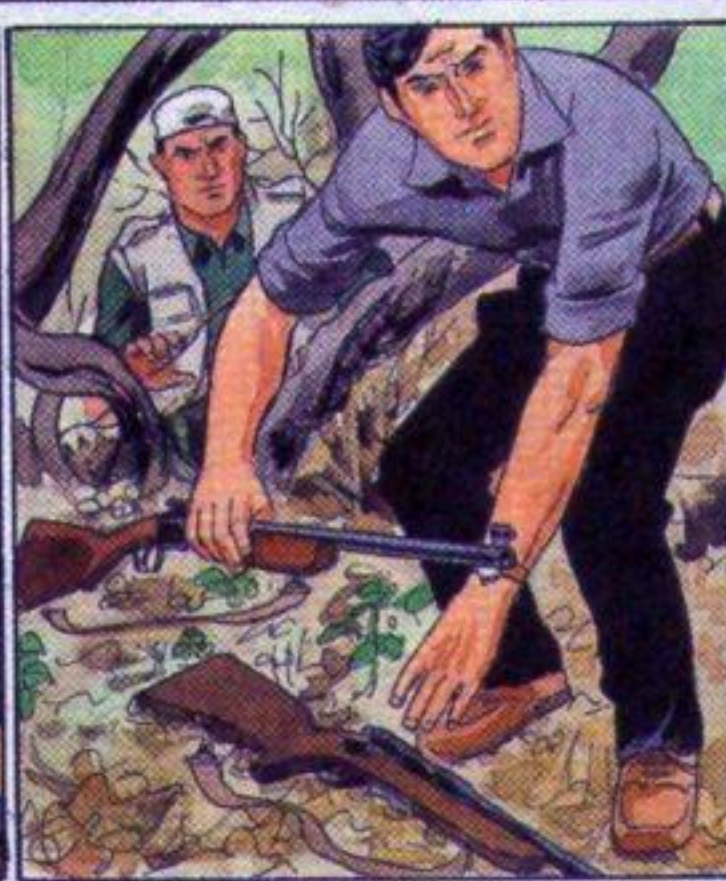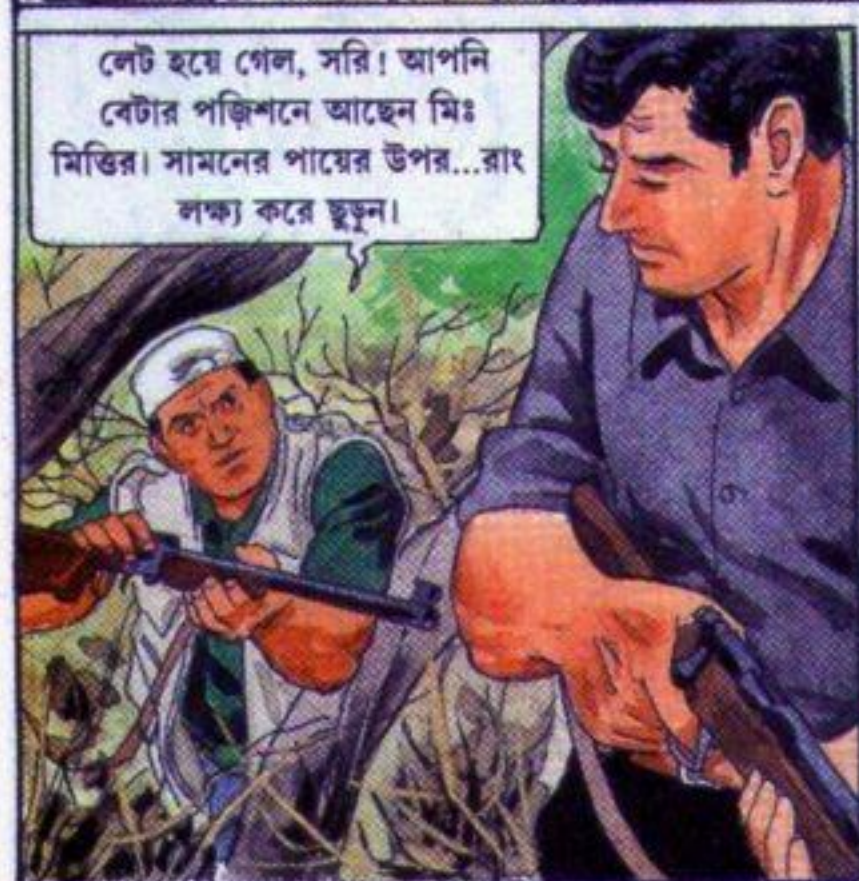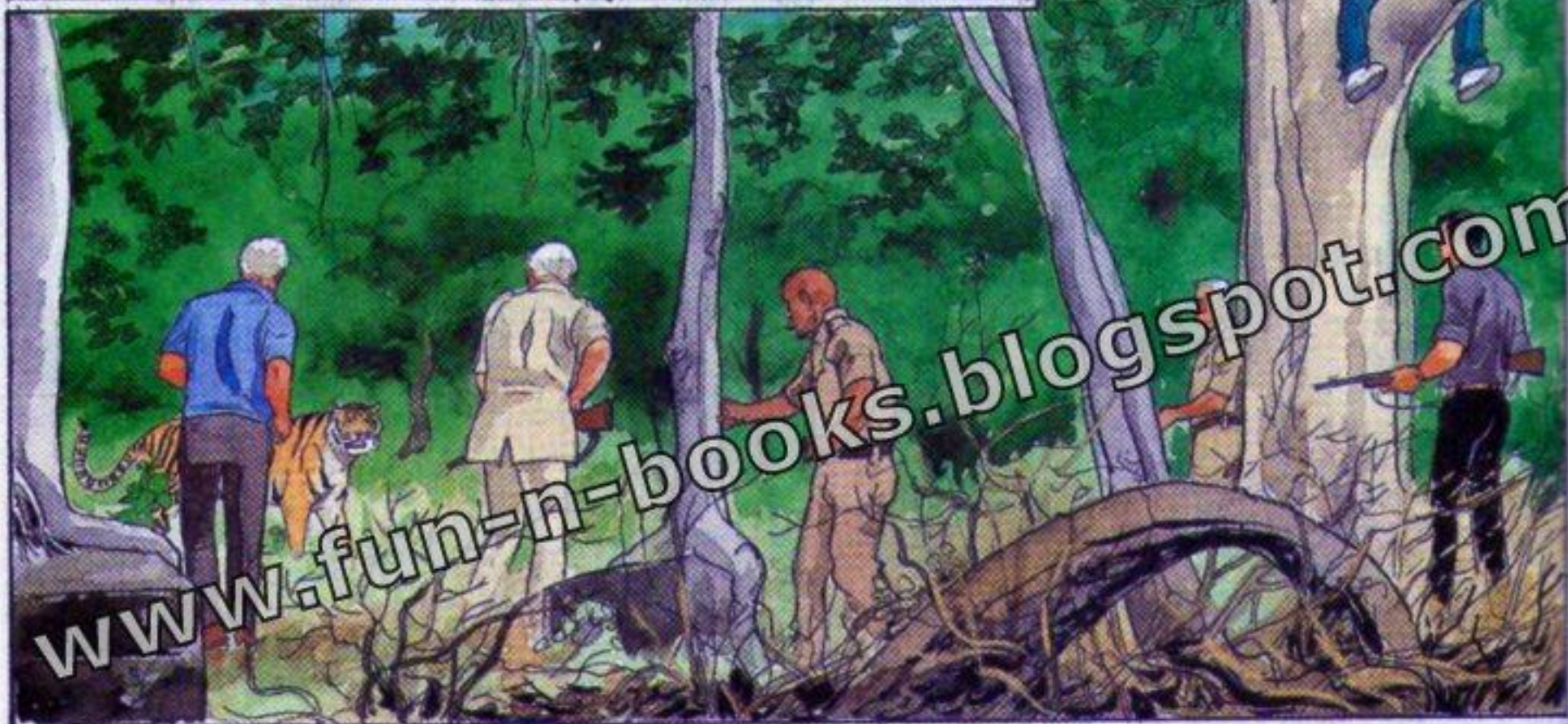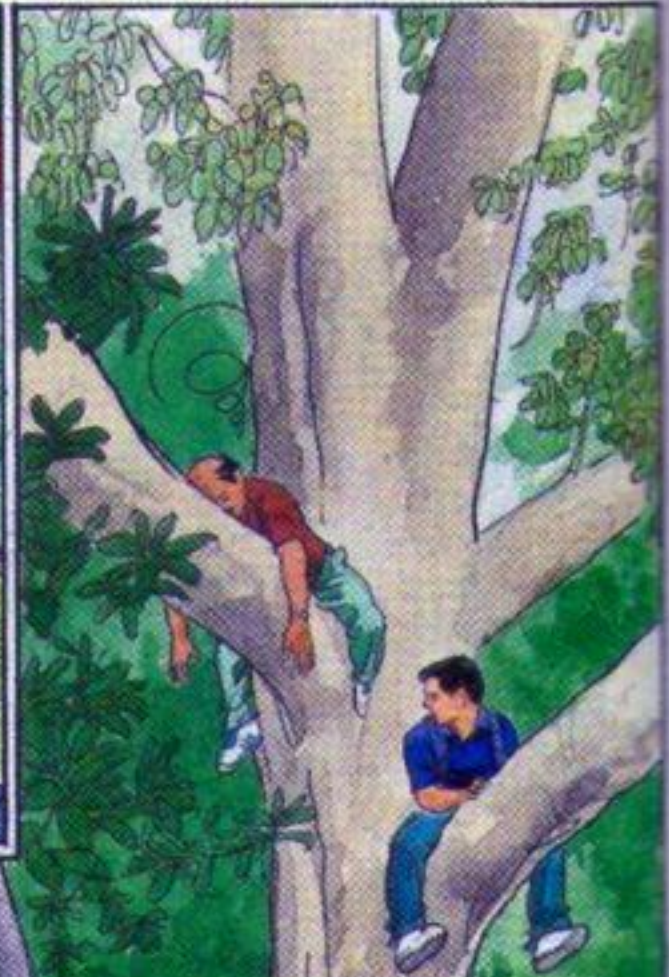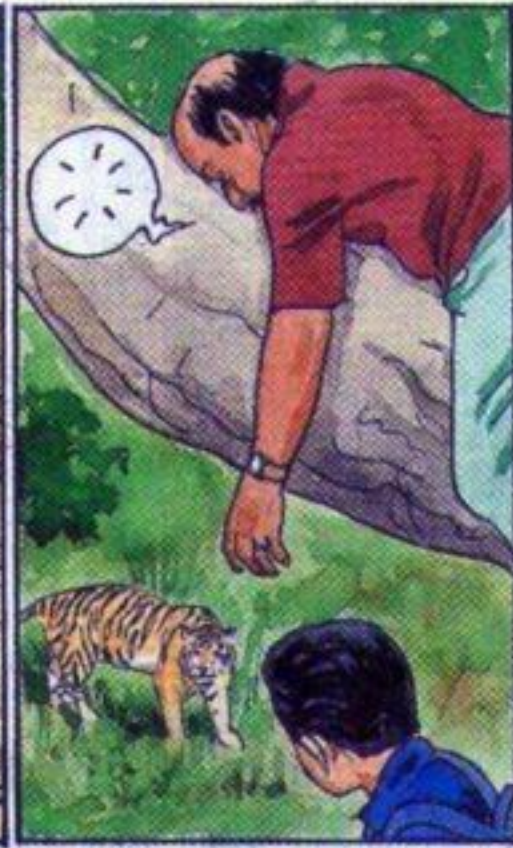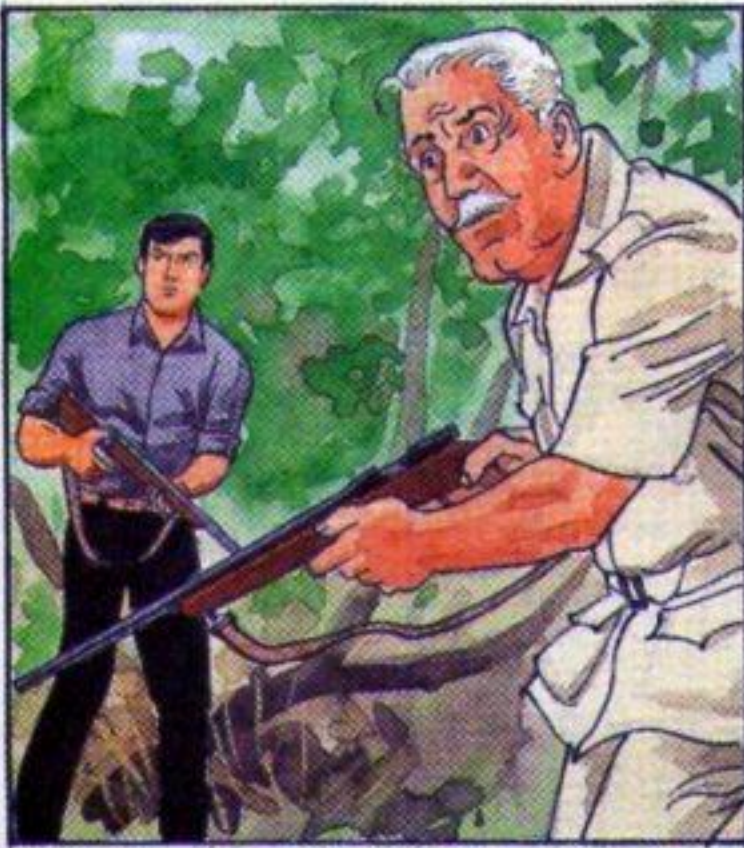
লেট হয়ে গেল, সরি! আপনি বেটার পজিশনে আছেন মিঃ মিত্তির। সামনের পায়ের উপর...রাং লক্ষ্য করে ছুড়ুন।

গঁরর
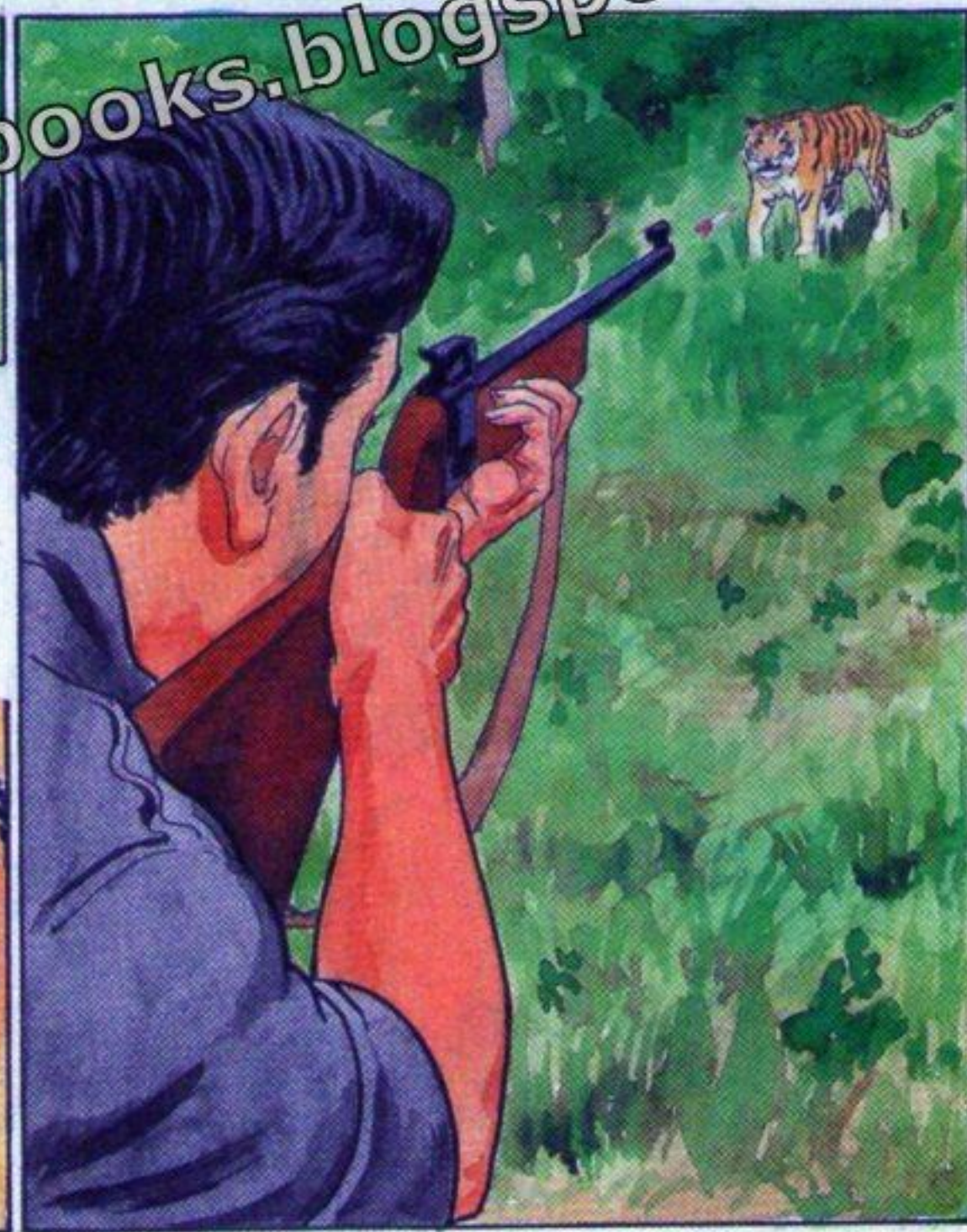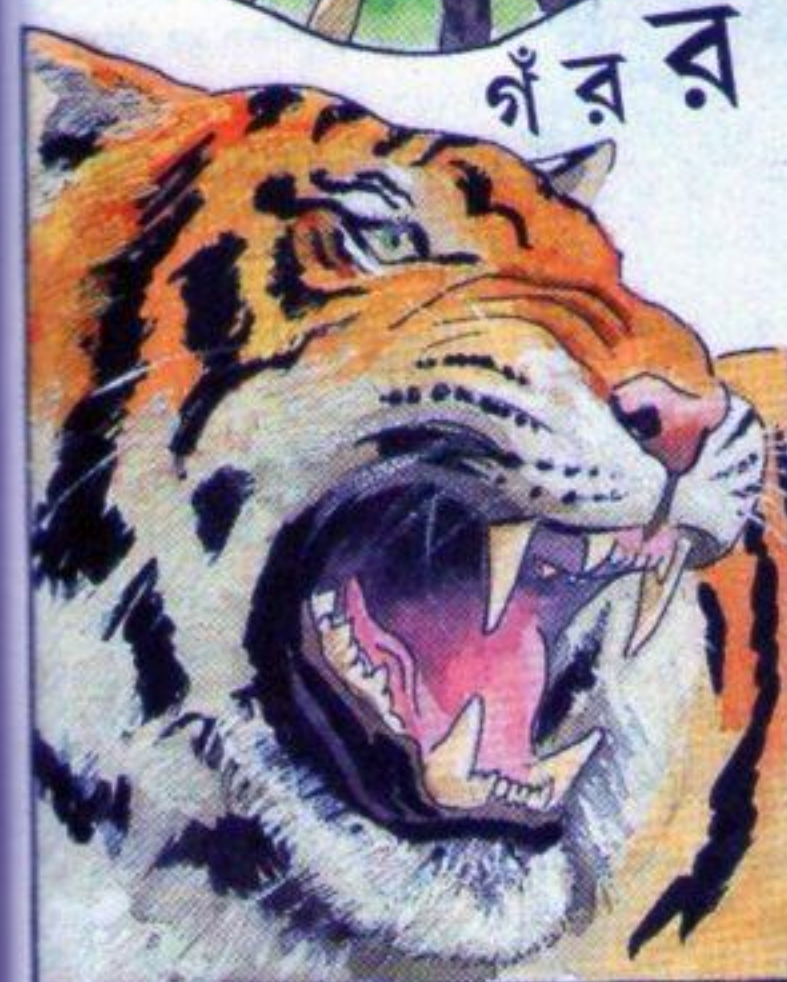
অব্যর্থ! ভাগ্য ভাল বাঘটা এদিকে চেড় করে আসেনি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। আপনার রাইফেল ছোড়ার বিদ্যে ভাল কাজেই এল!
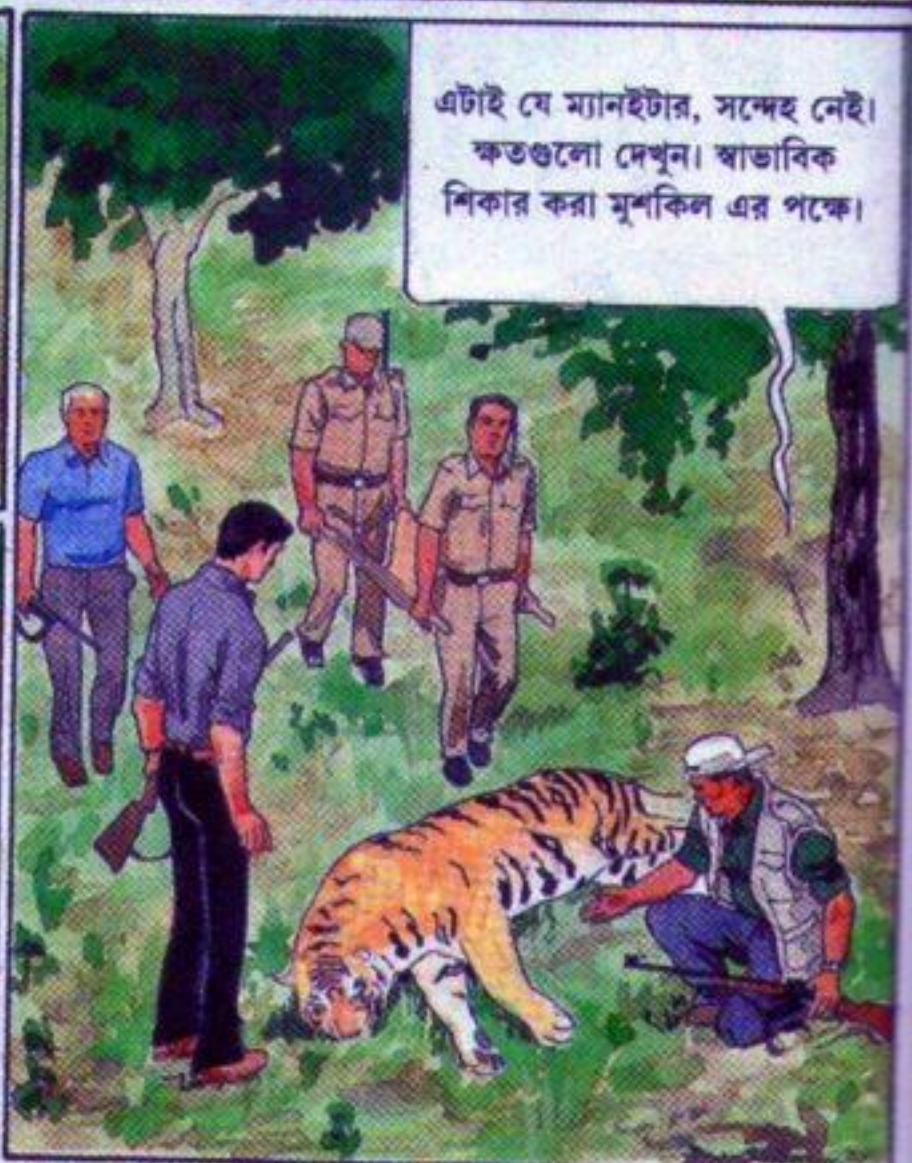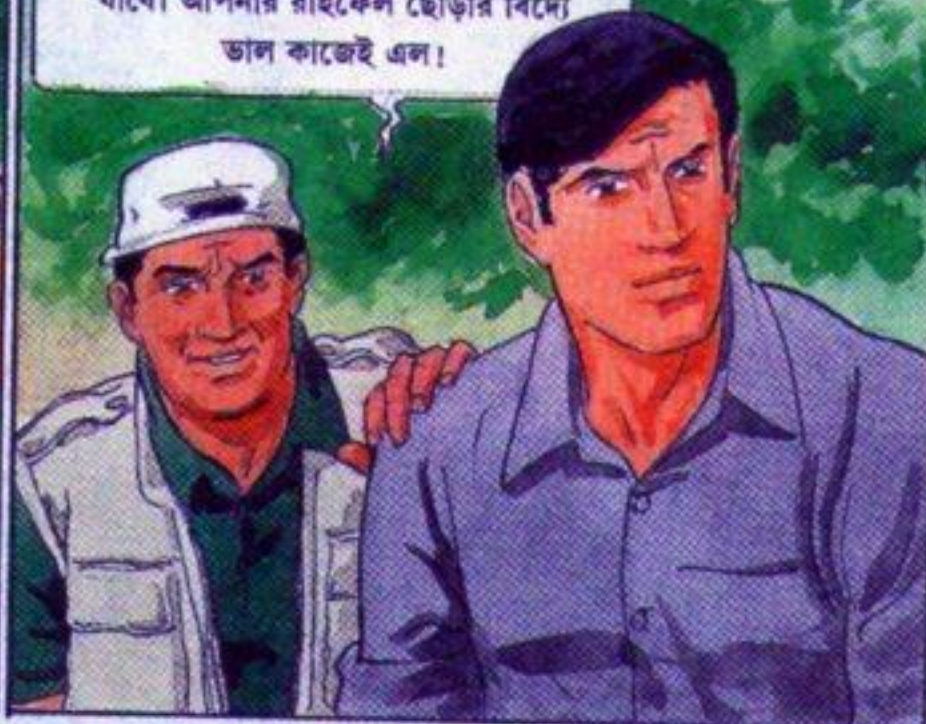
এটাই যে ম্যানইটার, সন্দেহ নেই। ক্ষতগুলো দেখুন। স্বাভাবিক শিকার করা মুশকিল এর পক্ষে।
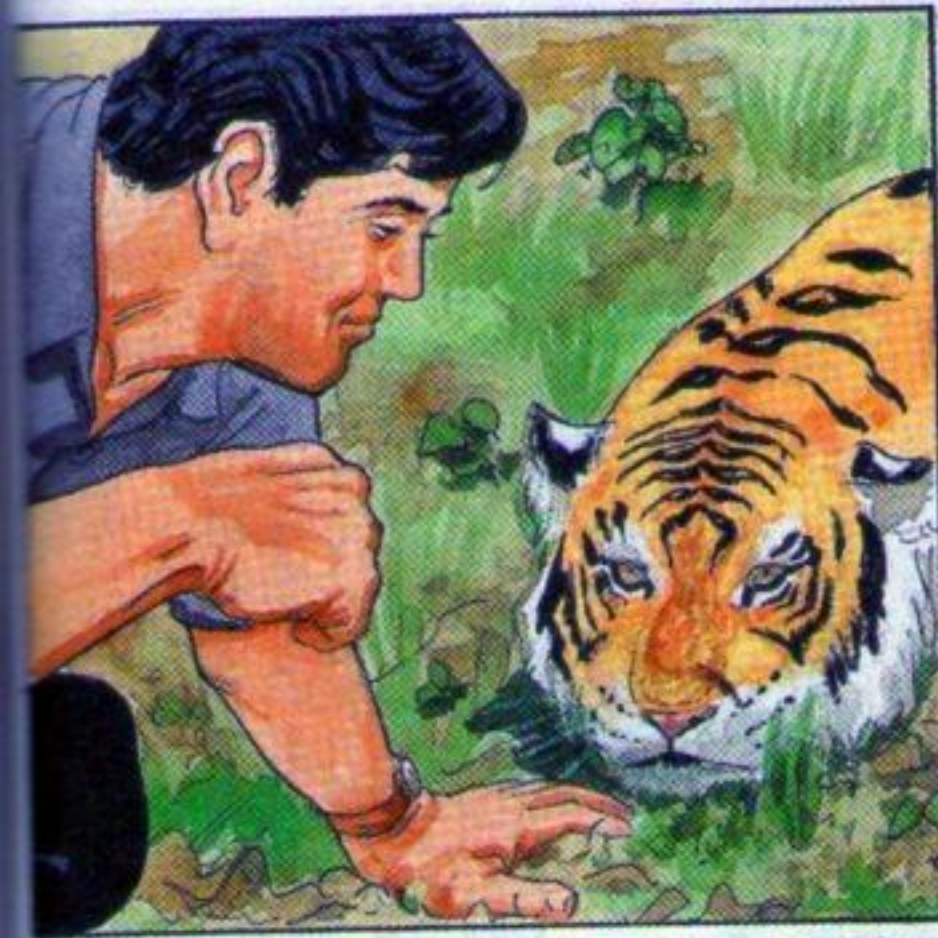
লালমোহনবাবু, লালমোহনবাবু!
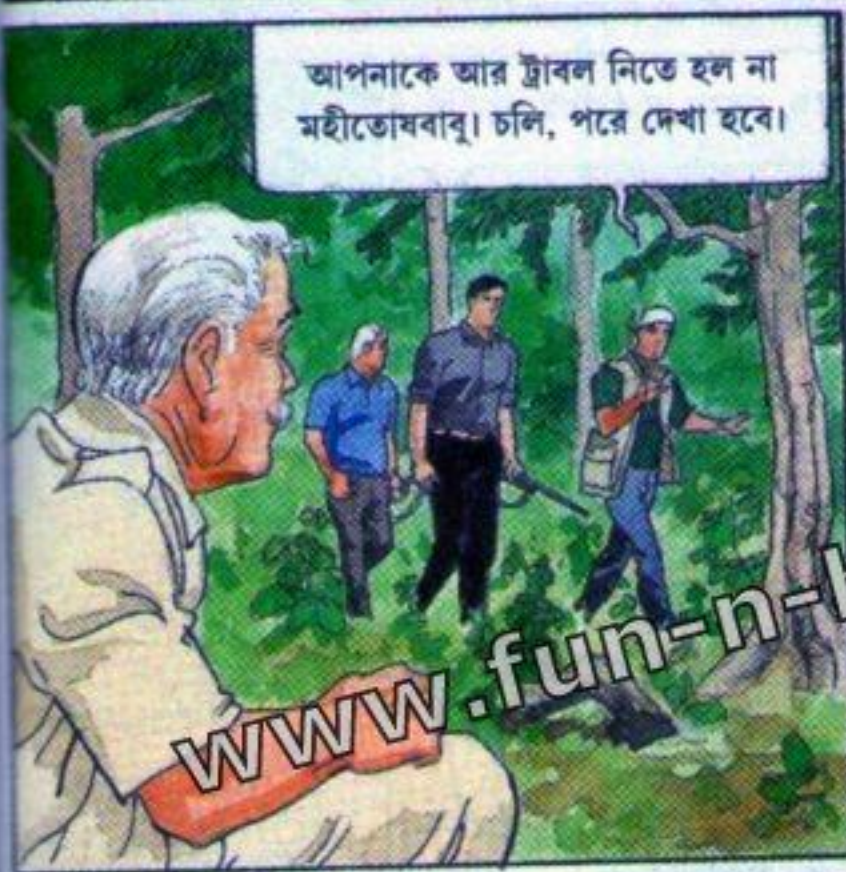
আপনাকে আর ট্রাবল নিতে হল না মহীতোষবাবু। চলি, পরে দেখা হবে।

বা-বাঘ... গা-গাছ
বাঘ চলে গিয়েছে। গাছ থেকে নামতে হবে।

আপনি বৃথাই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। আমি আপনার শিকারের অক্ষমতা কারও কাছে প্রকাশ করব না, সেটা শশাঙ্কবাবুকে কথা দিয়েছি।

মিঃ দত্তকেও কিছু বলা হয়নি। সই করতে যার হাত কাঁপে, বন্দুক ধরলে সে হাত স্থির থাকবে কী করে? অবিশ্যি এমনও হতে পারে, আপনার হাত খুব সম্প্রতি বিকল হয়েছে। বইয়ের ঘটনা তো বহু বছর আগে ঘটেছে।
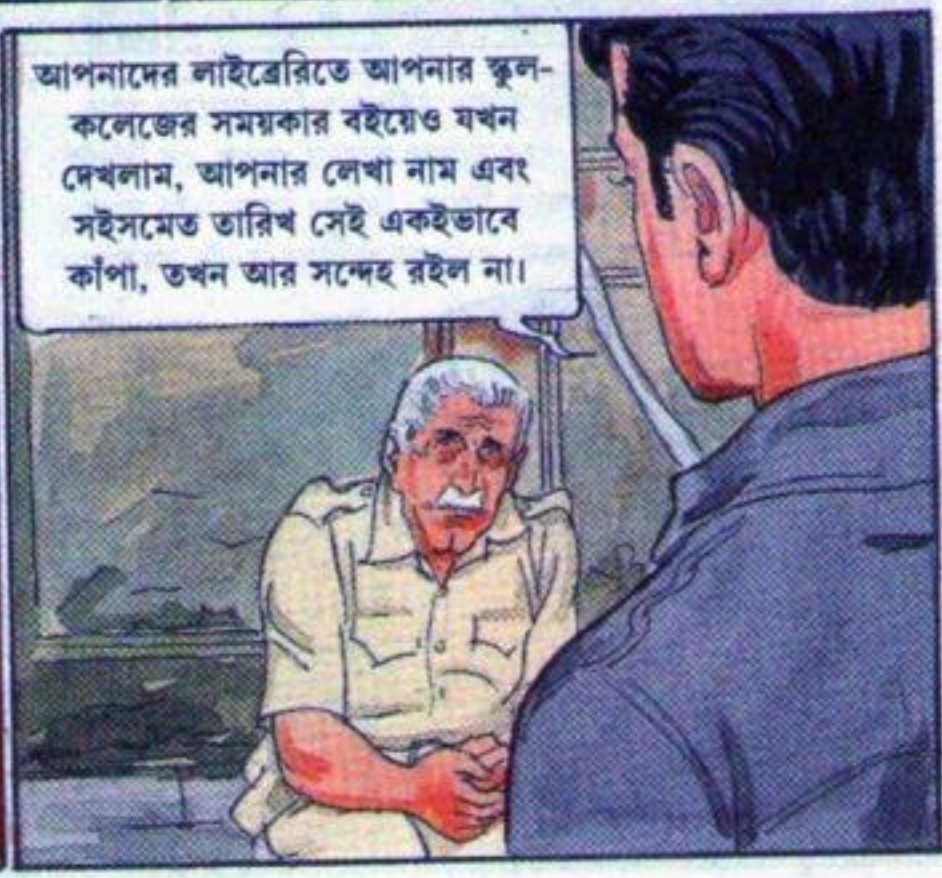
আপনাদের লাইব্রেরিতে আপনার স্কুল-কলেজের সময়কার বইয়েও যখন দেখলাম, আপনার লেখা নাম এবং সইসমেত তারিখ সেই একইভাবে কাঁপা, তখন আর সন্দেহ রইল না।

আপনি যে মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন, তা আপনার দাদা জানতেন এবং খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। এই নিয়ে আক্ষেপ আমি দু'বার তাঁর মুখে শুনেছি। সকলের হাতে হাতিয়ার বাগ মানে না এটাও তিনি...

বাগ মেনেছিল। সাত বছর বয়সে আমি এয়ারগান দিয়ে পাখি মেরেছি পঞ্চাশ গজ দূর থেকে। একদিন চড়ুইভাতি করতে এসে ওই গাছে চড়েছিলাম, দাদা বলল বাঘ আসছে। আমি বাঘ দেখব বলে লাফ মেরে...
হাত ভাঙলেন?

কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। কোনও দিনই হাড় জোড়া লাগেনি ভাল করে।
থ্যাঙ্ক ইউ!

কিন্তু বংশের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য শিকারি হওয়ার শখ হল, বন্ধু এগিয়ে এলেন। মিথ্যেকে সত্যি করার জন্য বাইরের জঙ্গলে যেতে হল। এটা আর বেশিদিন চলার দরকার হল না। সরকার আইন করে শিকার বন্ধ করে দিল।

শশাঙ্ক যা করেছে, তেমন আর কেউ করে না।
কিন্তু সম্প্রতি সেই বন্ধুত্বে কি চিড় ধরেছিল?

বই বেরোবার আগে আমি অন্তত মহীতোষ সিংহরায়ের নাম শুনিনি। কিন্তু বেরোবার পরে হাজার-হাজার লোক এই বিরাট মিথ্যেটাকে সত্যি বলে মেনে নিচ্ছে। আসল মানুষ তাঁর ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বন্ধুত্বের খাতিরে কতটা আত্মত্যাগ সম্ভব?

মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ বলেই ধরে নিচ্ছি। আর-একটা ব্যাপারেও আপনার মৌন অবলম্বন ছাড়া রাস্তা নেই।

তড়িৎ সেনগুপ্তর সাহিত্যকীর্তির জন্যই যে আপনি প্রশংসা পাচ্ছেন, সেটাও বোধ হয় সত্যি। আপনার পাণ্ডুলিপির কথা বললেন, কিন্তু আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেও আপনার লেখা একটি টুকরো কাগজও কোথাও পেলাম না। আপনি শুধু মুখে বলতেন, তড়িৎবাবু তাঁর আশ্চর্য সাবলীল ভাষায় সাজিয়ে দিতেন।

সেই লেখা প্রকাশিত হত আপনার নামে। আপনি তাকে যত তোয়াজেই রাখুন না কেন, একজন সত্যিকারের গুণী স্রষ্টার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সে চায় তার গুণের আদর। যেটা না পেয়ে ওঁর মন ক্রমে ভেঙে যায়।

সবই তো বুঝলাম মিস্টার মিত্তির। এর সবই ঠিক এবং কোনওটাই আমার শুনতে ভাল লাগছে না। কিন্তু তড়িৎকে এভাবে হত্যা করল কে?

এই বন্দুকটা নিয়েই সে রাতে বেরিয়েছিলেন তো?
?
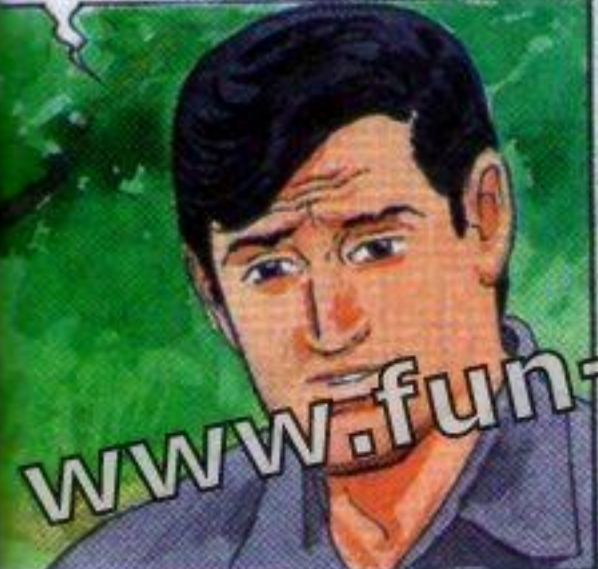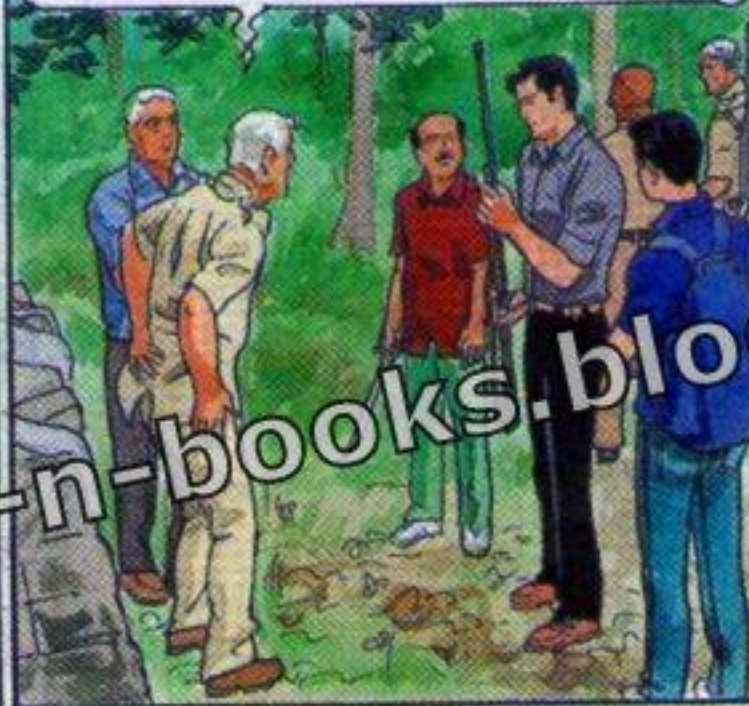
তড়িৎবাবু যে সংকেতের সমাধান করে ফেলেছেন, আপনি জানতেন, তাই না?
শুধু তাই না...

...তড়িৎ গুপ্তধন পেলে তার অর্ধেক আমাকে অফার করেছিল। কিন্তু আমি প্রস্তাবে রাজি হইনি। আমি এখানে আসতে অনেকবার বারণ করেছিলাম। কারণ, ওই ম্যানইটার।
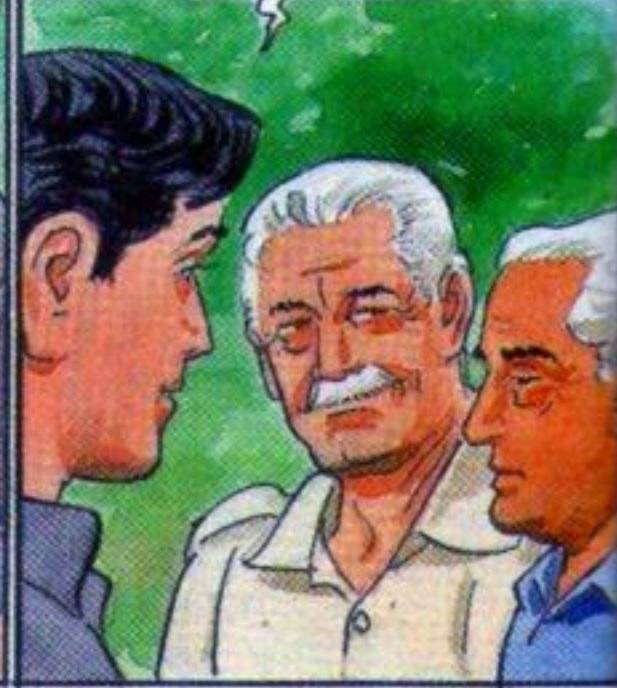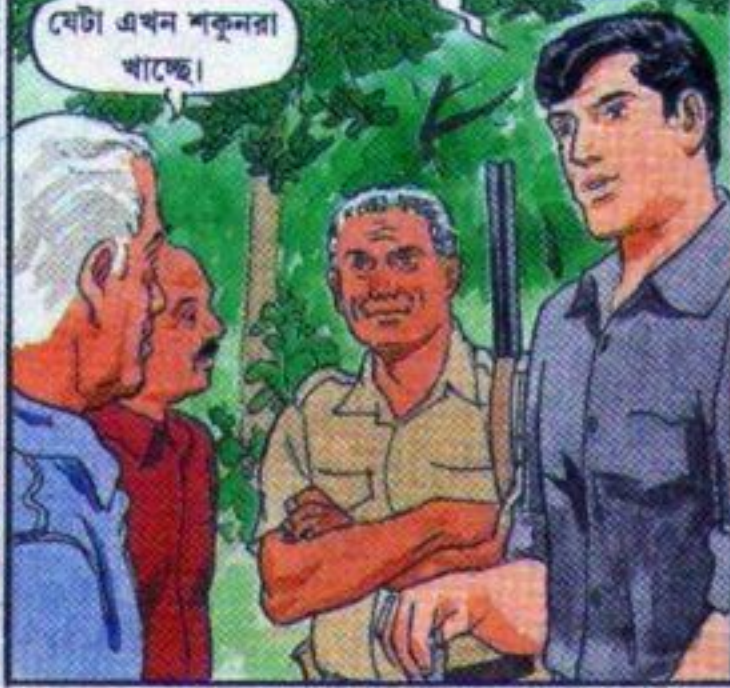
এটা তড়িৎবাবু নিজেই নিয়ে বেরিয়েছিলেন। মাটি খুঁড়তে হবে, তার জন্য চাই শাবলজাতীয় কিছু। হাতের কাছে ছিল এটা...

?

এ কী, এ যে চুম্বক!
আগে চুম্বক ছিল না। চুম্বকে পরিণত হয়েছে পরশু রাতে।
টং
কী করে?
কোনও মানুষের হাতে লোহার কোনও জিনিস থাকা অবস্থায় যদি তার উপর বাজ পড়ে, সে জিনিস চুম্বকে পরিণত হয়। তড়িৎবাবুর মৃত্যু হয়েছিল বজ্রাঘাতে। বৃষ্টি নামতে অশ্বত্থ গাছের নীচে আশ্রয় নেন। বাজ পড়ে। উনি ছিটকে পড়ার সময় তলোয়ার বুকে বিঁধে যায়। সম্ভবত মৃত্যুর পরমুহূর্তেই তলোয়ার তাঁর দেহে প্রবেশ করে।

তাই ভাবছিলাম, এই গাছটা হঠাৎ এত বুড়ো হয়ে গেল কী করে!
তড়িৎবাবু শেষটায় তড়িৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন!

(সমাপ